ওয়েস্টার্ন

আস্তানা

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন

আস্তানা

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8309-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং ইনচার্জ: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochanabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

ASTANA
A Western Novel
By: Golam Mawla Naeem

সেবা প্রকাশনী

একান্ন টাকা

আস্তানা

এক

মাঝ-বিকালে খুনিকে দেখতে পেল জেফ হ্যামিল্টন।

ঠিক দেখা বলা যাবে না, স্রেফ পলকের জন্য দূর থেকে এক নজর দেখেছে। তাড়া খাওয়া সন্ত্রস্ত হরিণীর মত ছুটছিল লোকটার ঘোড়া, আর সওয়ারও বোধহয় টের পেয়ে গিয়েছিল অনুসরণ করা হচ্ছে, তাই যত দ্রুত সম্ভব পথ চলছিল; কিংবা সন্ধ্যার মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছতে চায় বলে তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে।

চেহারা দেখতে পাওয়ার বা পরিচয় জানতে পারার প্রশ্নই আসে না, যেহেতু মাইল খানেক দূরে ছিল লোকটা, কিন্তু ভাইয়ের খুনি সম্পর্কে সামান্য হলেও কিছু ধারণা পেয়েছে জেফ। মাঝারী গড়নের মানুষ, তবে গড়পড়তার চেয়ে স্বাস্থ্যবান. পরনে সাধারণ রেঞ্জ পোশাক। ঘোড়াটা বাকস্কিন। চড়াই পেরিয়ে ওপাশের বিস্তীর্ণ উপত্যকার বুকে নেমে যাবে, তখনই তাকে দেখতে পেয়েছে জেফ।

এ-নিয়ে দ্বিতীয়বার তাকে পলকের জন্য দেখতে পেল। প্রথম দেখেছিল গতকাল। তখন পাসি ছিল জেফের সঙ্গে। টেরিটরির সীমান্তে পৌঁছানোর পর থেমে গিয়েছিল রাইফেলস্টক শহরের শেরিফ, সামনে ছুটন্ত আউটলর অবয়ব দেখার পরও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ছিল—নিজস্ব টেরিটরির বাইরে যাবে না। অন্যের এলাকায় শেরিফগিরি ফলানো মানেই আইন ভঙ্গ বা

অন্যায় করা। আইডিয়াটা পাসির লোকজনের মনে ধরে গিয়েছিল, সকাল থেকে টানা রাইডিঙে ততক্ষণে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছিল ওরা। বাড়িতে কাজ ফেলে এসেছে সবাই, হুজুগে পড়ে পাসিতে যোগ দিলেও তখন আফসোস করছিল; তাই শেরিফ ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া মাত্র কেউ প্রতিবাদ বা আপত্তি করেনি। কেউ যদি বিবেকের সামান্য তাড়না বোধ করেও থাকে, প্রকাশ করেনি।

মনে মনে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হলেও নীরব থেকেছে জেফ। ভাই মারা গেছে ওর, ওদের তো কিছু যায়-আসে না তাতে। কেউ সঙ্গী না হলেই বা কী! নিজের দায়িত্ব ওর শেষ করতে হবে। যে-কোন উপায়ে। তাই—যা করা উচিত ছিল—পাসির সদস্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আউটলর পিছু ধাওয়া করেছে।

প্রায় দু'দিন হতে চলল। রাতে সামান্যই ঘুমিয়েছে জেফ। মন জুড়ে সারাক্ষণ ছিল ওর ভাই। এমন করুণ মৃত্যু পশ্চিমে যে হয় না তা নয়, কিন্তু কেউ আশাও করে না। চরম বেপরোয়া একজন লোকের নৃশংসতার বলি হয়েছে কার্ক হ্যামিল্টন। নিরস্ত্র ছিল সে, আউটলর কাজে বাধা দেয়নি; অথচ বিনা উস্কানিতে ওকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করেছে লোকটা।

তাই জেফ হ্যামিল্টনের কাছে টেরিটরির সীমানা, আইন-কানুন বা অমন ভারিক্কি নিয়ম-নীতির চেয়ে বরং প্রতিশোধস্পৃহাই মুখ্য ব্যাপার।

পাসির সদস্যদের কাছ থেকে ক্ষুব্ধ মনে বিদায় নিয়েছিল জেফ। অন্তস্তলে জেদ আর ক্ষোভ অনুভব করেছে। কার্কের করুণ মৃত্যুর ঘটনা মনে পড়ে যেতে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করেছে। কী নির্মম ঘটনা!

রাইফেলস্টক শহরের একমাত্র ব্যাংকে ম্যানেজার হিসাবে

 আস্তানা

কাজ করত কার্ক। গতকাল সকালে, ব্যাংক খোলার পরপরই কর্কশ চেহারার এক আউটলল হাজির হয়। কার্ক ও ব্যাংক-মালিক রে হর্নার ছাড়া কেউ ছিল না, অন্য স্টাফরা তখনও পৌঁছায়নি আর খদ্দের আসারও সময় হয়নি।

আউটলর নির্দেশ অনুসারে সেফ থেকে টাকা বের করে একটা থলেয় ভরে দিয়েছে দু'জন, টুঁ শব্দও করেনি, কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের গুলি করে বসে আউটলল। কার্ক তখনই মারা গেছে, আর রে হর্নার কয়েক ঘণ্টা বেঁচে ছিল, মৃত্যুর আগে ঘটনার বৃত্তান্ত বলে যেতে পেরেছে।

রাইফেলস্টকে বেড়াতে এসেছিল জেফ। হপ্তাখানেক আগে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে থেকে গিয়েছিল ক'দিন। প্রায় তিন বছর পর কার্কের সঙ্গে দেখা। স্বভাবতই, সময়টা দু'জনেই উপভোগ করছিল। স্বভাব-চরিত্রে দু'জনের মধ্যে বিস্তর অমিল থাকলেও আন্তরিকতা বা হৃদ্যতায় ঘাটতি ছিল না। জেফ যেখানে ভবঘুরে, ভ্রমণপ্রিয় এবং নির্দিষ্ট কোন পেশায় বিশ্বাসী নয়, অথচ কার্ক বরাবরই ব্যবসায়ী হতে চেয়েছে। ব্যাংকিং পছন্দ ছিল ওর।

ছোট ভাইয়ের স্বপ্নপূরণে যথাসাধ্য করেছে জেফ। নিজের ঘাম-ঝরানো রোজগারের সিংহভাগ খরচ করেছে কার্কের জন্য, পড়াশোনা করিয়েছে এবং পরে কাজ শিখতে তাকে সেন্ট লুইয়ে পাঠিয়েছে। মাসের পর মাস খরচা জুগিয়ে গেছে। তারপর, নিউ মেক্সিকোর রাইফেলস্টক শহরে এসে কাজ জুটিয়ে নেয় কার্ক, *ভ্যালি ন্যাশনাল ট্রাস্ট ব্যাংকে* যোগ দেয়।

যেদিন কাজে যোগ দিয়েছিল কার্ক, সেই দিনটা ছিল জেফের জন্য সবচেয়ে আনন্দের আর গর্ব করার দিন। স্বপ্ন দেখেছে কোন একদিন নিজেই এমন একটা ব্যাংকের মালিক বনে যাবে কার্ক, বিয়ে করে সংসারী হবে। বড় ভাই জেফের মত নিঃসঙ্গ

ভবঘুরে হবে না বা ভাড়া দেওয়ার জন্য কোমরে পিস্তল বয়ে বেড়াবে না। শান্তিপূর্ণ, স্থির জীবন যাপন করবে।

নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে রাইফেলস্টক ব্যাংকে চাকুরি জুটিয়ে নেয় সে, ইচ্ছে ছিল ভবিষ্যতে নিজেও এমন একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক হবে।

ওর ইচ্ছে কখনও পূরণ হবে না। মানুষটাই যেখানে নেই, ইচ্ছে বা স্বপ্নের কী দাম!

সংসার, নিজস্ব ব্যাংক গড়ার স্বপ্ন...সবই বিলীন হয়ে গেছে। কোল্ট ফর্টি-ফোরের ভয়ানক তাণ্ডব আর মানুষরূপী হিংস্র এক পশুর স্বেচ্ছাচারিতার কাছে বলি হয়ে গেছে। জীবিত মানুষের মূল্যই যেখানে নেই, কার্কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্নের দাম থাকবে কী করে, যেখানে খুনি স্রেফ খুনের নেশায় উন্মাদ?

সব স্বপ্ন আর পরিকল্পনা ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে খুনি।

তবে কার্কের অকালমৃত্যু কিংবা ওর স্বপ্নের অসম্পূর্ণতা শুধু বেদনা বা শূন্যতার জন্ম দেয়নি জেফের মনে, বরং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও জেদী করে তুলেছে ওকে। স্বাভাবিক গোলাগুলির পরিণতি হলে আমলে নিত না, কিন্তু কার্ক নির্মম প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে বলে এর বিহিত করাকে নিজের কর্তব্য মনে করেছে জেফ। এটাই ওর একমাত্র লক্ষ্য এখন। দুনিয়ায় যত ব্যস্ততা বা কাজই থাকুক, কার্কের খুনিকে প্রায়শ্চিত্ত না-করিয়ে ক্ষান্ত হবে না।

ঘটনার সময় কাছাকাছি এক রেস্তোরাঁয় বসে নাস্তা খাচ্ছিল জেফ। দুটো গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছে, ওর মত আরও দশ-বারোজন লোকও কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। ব্যাংকে ঢুকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখতে পেল কার্ককে। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সব স্বপ্ন আর প্রত্যাশার ঊর্ধ্বে চলে গেছে সে।

ঘটনার আকস্মিকতায় তখনও শোক বা বেদনা অনুভব

করতে পারেনি জেফ, বরং চমকের ধাক্কায় বিবশ ছিল ওর সমগ্র অস্তিত্ব। রে হর্নার পড়ে ছিল একটা রক্তের পুকুরের মধ্যে। পাংশু মুখে, জড়ানো ও অগোছাল শব্দে মুখোশধারী আউটলর বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সে, শেষ করার আগেই ঢলে পড়েছে মৃত্যুর মুখে। কার্কের মত এই মানুষটাও চরম নির্মমতার বলি, ঠাণ্ডা মাথার এক খুনির ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুরতা এবং মানসিক বিকৃতির উদাহরণ।

তারপরের ঘটনা বেশ দ্রুত এগিয়েছে। শেরিফ এসে পাসি আহ্বান করল। আণ্ডারটেকারের হাতে কয়েকটা মুদ্রা গুঁজে দিয়ে ভাইয়ের সৎকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পর, হোটেল থেকে নিজস্ব গিয়ার সংগ্রহ করে স্যাডলে চড়ে বসেছে জেফ।

ততক্ষণে শোক কাবু করে ফেলেছিল ওকে, উপলব্ধি করতে পেরেছিল আসলে ঠিক কী ঘটেছে। অন্তস্তলে কার্কের শূন্যতা বোধ করতে শুরু করেছিল; তাই একমাত্র স্বজনের শেষ আনুষ্ঠানিকতার ভার অন্যের উপর ছেড়ে দিয়ে এভাবে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বেগ পেতে হয়েছিল—বুঝতে পারছিল না ঠিক কী করা উচিত। সারা জীবন যে-ভাইকে আগলে রেখেছে, পৃথিবীতে তার শেষ সময়টুকুতে পাশে থাকবে না?

জেফের কাছে মনে হয়েছে খুনিকে ধাওয়া করাই বরং বেশি জরুরি। কার্কও নিশ্চয়ই তাই প্রত্যাশা করত—চরম অন্যায়ের প্রতিকার হোক!

কাজটা ওর একাই করতে হবে।

কৌশলগত অজুহাতে পিছিয়ে গেছে আইন। জেফের পক্ষে সেই উসিলা দেওয়া সম্ভব নয়, মানসিকতা বা ইচ্ছেও নেই ওর। বরং এর শেষ দেখতে বদ্ধপরিকর। তাতে যদি পশ্চিমের প্রতিটি শহরে ঢুঁ মারতে হয়, মেক্সিকো আর কানাডা সীমান্তের মাঝখানে কিংবা প্রয়োজনে যদি ভিন্ন দেশেও পাড়ি দিতে হয়—পরোয়া

করে না। যে-কোন মূল্যে খুনিকে ধরবে, এবং কার্কের নিষ্ঠুর হত্যার বদলা নেবে। ওলট-পালট করে দেবে সব। তার আগ পর্যন্ত শান্তি নেই, মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি বোধ করবে না। জঘন্য ওই লোকটাকে পিস্তলের নলে নিশানা না-করা পর্যন্ত দুই চোখে ঘুম নামবে না ওর।

ঝাড়া দুটো দিন আর এক রাত পেরিয়ে গেছে। টানা ছুটেছে, বিশ্রাম নেয়নি বলতে গেলে। যতটুকু না-নিলেই নয়—খাওয়ার জন্য থেমেছে, ঘোড়াকে জিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে; সব মিলিয়ে বড়জোর ঘণ্টা দুয়েক হবে। ঘোড়াটা ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অসহ্য ধকল সইছে; খাবার, পানি বা বিশ্রামের দাবি বহু আগেই জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু জেদের বশে এগিয়ে চলেছে জেফ, সহজাত প্রবৃত্তিকে অগ্রাহ্য করেছে বারবার। যুক্তি দিয়ে নিজেকে বুঝিয়েছে—ওর কালো দৈত্যাকার রোয়ান যদি ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত হয়ে থাকে, খুনির বাকস্কিনের দশা নিশ্চয়ই আরও খারাপ; সেক্ষেত্রে, জেফের অনুমান—শিগ্‌গিরই কোথাও থামবে আউটল। সম্ভবত গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। নইলে ঘোড়ার যত্ন-আত্তিরের দাবি এভাবে অগ্রাহ্য করত না।

ধাওয়া খাওয়া একজন মানুষের কাছে তার বাহন অর্থাৎ ঘোড়াই সবচেয়ে বড় অবলম্বন এবং পরম বন্ধু। তাই পরিস্থিতির বিচারে নিশ্চিন্তে বলা চলে বিধ্বস্ত ঘোড়াকে যখন এখনও থামার সুযোগ দেয়নি কার্কের খুনি, ধারে-কাছে কোথাও নিশ্চয়ই থামবে সে। সওয়ার বা বাহন, কারও পক্ষেই এরচেয়ে বেশিদূর এগোনো সম্ভব হবে না।

পশ্চিম আকাশে নুয়ে পড়া সূর্যের দিকে তাকাল জেফ। আরও দু'ঘণ্টা, অনুমান করল, তারপর পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসবে। কে জানে, খুনি হয়তো এবার রাতের আঁধারে থামবে;

তবে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বরং জেফের মনে হচ্ছে সমস্ত প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাবে লোকটা, এমনকী ঘোড়ার চরম সর্বনাশ করার ঝুঁকি নিয়েও, কারণ পিছনে ছায়ার মত লেগে থাকা ধাওয়াকারী সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল সে, জানে গত দুই দিনে সামান্য সময়ের জন্যও অদৃশ্য অনুসরণকারীকে ফাঁকি দিতে পারেনি, কিংবা দূরত্বও বাড়াতে পারেনি। অমোঘ নিয়তির মত পিছু নিয়ে আসছে অচেনা লোকটা।

নিশ্চয়ই বুঝে গেছে জেফ খুবই নাছোড়বান্দা টাইপের মানুষ। শুরুতে পাসির সঙ্গে ছিল, কিন্তু টেরিটরির সীমান্তে এসে পাসি চলে গেলেও জেফ ফিরে যায়নি। জোঁকের মত লেগে আছে। যেন পণ করেছে কোনভাবে শিকারকে দৃষ্টিছাড়া করবে না।

টিলার চূড়ায় উঠে এল জেফ হ্যামিল্টন, সতর্ক যাতে খোলা আকাশের বিপরীতে ওর কাঠামো ফুটে না-ওঠে। খুনি এখন পর্যন্ত কেবলই পালাতে ব্যস্ত থেকেছে, তারমানে এই নয় যে সুযোগ পেলে গুলি করে ফেলে দেবে না ওকে। বরং সেটাই স্বাভাবিক, তা হলে পুরোপুরি নির্ভার হয়ে যেতে পারবে, নিশ্চিন্ত মনে নিজের পথ চলতে পারবে। চিন্তাটা নিশ্চয়ই খুনির মাথায় উঁকি দেবে।

আইডিয়াটা লোভনীয়, উপেক্ষা করা কঠিন, যেহেতু সাফল্যের বিনিময়ে শতভাগ নিশ্চিন্ত হওয়ার সুযোগ থাকছে। আরও একটা ব্যাপার, তার অপরাধ সম্পর্কে কেউ জানতে পারবে না। দৃশ্যত, পাসি যেহেতু টেরিটরির বাইরে পিছু নেয়নি, ধরে নেওয়া চলে আর কখনও এ-মুখো হবে না। শুধু জেফই ধাওয়া করছে, তাই জেফকে ফেলে দিতে পারলে তার কৃতকর্মও চাপা পড়ে যাবে।

একটু আগে এই টিলার চূড়ায় খুনিকে দেখতে পেয়েছিল। চোখ-কান খোলা রেখে ওপাশের ঢালে ঘোড়াকে চালনা করল জেফ। সামনে দৃষ্টি পড়তে বিস্তীর্ণ সবুজ উপত্যকা চোখে পড়ল—মাইলের পর মাইল—দিগন্তের একেবারে শেষ প্রান্তে সীমানা নির্ধারণ করেছে এবড়োখেবড়ো পর্বতশ্রেণী। নিচু কিছু গাছপালাও আছে, তবে হাঁটু-সমান সবুজ ঘাসের গালিচা প্রায় পুরো উপত্যকা জুড়ে বিছিয়ে রয়েছে। দু'পাশে অনুচ্চ টিলা আর মালভূমির মত উঁচু জায়গা মিলে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাকৃতিক এক বেসিনের রূপ দিয়েছে জায়গাটাকে। টিলা-টক্কর বাদ দিলেও পুরো এলাকার প্রশস্ততা প্রায় ছয় মাইল হবে।

দিগন্তের কাছে, পাহাড়ী এলাকার কোলে ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা দেখে স্মিত হাসি ফুটল জেফের ঠোঁটে। ফিল্ডগ্লাস বের করে খুঁটিয়ে দেখে নিল। একটা শহর!

ধাওয়ার পালা শেষ হতে যাচ্ছে। গন্তব্য বা চেনা বসতির কাছাকাছি এসে পড়ায় থামার গরজ অনুভব করেনি আউটল, বরং ঘোড়ার ক্লান্তি অগ্রাহ্য করে নাগাড়ে ছুটে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছতে চেয়েছে। নিশ্চয়ই পরিচিত জায়গা, কারণ লোকটার চলার মধ্যে কোন দ্বিধা বা অনিশ্চয়তার প্রমাণ মেলেনি। কোথায় যাচ্ছে বা যেতে হবে, জানে সে।

শহরে গিয়ে লুকিয়ে পড়বে ইঁদুরের গর্তে, নেহাত ঠেকা ছাড়া বেরোবে না। তবে লাভ হবে না। প্রয়োজনে পুরো শহর ওলট-পালট করে ফেলবে জেফ, লোকটাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে। ইট-পাথর কিছু আস্ত রাখবে না। মাটি খুঁড়ে হলেও খুনিকে বের করবে।

ঢাল ধরে উপত্যকায় নেমে এল জেফ হ্যামিল্টন। কিছু দূরে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে আউটল, যত দ্রুত সম্ভব শহরের দিকে ছুটছে।

ট্রেইল ছেড়ে পাশে সরে গেল জেফ, আউটলর গমনপথের সমান্তরালে ঘোড়া ছোটাল। খামোকা অ্যাম্বুশে পড়ার ইচ্ছে নেই। প্রায় গন্তব্যের কাছে পৌঁছে গেছে বলে খুনির পক্ষে ওকে অ্যাম্বুশ করার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে দিনের আলো যেহেতু ফুরিয়ে আসছে। ঠাণ্ডা মাথায় বিনা উস্কানিতে যে-লোক নিষ্ঠুরভাবে দু'জন নিরস্ত্র মানুষকে খুন করতে পারে, তার পক্ষে সবই সম্ভব, বিশেষ করে কোণঠাসা হয়ে পড়লে। সে জানে অমোঘ নিয়তির মত পিছু নিয়ে আসছে কেউ···

কালো রোয়ানকে খানিকটা পুব দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল জেফ, তারপর ভিন্ন দিক থেকে শহরের দিকে এগোল। সিকি মাইল দূরে, ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে পুরো শহরটা খুঁটিয়ে দেখল। প্রথমেই রংজ্বলা একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল, খুঁটিতে ঘুণ ধরেছে, যে-কোন সময়ে ধসে পড়ে যাবে। তাতে বড় বড় হরফে লেখা:

কিংডম সিটি

একসময় হয়তো ঝলমলে সাইনবোর্ড ছিল, লেখাগুলো উজ্জ্বল ও জমকাল ছিল, কিন্তু এখন আর তা নেই—অস্পষ্ট ও মলিন হয়ে গেছে।

উপরে পেন্সিল দিয়ে একটা অস্পষ্ট লেখা দৃষ্টি কেড়ে নিল।

টার্বেলের

মানে কী দাঁড়াল? *টার্বেলের কিংডম সিটি!*

ব্যাপারটা নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখল জেফ। কত বড় হলে একটা লোক শহরের মালিক বনে যায়? অসম্ভব কিছু নয়। হিম্মতঅলা লোক, নইলে আস্ত শহরের মালিক হয় কীভাবে! নির্ঘাত বিশালদেহী, নইলে তার কর্তৃত্ব অন্যরা সহজে মেনে

নেবে না। দাপুটে, বেপরোয়া বা একরোখা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি...

হয়তো প্রভাবশালী গরু ব্যবসায়ী বা তুখোড় র‍্যাঞ্চার, কিংবা জাত ব্যবসায়ী; এমনকী জুয়াড়িও হতে পারে। পশ্চিমে এমন ঘটনা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়, বিশেষ করে উঠতি শহরে, যেখানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তবে শহরের মালিক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেও জেফের কিছু যায়-আসে না। টার্বেল নামের লোকটার কর্তৃত্ব বা ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে আসেনি ও; স্রেফ ওর ভাইয়ের খুনিকে খুন করতে এসেছে।

চোখের বদলে চোখ। খুনের বদলে খুন।

সহজ নিয়ম। এর মধ্যে কোন মারপ্যাঁচ নেই।

দুই

কিংডম সিটির কোন বিশেষত্ব নেই, পশ্চিমের আর দশটা শহরের মতই। ধূলিমলিন মূল রাস্তার দু'পাশে ফল্স-ফ্রন্টের উঁচু বাড়ি এবং নিচু ছাদের চৌকো দালানের সারি। সবচেয়ে বড় দালানটা জ্যাকসন'স জেনারেল মার্চেন্টাইজ স্টোর। উল্লেখযোগ্য বাকি স্থাপনার মধ্যে, খেয়াল করল জেফ হ্যামিল্টন, প্লেইন্সম্যান হোটেল, ইয়েলো জ্যাকেট সেলুন অ্যাণ্ড গ্যাম্বলিং, ডাফি'স বার্বার শপ, এলিট রেস্তোরাঁ, বার্টসন'স লিভারি স্টেবল অ্যাণ্ড ফীড স্টোর, রায়ান হেনসেনের স্যাডলারি অ্যাণ্ড গানস্মিথ এবং আরও

বেশ কয়েকটা দালান রয়েছে। শহরের একেবারে বাইরের দিকে, সাদা রং করা নিঃসঙ্গ দালান। গির্জা। ওটার সামনে সুদৃশ্য বাগান রয়েছে।

বিকালের তেরছা আলো এসে পড়েছে রাস্তায়, তেজহীন আলোয় ধূলিমলিন কাঠামোগুলোকে আরও মলিন ও জৌলুসহীন দেখাচ্ছে। সেলুনের সামনের হিচ-র‍্যাকে বেশ কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা। আউটল নিশ্চয়ই এত বোকা নয় যে সবার চোখের সামনে রেইলে ঘোড়া বেঁধে রাখবে, বিশেষ করে যেহেতু পিছনে ফেউ লেগে আছে। তবে তারপরও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে গেল জেফ, কোন সম্ভাবনাই বাতিল করে দিতে নারাজ।

তীক্ষ্ণ চোখে প্রতিটি ঘোড়া পর্যবেক্ষণ করছে জেফ। নানা জাতের ঘোড়া আছে। বাকস্কিনও দেখা গেল দু'একটা। দাঁড়ানোর ভঙ্গি বা বাহ্যিক চেহারায় বোঝা যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এখানে রয়েছে; কোনটাই ঘর্মাক্ত বা ক্লান্ত নয়। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসেনি। খুনির ঘোড়া ঘাম আর ধুলোয় মাখামাখি হওয়ার কথা।

একের পর এক বাড়ি বা দালান পেরিয়ে শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এল জেফ। ঘোড়ার রাশ টেনে নিবিষ্ট মনে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর পাশ ফিরে, আড়াআড়ি পথ ধরে বার্টসন'স লিভারি স্টেবল ও বার্নের দিকে এগোল।

দোরগোড়ায় এসে থামল ও, ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে নামল। দীর্ঘ, সুঠামদেহী মানুষ জেফ হ্যামিল্টন। চওড়া কাঁধ, সরু কোমর। সারা দেহে সবল পেশি কিলবিল করে। ঘন কালো চুল। ধূসর চোখ আর রুক্ষ চেহারায় এমন কাঠিন্য রয়েছে যে ব্যাপারটা ওর বন্ধুভাগ্যের জন্য অন্তরায় হয়ে কাজ করেছে সারা জীবন। খুব কম বন্ধুই জুটেছে জেফের।

আলতো হাত বাড়িয়ে হোলস্টারে সিক্সগান পরখ করল ও।

সামান্য সরে গিয়েছিল রাইড করার ফাঁকে, কিছুটা সামনে এগিয়ে নিল হোলস্টার, জুত মত বসিয়ে দিল। তেমন উল্লেখযোগ্য বদল নয়, কিন্তু জরুরি মুহূর্তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ামক হয়ে দাঁড়াতে পারে ব্যাপারটা। কে বলতে পারে একটু পর ওকে নিজের জীবন রক্ষার্থে ড্র করতে হবে না? নির্মম এক খুনির পিছু নিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা একটা শহরে প্রবেশ করেছে, এখানে খুনির বন্ধু থাকতে পারে; কিংবা খুনি নিজেই ওর উপর চড়াও হতে পারে। আসলে, যে-কোন কিছুই ঘটতে পারে। বিরূপ পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকা ভাল।

চারপাশে উৎসুক দৃষ্টি চালাল জেফ। দীর্ঘ, পরিসর প্যাসেজের দু'পাশে স্টলের সারি, তবে শুরুতে কয়েকটা কামরা রয়েছে। ভিতরে আবছা অন্ধকার। সন্ধ্যা হয়নি বলে বাতি জ্বালানো হয়নি এখনও।

দীর্ঘদেহী হসল্যার বেরিয়ে এল প্রথম কামরা থেকে।

'হ্যাঁ, বলো,' নিস্পৃহ স্বরে বলল লোকটা।

অচেনা শহরে এমন অভ্যর্থনাই প্রত্যাশা করে হিসাবী মানুষ। জেফও এর ব্যত্যয় ঘটবে বলে ভাবেনি। 'আমার ঘোড়াটার যত্ন কোরো,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল ও। 'দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে ওটা। বিশেষ যত্ন দরকার ওর।'

কথা শেষ করে মোটেই দেরি করল না জেফ, ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে স্টেবলের ভিতরের দিকে এগিয়ে গেল। রানওয়ের দু'পাশে স্টলের সারি। প্রতিটি স্টল পরখ করল ও, ভিতরে রাখা বা বিশ্রামরত ঘোড়ার উপর তীক্ষ্ণ নজর চালাল। শেষে পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরের করালে, চকিত দৃষ্টি চালিয়ে দেখে নিল চারপাশ। করালে কোন ঘোড়া নেই।

শুরুতে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল হসল্যার, তবে সামলে নিয়েছে নিজেকে। 'বিশেষ কোন ঘোড়া খুঁজছ, মিস্টার?' জানতে

চাইল সে।

নীরবে জেফকে অনুসরণ করছে লোকটা, একেবারে কনুইয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘুরে তার মুখোমুখি হলো জেফ। 'একটা বাকস্কিন। ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট আগে শহরে এসেছে।'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'উঁহু, এখানে আসেনি। সকাল থেকে তোমাকে ছাড়া আর কোন খদ্দের পাইনি।'

'শহরে আসা নতুন কাউকে রাস্তায় দেখেছ নাকি?'

'কত লোকই তো আসে, ক'জনের খবর রাখব! তুমি বোধহয় কিছুক্ষণের মধ্যে শহরে ঢুকেছে এমন কারও খোঁজ চাইছ? উঁহু, অমন কাউকে দেখিনি। হয়েছে কী, শহরের আশপাশে বা শহরেও গলির অভাব নেই। চাইলে যে-কেউ সটকে পড়তে পারবে। তুমি নিশ্চিত লোকটা শহরে ঢুকেছে?'

'হ্যাঁ।' মূল দরজার দিকে এগোল জেফ। কালো রোয়ানের কাছে এসে থামল। 'আবারও বলছি, ঘোড়াটার যত্ন কোরো ঠিক মত। ওকে এখানে ফেলে রেখে অন্য কাজে হাত দিয়ো না। আমি চাই ওর যত্ন-আত্তিরে যেন সামান্য ক্রটিও না হয়। বুঝেছ?'

'জ্বী, সার, বুঝেছি! এখনই ওটাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

রাস্তায় পা রাখল জেফ। চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল। উঁহু, স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্য। তেমন লোকজন নেই। যারা আছে, পোশাক-আশাক দেখে বোঝা যায় শহুরে মানুষ। হিচ রেইলে ঘোড়ার সারি নিরীখ করল আবারও। উঁহু, একটু আগে যেমন ছিল তাই আছে।

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। সারাদিনে খরতাপে বিদগ্ধ হওয়ার পর ক্রমে তাপমাত্রা কমে আসছে, দ্রুত তাপ বিকিরণ করছে পৃথিবী; কিংডম সিটিতেও প্রাণচাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়েছে।

লোকজন বেরিয়ে আসছে বাড়ি থেকে, আগে-পরে পানশালার দিকে এগোচ্ছে; কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো সবক'টা সেলুন আর পানশালা লোকে ভরে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে জ্যাকসন'স জেনারেল স্টোরের সামনে চলে এসেছে জেফ। আসার পথে প্রতিটি অলি-গলিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিয়েছে, ভেবেছিল দালানকোঠার ফাঁকে সঙ্কীর্ণ গলিতে বাকস্কিনকে লুকিয়ে রেখেছে খুনি; কিন্তু দেখতে পায়নি। সত্যি কথা বলতে কী, বাকস্কিন দূরে থাক, গলিতে কোন ঘোড়াই চোখে পড়েনি ওর। খাঁ খাঁ গলি!

এখন একটাই উপায়। প্রতিটি সেলুনে ঢুঁ মারতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে লোকটাকে। দীর্ঘ ও টানা রাইড করেছে, খরখরে গলায় ধুলোকে প্রশমিত করতে হয়তো হুইস্কি গিলবে সে, এমনকী পিছনে ফেউ থাকার পরও।

এমন সম্ভাবনা বাতিল করে দেওয়া যাবে না।

কাছেই সশব্দে বন্ধ হলো একটা স্ক্রিন-ডোর। ঝটিতি পাশ ফিরে সেদিকে মনোযোগ দিল জেফ; দেখল খাটো, ভুঁড়িঅলা এক লোক এগিয়ে আসছে ওর দিকে। পোর্চ ছেড়ে খোলা রাস্তায় নেমে পড়েছে সে, মুখে চওড়া হাসি। পুরোপুরি পেশাদার হাসি, কারণ হাসিটা চোখ স্পর্শ করছে না। নেহাত একজন আগন্তুককে স্বাগত জানানোর সময় খুব কম মানুষই সত্যিকার আন্তরিকতা দেখায়।

'হাউডি, স্ট্রেঞ্জার! আমি মন্টি জ্যাকসন,' সগর্বে জানাল সে। 'তোমার জন্য কী করতে পারি?'

সামান্য ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল, চট করে নিজেকে সামলে নিল জেফ। ভাবল, লোকটা হয়তো কেউকেটা গোছের কেউ হবে। মন্টি জ্যাকসনের *জাত ব্যবসায়ী* চেহারা নিস্পৃহ, তবে চাহনিতে সামান্য আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

'এক রাইডারকে খুঁজছি,' মৃদু স্বরে বলল জেফ। 'আনুমানিক ঘণ্টা খানেক আগে শহরে ঢুকেছে। বাকস্কিনে চড়েছে। দেখেছ নাকি?'

ঝাড়া মিনিট খানেক ভাবল লোকটা, কিংবা ভাবনার অভিনয় করল, শেষে মাথা নাড়ল। 'উঁহুঁ, অমন কিছু মনে পড়ছে না। অন্তত আমার স্টোরে আসেনি। লিভারি স্টেবলে খোঁজ নিয়েছ?'

নড করল জেফ। 'বার্টসন'স-এ? জিজ্ঞেস করেছিলাম হসল্যারকে। অমন কাউকে দেখতে পায়নি সে। ঘোড়া রাখার মত আর কোন জায়গা আছে শহরে?'

'হ্যাঁ। তিন-চারটা জায়গা। তবে শহরে নতুন কেউ এলে হয় বার্টসনে যায় কিংবা হোটেলের পিছনের বার্নে ঘোড়া রাখে।'

দোতলা লম্বা দালানের দিকে চলে গেল জেফের দৃষ্টি। শেষে আন্তরিক কণ্ঠে ধন্যবাদ জানাল মোটকু ব্যবসায়ীকে। 'ধন্যবাদ। দেখি, ওখানে খোঁজ পাওয়া যায় কি-না,' বলে হোটেলের দিকে হাঁটা ধরল।

প্লেইন্সম্যান হোটেল ঘুরে পিছনের লিভারি বার্নে চলে এল জেফ। জায়গাটা বিশাল, প্রায় বার্টসন'স লিভারি স্টেবলের সমান হবে। জেফ ভিতরে ঢুকতে বাম দিকের ছোট্ট অফিসরুম থেকে বেরিয়ে এল আলুথালু চুলের মাঝবয়সী এক লোক।

'কী লাগবে তোমার?' জানতে চাইল সে।

'এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার এখানে কোন রাইডার এসেছে?' জিজ্ঞেস করার ফাঁকে স্টলের সারির দিকে দৃষ্টি চালাল জেফ।

'এসেছে। পিটার টার্বেল।'

টার্বেল! এই নামটাই দেখেছিল শহরের বাইরের সাইনবোর্ডে! অজান্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল জেফের সুঠামদেহ। ঝামেলার গন্ধ পেল ও, নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইল: 'ওকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?'

শ্রাগ করল হসল্যার। 'বোধহয় ইয়েলো জ্যাকেটে পাবে। ওকে খুঁজছ কেন?'

প্রশ্নটা উপেক্ষা করল জেফ, দু'পা এগিয়ে গেল ও। 'কোন্টা ওর ঘোড়া?'

'একেবারে শেষ স্টলে যেটা আছে।'

লোকটাকে পাশ কাটিয়ে নির্দিষ্ট স্টলের সামনে চলে এল জেফ। এক নজরেই ঘোড়াটার বিধ্বস্ত অবস্থা বোঝা যাচ্ছে। প্রচণ্ড ধকল গেছে, এখনও ঘামে ভেজা ওটার দেহ। বাকস্কিনের ঘর্মাক্ত পাছায় হাত বুলাল ও। গরম এখনও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল ঘোড়াটা।

'ব্যাপার কী বলো তো?' আপত্তির সুরে বলল হসল্যার। 'বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘোড়া...'

'একটা লণ্ঠন নিয়ে এসো!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল জেফ, হসল্যার কথা শেষ করতে পারল না।

ক্ষণিকের জন্য দ্বিধায় ভুগল লোকটা, কী ভেবে শেষে জেফের নির্দেশ তামিল করল। দ্রুত পায়ে অফিসের দিকে চলে গেল সে, মিনিট খানেক পর লণ্ঠন নিয়ে ফিরে এল।

হসল্যারের হাত থেকে লণ্ঠন নিয়ে ঘোড়ার কাছে চলে এল জেফ, উঁচিয়ে ধরল। উঁহুঁ, বে ঘোড়া। বাকস্কিন নয়।

অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে ঘোড়াটা দেখল ও। রঙের কারণে দূর থেকে দেখে বাকস্কিন মনে করেছিল। একে দূর থেকে দেখেছে, তায় ঘোড়ার গায়ে ধুলোর আস্তর জমে গেছে, ভুল করা স্বাভাবিক ছিল।

'বলছ ইয়েলো জ্যাকেটে আছে টার্বেল। অন্য কোথাও যেতে পারে না?'

শ্রাগ করল হসল্যার। 'বলছিল গলা নাকি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ওর। সাফসুতরো হওয়ার আগে কয়েক রাউন্ড বীয়ার গিলে

গলা ভেজাবে।'

'টার্বেল এখানে প্রভাবশালী লোক?'

'তা বটে। আচ্ছা, তুমি আবার ঝামেলার ফিকির করছ না তো, স্ট্রেঞ্জার?'

'না,' পকেট থেকে আধ-ডলারের একটা মুদ্রা বের করে ছুঁড়ে দিল জেফ, শূন্যে থাকতে ওটা লুফে নিল হসল্যার। 'কথাবার্তা যা বলেছি ভুলে যাও।'

'না, স্যার,' সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাটা ফেরত দিল লোকটা, গম্ভীর হয়ে গেছে। 'টার্বেলরা যেখানে জড়িত, সেখানে আমাকে জড়াতে পারবে না তুমি। উঁহুঁ, অসম্ভব! ওদের লেজ মাড়াতে রাজি নই।'

সকক'টা দাঁত বের করে হাসল জেফ, পকেটস্থ করল মুদ্রাটা। 'তোমার মর্জি!'

ঘুরে বার্ন থেকে বেরিয়ে এল ও।

প্লেইন্সম্যান হোটেল পেরিয়ে যাওয়ার সময় টের পেল চাপা রাগটা ক্রমে উন্মত্ত ক্রোধে পরিণত হচ্ছে, প্রতি পদক্ষেপে বেড়ে যাচ্ছে ওর আক্রোশ। হোটেলের পাশেই ইয়েলো জ্যাকেট সেলুন। পিটার টার্বেল কিংডম সিটির কেউকেটা বা নেড়ি কুত্তা, যাই হোক না কেন, তাতে ওর কিছু যায়-আসে না; বরং তার সঙ্গে শোধবোধ করতে এসেছে জেফ। টার্বেল যদি অমন এক ডজন শহরের মালিকও হয়, পিছিয়ে যেতে নারাজ ও। কোন অবস্থাতেই নয়।

দুনিয়ায় মাত্র একজন স্বজন ছিল ওর। সমান-সমান পরিস্থিতি বা ডুয়েলে গোলাগুলির পরিণতিতে কার্ক মারা গেলে আফসোস থাকত না, প্রতিশোধ নিতে এমন মরিয়াও হয়ে উঠত না। কিন্তু নিরস্ত্র অবস্থায়, অসহায়ভাবে মারা গেছে কার্ক। যে-কোন বিচারে এটা ঠাণ্ডা মাথায় খুন। অনর্থক প্রাণের অপচয়। পিটার টার্বেলকে বাধা দেয়নি কার্ক বা ব্যাংক মালিক রে হর্নার।

অথচ টাকা নিয়ে কেটে পড়ার সময় অযথা দুটো লাশ ফেলে এসেছে সে। এরচেয়ে ঘৃণ্য কাজ আর হতে পারে না।

জেফের হাতে মৃত্যুই হতে পারে টার্বেলের সমুচিত শাস্তি।

ইয়েলো জ্যাকেট বোধহয় শহরের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ও চালু সেলুন। বেশ জমে গেছে ইতোমধ্যে। পোর্চে উঠে এসে ধীর পায়ে ব্যাটউইং দরজার দিকে এগোল জেফ। পুরো রাস্তায় কড়া নজর চালিয়েছে। স্বাভাবিক চলাফেরা করছে কিছু লোক, এদের বেশিরভাগ সাধারণ শহুরে মানুষ, ব্যবসায়ী, ভবঘুরে বা কাউবয়। কাঙ্ক্ষিত ঘোড়া বা লোকটির দেখা মেলেনি।

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভিতরে পা রাখল ও। ঢুকেই দরজার এক পাশে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভিতরের আলোয় চোখকে অভ্যস্ত করে নেওয়ার ফাঁকে পুরো সেলুনে নজর বুলাল। জমজমাট হয়ে উঠেনি এখনও, সেই সময়ও হয়নি অবশ্য, তারপরও ডজন খানেক খদ্দের রয়েছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছে এরা। কেউ বারের কাছে টুলে, কেউ টেবিল দখল করেছে।

দরজার উল্টোদিকে দেয়ালজোড়া দীর্ঘ বার। পরিসর কামরায় বেশ কয়েকটা টেবিল বিছানো। আঠারো-বিশটা হবে। দেয়ালে আর ছাদ থেকে ঝুলন্ত লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঝলমলে না-হলেও যথেষ্ট আলোকিত হয়ে উঠেছে পুরো সেলুন। একেবারে শেষ প্রান্তে, এক টেবিলে পোকার খেলা চলছে।

পাঁচজন খেলছে। তীক্ষ্ণ চাহনিতে প্রত্যেককে নিরীখ করল জেফ। কাউকেই ওর কাঙ্ক্ষিত লোক মনে হলো না। কাঠামোর সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। কারও পোশাক ধুলোমলিন নয়, বরং যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন। মুখেও দাড়ির জঙ্গল নেই। স্থানীয় লোক। জেফ জানে পিটার টার্বেলের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি থাকবে। পুরো দুই দিন টানা ছুটেছে অদৃশ্য পাসিকে ফাঁকি দিতে, দাড়ি কামানোর সময় কোথায়!

ধীর পায়ে বারের দিকে এগিয়ে গেল জেফ, চলার পথে টুলে বসা খদ্দেরদের উপর নজর বুলাল।

'কী দেব তোমাকে, ফ্রেণ্ড?' জানতে চাইল বারকীপ।

লোকটার দিকে ফিরল জেফ। বিশালদেহী। পরনে পরিপাটি পোশাক—ভেস্ট আর টাই মানিয়ে গেছে ঠোঁটে ঝুলন্ত সিগারের সঙ্গে।

'তোমার নামটা জানতে পারি?'

ভুরু কোঁচকাল বারটেণ্ডার। এমন প্রশ্ন সাধারণত কেউ করে না। 'বার্গেস,' মুহূর্ত খানেক পর বলল সে। 'লিউ বার্গেস। এই সেলুনের মালিক। এবার তোমার নামটা শুনি?'

'মালিক হিসাবে এখানকার সবাইকে তোমার চেনার কথা,' বলল জেফ, সেলুন-মালিকের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছে। 'পিটার টার্বেলকে খুঁজছি আমি। শুনেছি কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছে সে। আছে নাকি?'

সরু চোখে জেফকে দেখল বার্গেস, চাহনিতে সন্দেহ ফুটে উঠেছে। 'থাকতেও পারে। আগে শুনি, কেন ওকে চাইছ?'

'ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোথায় সে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বারের শেষ প্রান্তের দিকে ইশারা করল বার্গেস। 'শেষ টেবিলে বসে আছে। জানি না তোমার মনে কী আছে, তবে বেতাল কিছু করে বোসো না। তোমার জায়গায় থাকলে খুব সাবধানে পা ফেলতাম আমি।'

'ধন্যবাদ, বার্গেস,' নিচু স্বরে বলল জেফ। 'একটা বীয়ার ঢালো। এখুনি আসছি।'

বারের সমান্তরালে এগিয়ে গেল ও। কেউ কেউ সরে গিয়ে জায়গা করে দিল ওকে। বারের প্রান্তে এসে থামল জেফ, সামনের টেবিলে এক যুবককে দেখতে পেল। রোদপোড়া, ক্লান্ত মুখ। কয়েকদিন ক্ষৌরি করেনি বলে খোঁচা খোঁচা দাড়ি

গজিয়েছে; শক্ত চোয়ালের সঙ্গে মানানসই কর্কশ চেহারা। তবে সুদর্শন বলা চলে। রে হর্নারের দেওয়া সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সঙ্গে এর চেহারা বেশ মিলে যায়।

নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থির আবিষ্কার করল জেফ। একটু আগেও উত্তেজিত ছিল, প্রতিশোধের আগুনে পুড়ছিল; ক্লান্তি ছাপিয়ে সমগ্র অস্তিত্বে তীব্র জেদ আর প্রতিহিংসা বোধ করছিল। কিন্তু এখন, কাঙ্ক্ষিত লোকটাকে দেখতে পেয়ে সবই চলে গেছে। শিথিল হয়ে গেছে মাংসপেশি, সব স্নায়ু শান্ত, স্থির। লক্ষ্যে অবিচল ও প্রত্যয়ী এক সৈনিক যেন, হাড়ভাঙা শ্রমের শেষে পরম কাঙ্ক্ষিত বস্তু হাতে পেয়েও যেমন অতি উৎসাহী হয়ে পড়ে না; প্রাপ্য জিনিসটা গ্রহণ করে স্রেফ নিস্পৃহ পেশাদারিত্বের সঙ্গে।

এক পা এগিয়ে গেল জেফ। নিস্তব্ধ সেলুনে ওর নিচু, স্পষ্ট কণ্ঠ একটু জোরাল শোনা গেল।

'তোমার নাম টার্বেল?'

ঝট করে ফিরে তাকাল সে। ফ্যাকাসে, কঠিন চোখ, লণ্ঠনের আলোয় একেবারে মরা ও দ্যুতিহীন দেখাচ্ছে। চেহারায় কিংবা চাহনিতে যে কাঠিন্য রয়েছে, তা এতই স্পষ্ট যে প্রায় নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পড়ে। বিকৃতির ভঙ্গিতে বেঁকে গেছে ঠোঁটজোড়া। শঠতা আর হিংস্রতা এ লোকের মজ্জাগত ব্যাপার—বুঝতে অসুবিধা হলো না জেফের।

হাতে একটা গ্লাস ছিল, হুইস্কিতে অর্ধেক পূর্ণ, ধীরে ধীরে ওটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল সে। তারপর পরিপূর্ণ, অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকাল জেফের দিকে। 'হ্যাঁ। তুমি কে, শুনি?'

'মানুষ তো বটেই, যে কেউ একজন হব নিশ্চয়ই!' হালকা সুরে বলল জেফ। 'হোটেলের স্টেবলে রাখা বে ঘোড়াটা

তোমার?'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল পিটার টার্বেল। সরু হয়ে গেছে চাহনি, কুৎসিত ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকাল। 'অচেনা একজন লোক হিসাবে বিস্তর প্রশ্ন করছ তুমি!'

'উত্তর দিক থেকে শহরে ঢুকেছ?'

এবার কঠিন হয়ে গেল টার্বেলের চাহনি। দু'হাত টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল সে। 'মিস্টার, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন সব একের পর এক প্রশ্ন করছ...'

'সম্পর্ক তো আছেই!' দৃঢ় কণ্ঠে তাকে বাধা দিল জেফ। 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা খোলসা করা দরকার। একটা নয়, জোড়া খুন করে এসেছ তুমি। হতভাগ্যদের একজন আমার ভাই।'

বিস্ফারিত হলো পিটার টার্বেলের চোখ, সামান্য কেঁপে গেল ঠোঁটের কোণ। 'জোড়া খুন করেছি? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, ফ্রেণ্ড! তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই তো বুঝতে পারছি না...'

'দুই দিন আর এক রাত ধরে তোমাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছি। রাইফেলস্টক শহর থেকে এখান পর্যন্ত ...মুহূর্তের জন্যও তোমার ট্রেইল থেকে সরে যাইনি।'

'অসম্ভব! কেউ আমার পিছু নেয়নি!' জোর গলায় প্রতিবাদ করল টার্বেল। 'পশ্চিম দিক থেকে শহরে ঢুকেছি আমি, টুকসন থেকে এসেছি!'

মাথা নাড়ল জেফ। 'দুপুরের পর থেকে এই শহরে তুমি ছাড়া আর কেউ ঢোকেনি। তোমার ঘোড়ার গা থেকে ঘামও শুকায়নি এখনও। আমার ঠিক আগে আগে শহরে ঢুকেছ।'

অস্বস্তি ও অসহায়ত্ব ফুটে উঠল টার্বেলের চোখে, পুরো সেলুনে চকিত দৃষ্টি চালাল। মিনিট কয়েকের মধ্যে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করল।

পুরো সেলুনে অস্বাভাবিক নীরবতা, টুঁ শব্দও করছে না কেউ। পোকার খেলা থেমে গেছে, নড়াচড়া করছে না কেউ, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে–নাটকে শেষ পর্যন্ত কী ঘটে দেখতে চায়, চুম্বকের মত সবাইকে আকৃষ্ট করেছে টার্বেল আর আগন্তুক।

সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে গেছে পুরো সেলুন, বিশেষ করে লণ্ঠনের কাছাকাছি–ধীর ভঙ্গিতে উড়ছে। ঘরে বীয়ার আর হুইস্কির কটু গন্ধ। দালানের কোথাও হেসে উঠল এক মহিলা, স্পষ্ট শোনা গেল; সেলুনের স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্য থাকলে হয়তো শোনাই যেত না। দূরে, গির্জায় করুণ ও শোকার্ত সুরে ঘণ্টা বেজে উঠল।

জেফ বিস্ময়ের সঙ্গে খেয়াল করল পিটার টার্বেলের মধ্যে দেখা একটু আগের কাঠিন্য বা দৃঢ়তা হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। নিচু হয়ে গেছে কাঁধজোড়া, চাহনিতে যুগপৎ অস্বস্তি আর আশঙ্কা। কথা বলল যখন, প্রচ্ছন্ন হতাশা ফুটে উঠল।

'দেখো, মিস্টার, আবারও বলছি,' বলল সে। 'মস্ত বড় একটা ভুল করেছ তুমি! প্রায় এক ঘণ্টা হলো শহরে এসেছি, এবং উত্তর দিক থেকেও প্রবেশ করিনি। ভুল লোক ঠাউরে বসেছ আমাকে।'

বিন্দুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না জেফের মুখে। 'অস্বীকার করবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, যদ্দূর জানি, গতকাল সকালে রাইফেলস্টক শহরের ব্যাংকার রে হর্নার আর আমার ভাইকে খুন করে এসেছ তুমি। ঠাণ্ডা মাথায়, কোন কারণ বা উস্কানি ছাড়াই ওদের খুন করেছ। তোমাকে অনুসরণ করে এখানে পৌঁছেছি।

'তুমি ওদের যা দাওনি, আমি তাই দেব তোমাকে। তোমার পিস্তলের বাঁটে আরেকটা দাগ কাটার সুযোগ পাচ্ছ। পার্থক্য শুধু

একটাই—এবার আর নিরস্ত্র কাউকে গুলি করতে পারবে না।'

নিচু স্বরে আলাপ শুরু করল কেউ কেউ। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না কারও কথা, গুঞ্জন সমানে চলছে।

শহরের বাইরে দেখা সাইনবোর্ড, হসল্যারের সাবধানী আচরণ আর সেলুন-মালিক লিউ বার্গেসের প্রচ্ছন্ন সতর্কসঙ্কেত মনে পড়ল জেফ হ্যামিল্টনের। সব মিলিয়ে ওর কাছে মনে হয়েছে কিংডম সিটিতে টার্বেলের ভূত চেপে বসেছে। শহরে কর্তৃত্ব করছে টার্বেল। কিন্তু বাস্তবে, পিটার টার্বেল যেভাবে সিঁটিয়ে গেছে, ব্যাপারটা বিস্ময়কর এবং বেখাপ্পাও বটে। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা তার, অথচ সে-ই কি-না এ শহরের মালিক! আরেকটু চাপ দিলে হয়তো হাঁটু গেড়ে মিনতি শুরু করবে ব্যাটা!

বড় বিচিত্র শহর!

'না, স্যার, তুমি যাকে খুঁজছ আমি সেই লোক নই! গতকাল কেন, গত এক বছরেও কাউকে খুন করিনি! মস্ত বড় ভুল করছ তুমি। আর হুট করে পিস্তলবাজি বা অমন কোন…'

রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল জেফের। মহা ধড়িবাজ! ভাব করছে যেন দুনিয়ার সবচেয়ে সাধু লোক, অথচ নির্বিচারে দুটো খুন করে এসেছে, ন্যায্য সুযোগ দেওয়া দূরে থাক, নিরস্ত্র দু'জন মানুষকে অকালে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে; আর এখন ফুলবাবু সাজতে চাইছে!

ভণ্ডামি, চালিয়াতি না কাপুরুষত্ব—ঠিক বুঝতে পারল না জেফ; বোঝার ইচ্ছে বা ফুরসতও নেই ওর। অসীম ক্রোধ আর আক্রোশ অনুভব করছে ও; নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। টানা দুটো দিন অমানুষিক ধকল গেছে ওর, শোক-দুঃখ ভুলে গিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে মনকে শক্ত করেছে, পণ করেছিল কার্কের খুনির টুঁটি চেপে না-ধরা পর্যন্ত শান্ত হবে না। শহরে

ঢুকে টার্বেলের প্রতাপ লক্ষ্য করে ভিতরে ভিতরে আরও তেতে গিয়েছিল ও, অথচ এখন গর্তে লুকিয়ে পড়া ইঁদুর মনে হচ্ছে নৃশংস খুনিটাকে!

শীতল রাগ বোধ করছে জেফ। পিটার টার্বেলের চরিত্রে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের অস্তিত্ব ওর মনকে বিষিয়ে তুলেছে। নির্জলা ঘৃণা বোধ করছে লোকটার প্রতি। এরা মানুষ হিসাবে হিংস্র ক্যুগারেরও অধম, দুর্বলের উপর চড়াও হয়, অথচ অবস্থা বেগতিক দেখলে সিঁটিয়ে যায় আতঙ্কে।

এমন শঠ, নীচ লোকের পিছনে আঠার মত লেগে ছিল পুরো দু'দিন? ভাল-মন্দ যাই হোক, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় পশ্চিমের মানুষ, এটাই নিয়ম; কিন্তু টার্বেল যেন অন্য ধাতুতে গড়া—বাইরের মেকি কাঠিন্যের আড়ালে আসলে সে ভিজে বিড়াল এবং দুর্বল মানুষ। অথচ এর হাতেই নৃশংসভাবে খুন হয়েছে দু'জন ভালমানুষ, প্রাণের কী নিদারুণ অপচয়! এমন ঘৃণ্য নরকের কীটের শাস্তি যদি পায়ের তলায় পিষ্ট করে দেওয়া যেত, হয়তো শান্ত হত ওর অস্থির মন...

রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে জেফ। এই জঘন্য লোকটা ওর ভাইকে খুন করেছে, যার মধ্যে ন্যূনতম দৃঢ়তাটুকুও নেই; কার্ক হ্যামিল্টন ও রে হর্নারের মত মানুষের নখেরও যোগ্য নয়, অথচ তার হাতেই ওদের করুণ মৃত্যু হয়েছে—ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস চরম আগ্রাসী ও বেপরোয়া করে তুলেছে জেফকে। নিজেকে বঞ্চিত, শূন্য এবং প্রতারিত মনে হচ্ছে ওর; একইসঙ্গে এসব তিক্ততার সান্ত্বনামূলক প্রতিকার হিসাবে সামনে বসা ঘৃণ্য কীটটাকে পিষে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

থাবা দিয়ে টার্বেলের বাহু খামচে ধরল জেফ, ঝটিকা টানে তাকে আছড়ে ফেলল মেঝেয়। মৃদু একটা গুঞ্জন উঠল সেলুনে, পরপরই নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল সবাই। টেবিল-চেয়ার সরিয়ে

ফেলা হলো। মোটামুটি বৃত্তাকার, ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়ে গেল টার্বেল মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ানোর আগেই।

নিখাদ ঘৃণা নিয়ে কার্কের খুনিকে দেখল জেফ। রুখে দাঁড়ানোর সামান্য আলামতও নেই তার মধ্যে! ব্যাপারটা বিস্মিত করল ওকে, তবে গুরুত্ব দিল না। দায় এড়ানোর ভাঁওতাও হতে পারে এটা।

'লড়বে না?' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ও। 'লড়বে ঠিকই! আমি তোমাকে লড়তে বাধ্য করব! কোমরে পিস্তলটা নিশ্চয়ই দেখিয়ে বেড়ানোর জন্য ঝোলাওনি? বের করো ওটা! ভাব করছ যেন কিছুই বুঝতে পারছ না?'

'সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন, পিট?' ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন উৎসাহ দিল টার্বেলকে। 'মারো ব্যাটাকে! ওকে দেখিয়ে দাও তোমার হিম্মত কেমন।'

'অযথা মারপিট করব কেন?' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল টার্বেল, মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। পড়ে যাওয়ায় যতটা না ব্যথা পেয়েছে, তারচেয়ে যেন অহঙ্কারে লেগেছে বেশি; বিব্রত দেখাচ্ছে তাকে। 'ওর সাথে তো শত্রুতা নেই আমার! আমাকে ভুল লোক মনে করেছে। রাইফেলস্টক নামের শহরে দু'দিন আগে কেন, সারা জীবনেও যাইনি আমি। এমতাবস্থায় ওর সঙ্গে মারামারি...'

দু'জনের মধ্যে মাত্র চার হাত ব্যবধান ছিল। লম্বা পদক্ষেপে দূরত্বটা অতিক্রম করে গেল জেফ। বাম হাত দিয়ে টার্বেলের বুকে শার্ট খামচে ধরে তাকে ঘুরিয়ে দিল আধ-পাক, তারপর ডান হাতে জবর ঘুসি বসিয়ে দিল তার অরক্ষিত চিবুকে। অস্ফুট স্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করল সে, বসে পড়ল তৎক্ষণাৎ। এদিকে পুরোপুরি চড়াও হয়ে গেছে জেফ, সামান্য করুণা বা দয়াও অনুভব করছে না পিট টার্বেলের প্রতি। ফের শার্ট খামচে ধরে

দাঁড় করিয়ে দিল পিটকে, তারপর ঝটিতি দুই গালে দুটো চড় কষল।

কয়েক পা পিছিয়ে এল ও, চোখে বিদ্বেষ নিয়ে তাকাল পিটার টার্বেলের দিকে। 'হ্যাঁ, ড্র করো,' নিচু, রাগে তপ্ত কণ্ঠে উস্কানি দিল জেফ। 'কেবল ওতেই তোমার ইজ্জত রক্ষা পাবে!'

সামান্য টলছে পিটার টার্বেল, অপ্রস্তুত অবস্থা কাটিয়ে এখনও নিজেকে সামলে নিতে পারেনি। ধীর ভঙ্গিতে ডান হাত তুলে ঠোঁট স্পর্শ করল সে, মুখের কোণ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। 'উঁহুঁ, পিস্তল ড্র করব না,' একগুঁয়ে স্বরে বলল। 'আমাকে বাধ্য করতে পারবে না!'

'কাপুরুষ!' গর্জে উঠল জেফ, সেলুনের দূর প্রান্ত থেকেও ওর কণ্ঠ স্পষ্ট শোনা গেল। 'এমন মেরুদণ্ডহীন লোকই পারে দু'জন নিরস্ত্র মানুষকে খুন করতে! ব্যাপারটা আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার।'

'দেখো, আমি আগেও বলেছি...' প্রতিবাদ করতে গেল পিট, মুখ লালচে হয়ে গেছে অপমানে।

'হচ্ছে কী এখানে?' কর্কশ, ভারী একটা কণ্ঠ কথা শেষ করতে দিল না টার্বেলকে।

ব্যাটউইং দরজার দিকে চলে গেল জেফের দৃষ্টি। বিশালদেহী এক লোক ঢুকেছে সেলুনে। বাম বুকের উপর, ভেস্টের সঙ্গে সাঁটা একটা তারা পরিচয় বহন করছে তার। টাউন মার্শাল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পিটার টার্বেল, শব্দটা দশ হাত দূর থেকেও স্পষ্ট শুনতে পেল জেফ। তাকিয়ে দেখল টার্বেলের মুখে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আনন্দ।

'বাবা!' উৎফুল্ল স্বরে বলল সে। 'ভাগ্যিস, তুমি এসে পড়েছ! এক উন্মাদের পাল্লায় পড়ে গেছি!'

তিন

আরেক টার্বেল!

পিটার টার্বেলের চেয়ে গায়ে-গতরে দ্বিগুণ হবে সে। মাঝ-বয়স পেরিয়ে গেছে। দোহারা গড়নের, সুঠামদেহী মানুষ। ওজন অন্তত আড়াইশো পাউণ্ড হবে, উচ্চতা ছয় ফুট ছাড়িয়ে। সাধারণ সুতি কাপড়ের পোশাক আর ভেস্ট পরনে। অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে ট্রাউজারে, শার্টে রয়েছে নানা রঙের পুরানো দাগ। দৃষ্টিকটুভাবে নোংরা!

পশ্চিমে বহু ল-অফিসার দেখেছে জেফ, তবে এমন নোংরা কাউকে দেখেনি। মার্শাল বা শেরিফদের পরিপাটি না হোক, অন্তত পরিচ্ছন্ন পোশাকে দেখতে অভ্যস্ত সবাই। আর দশজন মানুষের চেয়ে নিজেকে ভিন্ন উচ্চতায় দেখাতে হয় বলেই বোধহয় পশ্চিমে সব ল-ম্যান পোশাক বা বাহ্যিক চেহারার ব্যাপারে অতি সচেতন।

ব্যতিক্রম শুধু এই লোকটা।

যত্ন পায় না তার গোঁফও। দেখে বোঝা যায় বহুদিন ছাঁটা হয় না, উপরের ঠোঁট ছাড়িয়ে নীচে নেমে গেছে অসমান পুরু গোঁফ। মুখে কয়েকদিনের দাড়ির জঙ্গল।

শহরের বাইরের সাইনবোর্ডে এই টার্বেলের কথাই লেখা হয়েছে। কিংডম সিটির মালিক। বলদের পাছায় পরিচয় নির্ধারণী মার্কা যতটা স্পষ্ট, মানুষটার চেহারায় ভিতরকার শঠতা, নিষ্ঠুরতা

আর হিংস্র মনোভাবের ছাপ ঠিক সেভাবেই পরিষ্কার চোখে পড়ে।

কয়েক পা এগিয়ে এল মার্শাল, উদ্যত পিস্তলে এখনও নিশানা করে রেখেছে জেফকে। 'আবারও জিজ্ঞেস করছি, এখানে হচ্ছে কী? বেকুবের মত চুপ করে আছ কেন সবাই? কেউ একজন মুখ খোলো!'

পিটার টার্বেলের দিকে তাকাতে আশ্চর্য একটা ব্যাপার খেয়াল করল জেফ। একটু আগের মত এখন আর মোটেই ভড়কে যাওয়া বা অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে না তাকে; বরং বাপের আগমনের কল্যাণে কী করে যেন রাজ্যের সাহস ও হিম্মত অর্জন করে ফেলেছে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জেফকে দেখছে সে, যেন ভস্ম করে দেবে!

'এই হারামখেকো ভবঘুরেটার শরীর ম্যাজম্যাজ করছে মনে হয়,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল পিট, চোখে হিংস্র চাহনি। 'এসেই হামলে পড়েছে আমার উপর! একটা প্যাঁদানি ওকে না-দিলে চলছে না। কী বলো, আচ্ছামত ধোলাই দিয়ে দিই? তা হলে যদি ওর ঝামেলা করার খায়েশ মেটে! ব্যাটা উস্কানি দিয়ে আমার সঙ্গে লড়তে চাইছিল, ওর ইচ্ছেটা অপূর্ণ রাখা কি ঠিক হবে?'

জানতে চাইলেও বাপের অনুমতির তোয়াক্কা করল না পিট, বরং কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল উৎসাহে আগে বাড়ল। ছুটে এসে চড়াও হলো জেফের উপর। বাউলি কেটে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল জেফ, কিন্তু সফল হলো না। গায়ে-গতরে ওর চেয়ে ঢের বড় পিটার টার্বেল, শক্তিও বেশি। কৌশলও জানে কম-বেশি, কারণ শেষ মুহূর্তে বুদ্ধি করে মাথা নিচু করে ফেলেছে সে; ছুটে এসে গুঁতো মারল জেফের পেটে।

এড়াতে পুরোপুরি সফল হলো না জেফ। ওর পেটের এক

পাশে আঘাত করল বিশাল পাথরের মত শক্ত মাথা, ঠেলে নিয়ে চলল পিছনে। পা হড়কে যেতে গেলেও সামলে নিল জেফ, কিন্তু পিটের গতি কমাতে পারল না। ঠেলে ওকে বারের উপর নিয়ে ফেলল সে, ঠেসে ধরল মেহগনির সঙ্গে।

ভোঁতা একটা ব্যথা আচ্ছন্ন করে ফেলল জেফের কোমর, তবে গ্রাহ্য করল না; বরং কর্তব্যের প্রতি মনোযোগী হলো, বুঝতে পেরেছে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী লোকটিকে টেক্কা দিয়ে প্রাথমিক লড়াই জিততে হবে—এবং সেটা তার বাপেরই সামনে। মনে মনে প্রার্থনা করল মার্শাল বা অন্য কেউ যাতে বাগড়া না-দেয়।

পিটার টার্বেলের শক্তি বা সামর্থ্যের বিচার করতে অনিচ্ছুক জেফ, ফুরসতও নেই; বরং তাকে সামাল দিতেই ব্যস্ত। বাপের মত দৈত্যাকার না-হলেও গায়ে-গতরে যথেষ্টই ওজনদার মানুষ। সহজে তাকে হারানো যাবে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, মার্শালের উপস্থিতি যেন জাদুর কাজ করেছে—দুনিয়ার সব সাহস ফিরে পেয়েছে পিট। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে সে যথেষ্ট ক্ষিপ্র ও কৌশলী। আশার কথা—জেফের অনুমান—ওকে খাটো করে দেখছে যুবক। আনন্দের আতিশয্যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হালকা করে দেখার মত মারাত্মক ভুলের বিলাসিতা দেখাচ্ছে।

নিখাদ পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ শুরু করল জেফ। লড়তেই যখন হবে, দেরি করে কী লাভ! নিজের ব্যথা অগ্রাহ্য করে জবর ঘুসি চালাল, বিদ্যুদ্বেগে ধেয়ে গেল একের পর এক আঘাত, পিট কিছু টের পাওয়ার আগেই। জেফকে বারের সঙ্গে ঠেসে ধরতে পারার আনন্দ তার কয়েক সেকেণ্ডের বেশি স্থায়ী হলো না, বরং মুখে আর বুকে বেশ কয়েকটা ঘুসি খেয়ে সেই আনন্দ মাটি হয়ে গেল।

ডান হাতের জোরাল ঘুসিতে ছিটকে গিয়ে কাউন্টারের উপর আছড়ে পড়ল পিটার টার্বেল, বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেছে। মাঝারি সাইজের একজন লোকের বাহুতে এমন প্রচণ্ড জোর তার কল্পনায় ছিল না। চমক সামলে নিয়ে আগুয়ান আগন্তুকের মুখোমুখি হলো সে, দেখল চট করে দু'জনের মাঝখানের ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলেছে লোকটা।

প্রমাদ গুনল পিটার টার্বেল। মাথা ঝিমঝিম করছিল, উদ্ভ্রান্তের মত নেড়ে নিজেকে সংযত করার প্রয়াস পেল। আক্ষরিক অর্থে এখন পর্যন্ত কোন জোরাল আঘাত করতে পারেনি সে, অথচ মার খেয়েছে দেদার। আবার খেতে চলেছে। ধেয়ে এসেছে আগন্তুক।

জেফ অনুভব করল হাঁটু দিয়ে সজোরে ওর পেটে আঘাত করেছে পিট, বুদ্ধি করে একই জায়গায় মেরেছে যাতে দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে ও। তীব্র যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল ওর, অজান্তে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল দেহ। দম আটকানো ব্যথা অগ্রাহ্য করে দু'হাতের মুঠি পরস্পরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরল ও, তারপর সপাটে চালাল।

পিট তখন আবার ঘুসি হাঁকানোর পাঁয়তারা কষছে। দু'হাতের মিলিত প্রচণ্ড মার এসে পড়তে টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল সে, মনে হলো মুখের অর্ধেক অবশ হয়ে গেছে। তীব্র, অবর্ণনীয় ব্যথায় কাতরে উঠল সে।

এবার নিষ্ঠুরের মত এগিয়ে গেল জেফ, প্রতিদ্বন্দ্বীকে সুযোগ দিতে নারাজ। পিটার টার্বেলের মত সুযোগসন্ধানী কেউটে তার যোগ্য নয়। দুর্বলতার সুযোগ নিতে সামান্য কার্পণ্য করে না এরা, বরং চরম নৃশংস হয়ে উঠতে পারে। জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছে কার্ক হ্যামিল্টন আর রে হর্নার। পিটার টার্বেলের নৃশংসতার আরেক বলি হওয়ার ইচ্ছে নেই জেফের। জানে,

সামান্য এদিক-ওদিক হলে ওকে নির্দ্বিধায় খুন করে ফেলবে পিট, শুধু পরিবেশ আর সময়টা নিজের অনুকূল ভাবতে পারলেই হলো।

ভোল পাল্টানোয় ওস্তাদ লোক। সময়ে মেরুদণ্ডহীন, কখনও আবার চরম আগ্রাসী ও বেপরোয়া, এতটাই যে নিষ্ঠুর খুনি হতেও বাধে না।

এক হাতে টলায়মান পিটের বাহু খামচে ধরল জেফ, অন্য হাতে বিরাশি শিক্কার ঘুসি বসিয়ে দিল তার চিবুকে। থ্যাচ করে ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো মুঠি আর রক্ত-মাংসের সংঘর্ষে, আর্তনাদ করে উঠল মার্শালের বীরপুত্র, নিজের অজান্তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

হাঁটু চালাল জেফ। নির্দয়ভাবে আঘাত করল পিট টার্বেলের মুখে। ইতোমধ্যে রক্তাক্ত, বিক্ষত হয়ে গেছে তার মুখ। আঘাতের প্রচণ্ডতায় চিৎপাত হয়ে গেল সে। তীব্র ব্যথায় চিৎকার করার শক্তিও খুইয়ে বসেছে।

কাঁধে সবল একটা হাত পড়তে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল জেফ, ওর চোখে খুনের নেশা। ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল লোকটা, ঠেলে নিয়ে এল কাউন্টারের কাছে।

লোকটা মার্শাল। ছেলের চরম দুর্দশা দেখেও কীভাবে মুখ ভাবলেশহীন রাখছে, খোদা মালুম! 'যথেষ্ট হয়েছে, কাউবয়,' নিচু স্বরে বলল সে, কণ্ঠে নির্দেশের সুর স্পষ্ট। 'ওখানেই দাঁড়াও, আর হাত দুটো মাথার উপর তোলো।'

পাশ ফিরে ছেলের দিকে তাকাল সে। পিট তখন হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। রক্ত, ধুলো আর ফুলে যাওয়া ঠোঁট মিলিয়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে মুখটা। তালু দিয়ে থেঁতলে যাওয়া ঠোঁট স্পর্শ করল, রক্তাক্ত হাতজোড়া চোখের সামনে তুলে দেখল। চাহনিতে রাজ্যের হতাশা আর ভয় ফুটে উঠল।

'হাঁটতে পারবে?' ছেলেকে জিজ্ঞেস করল মার্শাল, কণ্ঠে কোন আবেগ নেই। 'অযথাই ওর সঙ্গে লড়তে গেলে! এড়িয়ে গেলেই কি ভাল হত না? আলাপ-আলোচনা করে আমরা ব্যাপারটা সুরাহা করে নিতাম। যাক্‌গে, খুব বেশি চোট পাওনি।'

অস্বস্তি ভরা চোখে বাপ আর সমস্ত দর্শকদের দেখল পিটার। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা হজম করছে।

'মনে হচ্ছে কখনোই শিক্ষা হবে না তোমার, বাছা,' ভর্ৎসনার সুরে বলল মার্শাল। 'কার সঙ্গে কুলিয়ে উঠবে আর কার সঙ্গে পারবে না, সেটা ঠাহর করা কবে শিখবে?' দৃষ্টি সরিয়ে জেফের মুখোমুখি হলো সে। 'এবার বলো, তোমার এমন মরিয়া হয়ে পড়ার কারণ কী?'

ঝড়ের বেগে চিন্তা করছে জেফ। বাপের সামনে পিটারকে দোষী সাব্যস্ত করতে গেলে নির্ঘাত মহা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে, মার্শাল নিশ্চয়ই ওকে প্যাঁচে ফেলে দেবে, এমনকী নিজেই চড়াও হতে পারে ওর উপর। চাহনি দেখে বোঝা যাচ্ছে এ লোক সাক্ষাৎ শয়তান! তবে পিছিয়ে আসতেও নারাজ জেফ। নিজের অধিকার বা মর্যাদা আজ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়নি। সেটা নতুন করে শুরু করবে কেন?

'জঘন্য এক খুনির খোঁজে এসেছি,' শেষে বলল ও। 'আমার ভাইকে খুন করেছে লোকটা। খুনিকে অনুসরণ করে শহরে এসে পৌঁছেছি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে পিটারই সেই লোক।'

ভুরু কোঁচকাল মার্শাল। 'পিটার সেই খুনি?'

'হ্যাঁ, সে-ই সারা দিনে শহরে আসা একমাত্র লোক এবং ঠিক আমার কয়েক মিনিট আগে কিংডম সিটিতে ঢুকেছে। তা ছাড়া, বর্ণনার সঙ্গে ওর চেহারা মিলে যায়।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকাল টার্বেল, মনে মনে হিসাব কষছে। 'কোথাকার ঘটনা এটা? কখন খুনটা ঘটেছে?'

'গতকাল সকালে,' জবাবে জানাল জেফ। 'রাইফেলস্টক শহরের ঘটনা। প্রথমে অস্ত্র দেখিয়ে ব্যাংক লুট করে পিটার, তারপর...'

'উঁহুঁ, ভুল করছ তুমি,' কর্কশ স্বরে জেফের মুখের কথা কেড়ে নিল মার্শাল। 'পিটার তোমার ব্যাংক ডাকাত বা খুনি হতেই পারে না! কারণ টুকসনে গিয়েছিল ও। বিশেষ একটা কাজ দিয়ে আমিই পাঠিয়েছিলাম ওকে। টুকসন এখান থেকে দক্ষিণে, আর তোমার শহর রাইফেলস্টক ঠিক উল্টোদিকে। নাহ্, মিস্টার, ভুল ঘোড়ার পক্ষে বাজি ধরেছ তুমি।'

ভুল হতে পারে, অন্তত ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা আছে— অস্বীকার করে না জেফ হ্যামিল্টন। অকাট্য কোন প্রমাণ নেই, এমনকী পিটার টার্বেলকে স্বচক্ষে শহরে ঢুকতেও দেখেনি কেউ; শুধু দুটো তথ্য তার বিপক্ষে যায়—জেফের আগে-ভাগে বা একই সময়ে কিংডম সিটিতে ঢুকেছে এবং কার্কের খুনির সঙ্গে তার চেহারার মিল রয়েছে। আরও একটা ব্যাপার: পিটারের ঘোড়াও বে। ট্রেইলে ধুলো থাকার পরও বাকস্কিনকে বে বলে মনে হতে পারে।

'ফ্রেণ্ড, তুমি দাবি করেছ ভাইয়ের খুনিকে অনুসরণ করে এই শহরে এসেছ?' কর্তৃত্বের সুরে জানতে চাইল মার্শাল।

'হ্যাঁ, শহরের একেবারে সীমানা পর্যন্ত অনুসরণ করেছি।'

'লোকটাকে ভাল করে দেখেছিলে?'

'সুযোগ হয়নি। তবে কিছুটা দূর থেকে যা দেখেছি, পিটারের মতই গড়ন। বাকস্কিন বা ধুলোর আস্তর পড়া একটা বে ঘোড়ায় চড়ছিল লোকটা।'

'হ্যাঁ, ধুলো গায়ে পড়লে বে-কে বাকস্কিনের মত দেখাতে পারে,' অন্যমনস্ক সুরে মন্তব্য করল মার্শাল টার্বেল, একটা ভুরু তেরছা ভঙ্গিতে কুঁচকে রেখেছে। দীর্ঘ এক মিনিট কী যেন ভেবে

শেষে মাথা নাড়ল। 'অমন কাউকে রাস্তা ধরে যেতে দেখিনি। আচ্ছা, কোথাও খোঁজ করেছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল জেফ। 'ট্রেস করতে পারিনি। সম্ভবত কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে লোকটা।'

'কিংবা শহর পেরিয়ে চলে যেতে পারে,' সম্ভাবনা বাতলাল ল-ম্যান। 'অল্প সময়ের জন্য শহরে ঢুকেই হয়তো বেরিয়ে গেছে, যাতে তুমি ভাবো এখানে থেমেছে সে।'

'উঁহুঁ, এটা ঘটেনি, কারণ ওর ঘোড়ার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল,' দৃঢ় স্বরে জানাল জেফ। 'আর মাইল খানেকও যাওয়ার সামর্থ্য ছিল না। আমি নিশ্চিত এখানেই থেমেছে লোকটা।'

'কিন্তু শহরে ঢুকে যদি বদলি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারে?' স্মিত হাসল মার্শাল, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে গেছে ঠোঁট। কথা বলার সময় গোঁফ এমনভাবে কাঁপছে যেন লোমশ একটা শূককীট আড়মোড়া ভাঙছে। দৃশ্যটা অস্বস্তিকর।

'দেখো, কাউবয়,' অধৈর্য শোনাল মার্শালের কণ্ঠ। 'ঝামেলার কমতি নেই আমার, বেশ ব্যস্ত আছি। নাপিত ব্যাটাকে ধরে চুল-দাড়ি কাটাতে হবে। ওকে তো দোকানে পাওয়া যায় না, খুঁজে ধরে আনতে হয়। ক্ষৌরি না-করলেই নয়! কয়েকটা দিন থাকো এখানে, তোমার কেসটা নিয়ে কাজ করব। দেখা যাক, কী করতে পারি।'

'ওকে জেলে ভরবে না?' কাউন্টারের ওপাশ থেকে উৎসাহী স্বরে জানতে চাইল পিটার। ইতোমধ্যে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে সে, বারটেণ্ডারের সহায়তায় মুখ ধুয়েছে, সস্তা একটা রুমাল চেপে ধরেছে রক্তাক্ত ক্ষতে।

'কেন?' জানতে চাইল ল-ম্যান। 'ওকে তোমার পছন্দ হলো না বলে? নাকি ওর হাতে পিটুনি খাওয়ার কারণে? সামান্য কারণে লোকজনকে জেলে ভরলে সারা বছরই *হাউসফুল* থাকবে

আমার জেল হাউস, সারাক্ষণ পাহারাও দিয়ে রাখতে হবে। অত হৈনাহেঁচড়ার মধ্যে আমি নেই।'

'কিন্তু ঝামেলা পাকানোর অভিযোগে বা মারপিট শুরু করার জন্য ওকে...'

ঝট করে ছেলের দিকে ফিরল মার্শাল, চোখে কঠিন চাহনি। বাপের কটমট দৃষ্টি দেখে ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল পিটার। তর্ক করল না আর।

সামান্য কোমল হলো মার্শালের চাহনি, হয়তো ছেলেকে নিরস্ত হতে দেখে। তবে ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটল। 'ও আর তোমাকে বিরক্ত করবে না, বয়, অযথা ভয় পাওয়ারও কারণ নেই তোমার।' এবার জেফের দিকে ফিরল সে। 'ঠিক বলেছি না, কাউবয়?'

মার্শাল টার্বেলের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন হুমকির সুর ঠিকই জেফের কানে বাজল। ভুল হওয়ার জো নেই। মানুষটার ধাত যেমন চিনে ফেলেছে, তেমনি ইতিকর্তব্যও স্থির করে ফেলেছে জেফ। উঁহুঁ, তর্ক না-করাই শ্রেয়। আপাতত অপেক্ষা করতে হবে। দেখা যাক, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়। শহরবাসীর সামনে যথেষ্ট ন্যায্য আচরণ করেছে মার্শাল, নিজেকে জাহির করতে কসুর না-করলেও ছেলের হয়ে অন্যায় সুযোগ নেয়নি। সে জানত সেটা হালে পানি পাবে না।

কিন্তু একইসঙ্গে জেফের অভিযোগেরও গুরুত্ব দেয়নি তেমন। ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে এক হিসাবে প্রায় অগ্রাহ্য করেছে। এখন চাপাচাপি করতে গেলে হয়তো ওকে গ্রেফতার করে বসবে মার্শাল টার্বেল, ক্ষুদ্র হলেও অমন একটা অভিযোগ জেফের বিরুদ্ধে খাড়া করানো যায়।

এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মানুষ হিসাবে মার্শাল যতটা হিংস্র, ঠিক ততটাই ক্ষতিকর হতে পারে মার্শাল হিসাবে।

জেফ একবার গারদে আটকা পড়লে কাজের কাজ কিছু হবে না। উপরন্তু, পিটার টার্বেল যদি আসল খুনি না-হয়ে থাকে, এ ফুরসতে পগার পার হয়ে যাবে।

আর পিটারই যদি খুনি হয়ে থাকে, আরও জোরাল প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে, নইলে প্রমাণ করা যাবে না। অন্তত কিংডম সিটিতে, যেখানে বাপের ছায়ায় বাস করে সে।

তাই যে-কোন মূল্যে মুক্ত থাকতে হবে ওকে। আপাতত।

'নিশ্চয়ই,' জবাবে বলল জেফ, দৃঢ় শোনাল কণ্ঠ। 'ভাইয়ের খুনির খোঁজে এসেছি আমি, এবং যে-কোন মূল্যে তাকে ধরতে চাই। সত্যি যদি কোন ভুল করে থাকি,' পিটারের দিকে তাকাল ও। 'ক্ষমা চাইছি।'

বুক টানটান করে দাঁড়াল পিটার। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে আবার। দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল। 'বেশ, তুমি তা হলে তোমার কাজ করে যাও,' প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ চাপা থাকল না তার কণ্ঠে। 'কিন্তু সব ভুলে যাব, কথা দিতে পারছি না।'

ক্ষীণ হাসি ফুটল জেফের ঠোঁটের কোণে, চেষ্টা করেও চেপে রাখতে পারেনি। পিটারের চোখে চোখ রেখে বলল: 'সেক্ষেত্রেও অসুবিধা নেই, আগামী কয়েকদিন এখানেই পাবে আমাকে।'

কথাটা বলা ঠিক হয়নি।

মুহূর্তে জ্বলে উঠল মার্শালের চোখ। 'এই যে, মিস্টার, ভাল কথা গায়ে লাগে না? সাফ বলে দিচ্ছি, তোমার কাছ থেকে কোন ঝামেলা চাই না! ভালয় ভালয় যদি থাকো, আশপাশে থাকতে দেব তোমাকে, কিন্তু সামান্য বেতাল করেছ তো খেদিয়ে বিদায় করব! কথাটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও।

'ব্যস্ততা না-থাকলে তোমার অভিযোগ অনুযায়ী খুনিকে খুঁজে বেড়াতাম, কিন্তু আমি নাচার। তবে সুযোগ হলে অবশ্যই সাহায্য করব।'

ক্ষণিকের জন্য থামল ল-ম্যান। ছেলের দিকে ফিরে বলল, 'যা বুঝতে পারছি, ক'দিনের জন্য তোমাকে ডেপুটি বানিয়ে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে, অযথা ঝামেলা এড়ানো যাবে এবং যদি কিছু ঘটেও যায়, অন্তত আইনের পক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন উঠবে না।' ঘুরে সেলুন ভর্তি লোকজনের উপর নজর চালাল মার্শাল। 'সবাই শুনেছ তো?' চড়া কণ্ঠে জানতে চাইল সে। 'অল্প সময়ের জন্য পিটকে ডেপুটি করে নিচ্ছি, আমার ব্যস্ততার মধ্যে শহরের ব্যাপার-স্যাপার দেখবে ও।'

এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জেফের কাছে দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে গেছে। পিটার টার্বেলকে একটা ব্যাজ দেওয়া মানে তার নিরাপত্তা সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া। একেবারে নিশ্ছিদ্র গ্যারান্টি সহকারে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কখনও যদি পিস্তল ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে পিটারের—বিশেষ করে আগন্তুক, অর্থাৎ জেফের বিরুদ্ধে—সেটা তার কর্তব্য বলে ধরা হবে, আইন প্রতিষ্ঠা বা রক্ষার কাজে বলে বিবেচিত হবে।

এমন কিছু সত্যি ঘটতে পারে। অন্তত তাই জেফের আশঙ্কা। বিরুদ্ধ শক্তিকে দমিয়ে রাখার এমন নজির বিরল হলেও কিংডম সিটির ক্ষেত্রে হয়তো মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বিশেষ করে ছেলে যেহেতু এতে জড়িত।

ছেলেকে রক্ষায় পিতৃস্নেহে অন্ধ পিতার বেহিসাবী ও অন্যায্য পদক্ষেপ হিসাবে একে দেখছে না জেফ—যার ফলে জেফকে পিট টার্বেলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যেত—বরং ব্যাপারটাকে নিজের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম চাল হিসাবে দেখছে ও। ধুরন্ধর ষড়যন্ত্র! কিংবা নির্লজ্জ উস্কানি বলা যেতে পারে। পিটকে অধিকার প্রদান করা হলো—ঝামেলা মনে করলে আপদ চুকিয়ে ফেলো!

'শুনেছি, গ্যারি,' ভিড়ের মাঝখান থেকে বলল একজন। 'কিন্তু তোমার এত ব্যস্ততার কারণ তো বুঝলাম না। ছুটি নিয়ে

কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

মাথা নাড়ল মার্শাল। 'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত,' খানিকটা আমুদে স্বর, কারণটা অবশ্য তখনই খোলসা হলো। 'স্টেজে আমার কনে আসছে! চিঠি চালাচালির ভাল দিকও আছে, জানতাম না; অথচ না-দেখেই দারুণ একটা মেয়েকে জোগাড় করে ফেলেছি!' থেমে কড়া চোখে প্রত্যেকের উপর নজর চালাল সে, যেন আশঙ্কা করছে কেউ হেসে ফেলবে বা সরেস কোন মন্তব্য করবে।

তবে ঘোষণাটা কেবলই অস্বস্তিকর নীরবতার জন্ম দিল। ঘরে টুঁ শব্দও পড়ছে না। এমনকী মার্শাল গ্যারি টার্বেলের আগুনে-চোখ সামনে না-থাকলেও কেউ প্রতিক্রিয়া দেখাত না। স্রেফ বেকুব বনে গেছে সবাই।

'মনে হচ্ছে এবার সবাইকে ড্রিঙ্ক খাওয়াতে হবে তোমার, গ্যারি,' শেষে কষ্টকৃত উচ্ছল কণ্ঠে নীরবতা ভাঙল একজন।

হেসে উঠল ল-ম্যান। এবারের হাসিটা অকৃত্রিম, প্রাণোচ্ছল। 'ঠিক! সানন্দে খাওয়াব। কই, ছেলেরা, বারের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে যাও!' উদার কণ্ঠে আহ্বান করল সে, তারপর বারকীপের দিকে ফিরল। 'মার্ট, সবার দিকে খেয়াল রেখো। কেউ যেন অসন্তুষ্ট না হয়। থাকতে পারছি না বলে দুঃখিত, বয়েজ। নাপিত ব্যাটাকে খুঁজে সাফসুতরো হতে হবে।'

কয়েক পা এগিয়ে ছেলের পাশে চলে গেল সে, খামচে ধরল পিটের কাঁধ। 'চলো, বাছা, নতুন মা-র সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তোমার চেহারাও খানিকটা ঘষা-মাজা করে নেওয়া উচিত। স্টেজ আসতে বেশি দেরি নেই!'

'একটা ড্রিঙ্ক!' মিনতির সুরে বলল পিট।

কটমট করে ছেলের দিকে তাকাল মার্শাল, শেষে বোধহয় মনে পড়ল যথেষ্ট দাবড়ানি আর ধকল গেছে পিটের উপর দিয়ে,

তাই দয়া হলো। 'বেশ, একটার বেশি নয়!'

তৃষ্ণার্তের মত বারকীপের দেওয়া ড্রিঙ্ক পলকে গলায় চালান করে দিল পিট, বিক্ষত ঠোঁটে হুইস্কি লাগতে যন্ত্রণায় কুঁচকে গেল মুখ। বিড়বিড় করে কী যেন বলল, সম্ভবত ভোগান্তির হোতা জেফ হ্যামিল্টনের চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করেছে। শূন্য গ্লাস ঠকাস্ করে বারের উপর নামিয়ে রেখে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল সে, পাশ ফিরে বাপের দিকে চাইল। 'চলো, বাবা।'

'স্টেজ আসছে!' বাইরে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

শোরগোল ওঠার আগেই একটা হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিল মার্শাল। কান পাতল। মনোযোগ দিয়ে শুনতে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের দূরাগত, অস্পষ্ট শব্দ কানে আসল।

'ধেত্তেরি!' বিরক্তিতে কুঁচকে গেল টাউন-মার্শালের মুখ। 'এরচেয়ে বাজে অবস্থা আর হতে পারে? শেভ ছাড়াই কনের সঙ্গে দেখা করতে হবে! চলো, বাছা, স্টেজ পৌঁছতে দেরি হবে না।'

দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগোল দুই টার্বেল। এখন অবশ্য দুই ল-ম্যানই বলা উচিত। পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল অতি উৎসাহী আরও কয়েকজন।

বারের দিকে ফিরল জেফ, বার্গেসকে দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল।

'বীয়ারটা দাও তো,' হালকা সুরে বলল ও। 'সেই কখন গলা ভেজাতে চেয়েছি!'

তাকের উপর থেকে একটা ঝকঝকে বোতল বের করে গ্লাসে বীয়ার ঢালল সেলুনম্যান, গ্লাসের উপরের অংশে ফেনা জমে গেল; শেষে কাউন্টারের উপর দিয়ে জেফের দিকে ঠেলে দিল গ্লাসটা।

'ভাগ্য ভাল তোমার,' নিচু স্বরে বিড়বিড় করল বার্গেস।

গ্লাস তুলে চুমুক দিল জেফ। প্রশান্তির স্পর্শ লাগল খরখরে গলায়। 'কেন মনে হলো তোমার?'

'যেভাবে গ্যারি টার্বেল আর ওর ছেলের সঙ্গে বাতচিৎ করলে...'

'মার্শালের নাম তা হলে গ্যারি টার্বেল?'

'হ্যাঁ। পিটার হচ্ছে বড়জন। আরও একটা ছেলে আছে গ্যারির—লুকাস। বাপ-ব্যাটা তিনজনই কঠিন চীজ!'

'মার্শালকে তো খারাপ মনে হলো না, যথেষ্ট ন্যায্য আচরণ করেছে আমার সঙ্গে।'

'আজ বিশেষ দিন বলে ব্যতিক্রমী আচরণ করেছে,' নিচু স্বরে ব্যাখ্যা করল সেলুনম্যান। 'শুনলেই তো এই স্টেজে ওর কনে আসছে। এমন উপলক্ষের আগে ঝামেলায় পড়তে চায়নি গ্যারি।' থেমে জানালা-পথে রাস্তার উপর দৃষ্টি চালাল বার্গেস। 'মেয়েটা যেই হোক, বেচারীর জন্য দুঃখ হচ্ছে। জানেই না কাদের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে যাচ্ছে! টার্বেলদের এক পাল নেকড়ে বললেও সম্মান করা হয়ে যায়।'

'তাই যদি হবে, তা হলে কী করে শহরের রক্ষক হয় ওরা?' সন্দিহান স্বরে জানতে চাইল জেফ, যদিও উত্তরটা অনুমান করতে পারছে। পশ্চিমের বহু শহরে এমন চিত্র দেখা যায়। এ নতুন কিছু নয়।

শ্রাগ করল বার্গেস। 'কার এত হিম্মত আছে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়? আদপে কারও নেই। ঘাড়ে তো সবার একটা করে মাথা, তাই না? শুরুতে অবশ্য পরিস্থিতি এমন ছিল না। বছর দুয়েক আগে, গ্যারি টার্বেল তখন নতুন এসেছে শহরে, আর আমাদের তখন হতশ্রী অবস্থা। সন্ধ্যার পর নরক হয়ে যেত কিংডম সিটি। রাজ্যের খুনে-বদমাশের আড্ডা ছিল এখানে। প্রতি রাতে দু'একটা খুন, নিদেনপক্ষে মারপিটের ঘটনা ঘটতই।

দু'চার মাসের বেশি টিকত না কোন মার্শাল।

'ওই অবস্থায় হঠাৎ আগমন টার্বেলদের। টাউন কাউন্সিলের কাছে প্রস্তাব নিয়ে এল ওরা—শহর পরিষ্কার করে দেবে। বিনিময়ে আকাশচুম্বী পারিশ্রমিক চাইল। দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্যে আমাদের তখন নাভিশ্বাস অবস্থা, যে-কোন প্রস্তাবেই রাজি হয়ে যেতাম। টাউন কাউন্সিল প্রয়োজনীয় সহায়তা দিল, টার্বেলরা ওদের আরও তিন সঙ্গী সহ পুরো শহর পরিষ্কার করে ফেলল। চরম নিষ্ঠুরতা দেখাল আউলদের সঙ্গে, কাউকে কোন সুযোগই দেওয়া হলো না; সুযোগ হয়তো প্রাপ্যও ছিল না ওদের কেউ।

'যাক্‌গে, কাজ শেষ হওয়ার পর শহরের নায়ক ও প্রিয়পাত্র বনে গেল টার্বেলরা। গ্যারি টার্বেলকে স্থায়ীভাবে এখানে মার্শাল হওয়ার প্রস্তাব দিলাম আমরা, কিন্তু রাজি হলো না সে। ছেলেদের নিয়ে চলে গেল।

'এর ঠিক দু'মাস পর ফিরে এল। আমরা তখন মার্শাল নির্বাচন করছি। হুট করে নিজেকে প্রার্থী ঘোষণা দিল গ্যারি, এবং নির্বাচনে জিতেও গেল। ওর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সবাই ভোট দিয়েছে।

'তো, গ্যারি টার্বেলের দুঃশাসনের শুরু হলো ঠিক ছয় মাস পর। আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম কার পাল্লায় পড়েছি! টার্বেল ক্রমে চড়াও হতে শুরু করল শহরবাসীর উপর। ওর ধার্য করা মাসিক বেতন তো দিতেই হয়, উপরন্তু চড়া হারে চাঁদা দিতে হয় ব্যবসায়ীদের। এমনকী সাধারণ মানুষ বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও বাদ যায়নি। নিরীহ লোকের উপর জবরদস্তি করতে ওর এতটুকু বাধে না। দিনে দিনে টাকার পাহাড় বানাচ্ছে, আর ভূতের আছরের মত আমাদের উপর চেপে বসেছে ওরা।

'অনেক চেষ্টা করেও গ্যারি টার্বেলকে সরাতে পারছি না। বরং আমাদের উপর ক্রমে চড়াও হচ্ছে। তিনজনে মিলে অজেয়

টীম গঠন করেছে ওরা। যখনই একটা কিছু করার চেষ্টা করেছি, কীভাবে যেন খবর পেয়ে যায় এবং সেটা ব্যর্থ করে দেয়।

'একটু আগে যেমন দেখেছ, ছেলের প্রতি গ্যারিকে বেশ দরদী দেখা গেছে। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। ওদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই অদ্ভুত—সারাক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি আর মারপিট লেগে থাকে, ঠিক যেন তিনজন বুনো মানুষ! তবে নিজেদের মধ্যে যতই গোলমাল থাকুক, বাইরের কেউ ওদের সঙ্গে লাগতে গেলে তিনজন একাট্টা হয়ে যায়। ওদের একজনকে মারতে যাও, দেখবে সবাই হাজির হয়ে গেছে।'

শূন্য গ্লাস ভরার জন্য সেলুনমালিকের দিকে ঠেলে দিল জেফ হ্যামিল্টন। মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে, মনে চিন্তা। কঠিন পরিস্থিতি! টার্বেলদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে কপালে খারাবি আছে, বিশেষ করে ওরা যেহেতু ব্যাজের নিরাপত্তা পাচ্ছে; একইসঙ্গে, তিনজনে একটা জোটও তৈরি করেছে।

সেলুনে স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। দু'এক টেবিলে পোকার খেলা শুরু হয়ে গেছে, হুইস্কি গেলার ফাঁকে গল্প করছে কেউ কেউ; অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে পিয়ানোয় আঙুল বুলাচ্ছে বাদক লোকটা।

'একটা পরামর্শ দেব?' বীয়ার-ভরা মগ জেফের দিকে ঠেলে দেওয়ার সময় জানতে চাইল বার্গেস।

শ্রাগ করল ও। 'যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি ওটা বাদ দিয়ে যদি শহর ছেড়ে চলে যেতে বলার ইচ্ছে থাকে, তা হলে অযথা শব্দ খরচ করার দরকার নেই।'

'ঠিক এ-কথাই বলতে চাইছিলাম। প্রাণে বেঁচে থাকতে কিংবা হাত-পা আস্ত থাকা অবস্থায় চলে যাও। পিটার টার্বেলকে এখনও চিনতে পারোনি। আজকের রূপ দেখে যদি ওকে বিচার করো, তা হলে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করবে। বরাবরই

পরিস্থিতির সুযোগ নেয় সে, ঝোপ বুঝে কোপ মারে। বিপদে বা ঠেকায় পড়লে তোমার পা ধরবে, আবার মওকা পেলে চরম সর্বনাশ করে ছাড়বে। নির্দ্বিধায় তোমার পিঠে গুলি করবে ও।

'গ্যারিও তোমাকে খাতির করবে বলে মনে হয় না। আজ ওর যে চেহারা দেখেছ, এটা আসল নয়। ঘটনাটা পুরোপুরি ব্যতিক্রম ছিল। কাল সকাল থেকে আসল চেহারা ফিরে পাবে সে, সবসময় থাকে যেটা—নীচ, হিংস্র ও শঠ। হাউডি বলার মতই অনায়াসে তোমাকে গুলি করতে পারে সে।'

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকল জেফের কাছে। যতই অসৎ কিংবা বেপরোয়া হোক, এতটা অনৈতিক আচরণ কি কোন মার্শাল বা শেরিফ করতে পারে? তবে সেলুনমালিক বার্গেসকে ফালতু কথার লোক বলে মনে হয়নি। হয়তো সত্যি বলছে। ওকে মিথ্যে বলাতে তার কোন স্বার্থ নেই।

'অনেক কিছু বললে,' শেষে আন্তরিক স্বরে বলল জেফ। 'সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তবে আমার সিদ্ধান্তে বা উদ্দেশে তাতে কোন রদবদল হবে না। আমি এখনও মনে করি পিটার টার্বেলই আমার ভাইয়ের খুনি এবং তাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছি। কিন্তু আমার অনুমানে যদি ভুল হয়ে থাকে, আসল খুনি নিশ্চয়ই এই শহরে বা ধারে-কাছে আছে। লোকটার সঙ্গে লেনদেন চুকানোর আগে কোথাও যাচ্ছি না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বার্গেস। 'সেক্ষেত্রে পিছনে একটা চোখ রেখো সবসময়, সান।' থেমে সরু চোখে ওর দিকে তাকাল সে। 'একটা নাম আছে নিশ্চয়ই?'

'হ্যামিল্টন। জেফ হ্যামিল্টন।

ধীরে ধীরে সিধে হলো সেলুনম্যান। 'রেড রিভার-সিমারন এলাকার?'

'হ্যাঁ, বেশ কিছুদিন ছিলাম ওদিকে।

'তোমার কথা শুনেছি। সত্যি কথা বলতে, শুধু শুনিনি, বিস্তর গল্পও কানে এসেছে। রেঞ্জ ওঅরে ভাড়াটে গানম্যানদের বিপক্ষে যেভাবে লড়েছ তুমি...'

'গল্প আর আমার পরিচয়টা তোমার মগজে লুকিয়ে রাখো,' নিচু স্বরে বলল জেফ। 'অতীত অতীতই। অত গুরুত্ব দিলে চলে না। অতীত আঁকড়ে ধরে থাকলে আখেরে কারও লাভও হয় না।'

জেফের দার্শনিকত্বকে ঠিক মেনে নিতে পারছে না বার্গেস, এবং নিজের মতামতের সপক্ষে দৃঢ় বক্তব্য পেশ করল: 'উঁহুঁ, এত সহজ নয় ব্যাপারটা। তুমি ভুলতে চাইলেও লোকে ভুলবে না। সিমারনের আশপাশে লোকে এখনও ওই রেঞ্জ ওঅরের গল্প বলে বেড়ায়। শুধু নামটা যদি শোনে কোনওভাবে, ঠিক তোমাকে চিনে ফেলবে...'

'তুমি না-বললে কেউ জানতে পারবে না, কারণ আমি কাউকে বলতে যাচ্ছি না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আমার নামের শেষ অংশ ভুলে যাও।'

'বেশ, তোমার ইচ্ছে মতই হবে,' মেনে নিল বার্গেস। 'আচ্ছা, এবার অনেক কিছু পরিষ্কার হলো! গ্যারির বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে যে-কেউ দাঁড়াতে পারবে না, হিম্মত লাগবে। তুমি যে দাঁড়াবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।'

পুরো বারের উপর নজর চালাল সেলুনম্যান, তারপর সবচেয়ে কাছের খদ্দেরের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে জেফের আরও কাছে সরে এল।

'এখানকার কাজ শেষে নির্দিষ্ট কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা আছে তোমার?' আগ্রহী স্বরে জানতে চাইল সে।

'উঁহুঁ, বিশেষ কোন প্ল্যান নেই। কেন?'

'ভাবছিলাম এখানে আকর্ষণীয় কাজ পেলে করবে কি-না,'

কণ্ঠে গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করল সেলুনম্যান, যাতে জেফ প্রভাবিত হয়। 'টার্বেলদের কিংডম সিটি বিজয়ের কাহিনি তো শুনলে। কিন্তু এখন ওদের এই শহর থেকে বিতাড়িত করার গল্পও রচনা করতে হবে। ব্যবসায়ীরা যথাসাধ্য সহযোগিতা করবে। টার্বেলদের রাহু থেকে কিংডম সিটিকে যদি মুক্ত করা যায়, এখানকার শান্তিপ্রিয় মানুষ আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে তোমার কাছে।'

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত চমক হিসাবে ধাক্কার মত লাগল জেফ হ্যামিল্টনের কাছে। সরু চোখে বার্গেসের দিকে তাকাল ও, নিচু স্বরে জানতে চাইল: 'তুমি কি একটা প্রস্তাব দিচ্ছ আমাকে?'

'নিশ্চয়ই।'

'পিস্তল ভাড়া খাটাতে বলছ?'

'তাতে দোষের কী আছে! একটা জায়গায় শান্তি আনার জন্য, আইনের প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কেউ পিস্তল ভাড়া খাটায় তাতে কি অন্যায় হবে? মোটেই না! শত শত মানুষের কল্যাণে পিস্তল ধরবে তুমি!'

'এবং নিজে পটলও তুলতে পারি, কারণ দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের টার্গেটে পরিণত হব।'

'কেউ তোমাকে জোর করছে না।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল জেফ। 'উঁহুঁ, এখনই কিছু বলতে পারছি না,' শেষে বলল ও। 'কখনও ব্যাজ পরিনি, পরার ইচ্ছেও হয়নি অবশ্য। আমার কাছে মনে হয়েছে ওটা একটা বোঝা বা ফাঁস। দায়িত্বের ফাঁস।'

'দেখো, কেউ তোমাকে জোর করছে না। চাইলে দায়িত্বটা নিতে পারো। কয়েকদিন যেহেতু থাকবে এখানে, অন্তত ভেবে দেখতে তো অসুবিধা নেই, তাই না?' আশান্বিত কণ্ঠে, প্রত্যাশার সঙ্গে প্রস্তাব করল বার্গেস। 'আমার মনে হয় দায়িত্বটা নিলে

এমন কোন ক্ষতি হবে না তোমার। মূল উদ্দেশ্য আর আমাদের কাজটা, দুটোই কাছাকাছি, প্রায় একই বলা চলে। পিটার টার্বেলকে খুনি মনে করে লেনদেন চুকাতে চাও তুমি, কিন্তু ওকে স্পর্শ করতে হলে অন্য টার্বেলদের বাধা টপকে যেতে হবে। আর আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলে ওই একই কাজ...'

'স্টেজ চলে এসেছে!' পোর্চে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

'চলো, দেখে আসি,' বারের ও-প্রান্ত থেকে বলল বারকীপ, বার পেরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। 'বুড়ো গ্যারি কেমন বউ জোগাড় করেছে!'

মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল সেলুন। খদ্দের সহ সব বারকীপ আর ওয়েটাররাও পোর্চে ভিড় করেছে।

সবক'টা দাঁত বের করে জেফের উদ্দেশে হাসল বার্গেস। 'আমরাই বা বসে আছি কেন? চলো, দেখে আসি। এমন বিশেষ ঘটনা তো হামেশা ঘটে না!'

চার

প্লেইন্সম্যান হোটেলটা লিউ বার্গেসের ইয়েলো জ্যাকেট সেলুনের সামান্য উত্তরে অবস্থিত। সেলুনম্যান আর জেফ যখন পোর্চে পৌঁছল, ততক্ষণে পঁচিশ-ত্রিশজনের ভিড় জমে গেছে আশপাশে। কয়েকজন মহিলাকেও দেখা যাচ্ছে। রাস্তার শেষ প্রান্তে দেখা গেল স্টেজটাকে, দুলকি চালে ছুটছে ঘোড়াগুলো।

'টার্বেলের আরেক ছেলে আছে, বলেছিলে না?' জানতে

চাইল জেফ, হোটেলের পোর্চে চলে গেছে ওর দৃষ্টি, মার্শাল আর তার ছেলে পিটকে দেখছে। দু'জনেই হিচ রেইলের কাছে চলে গেছে। 'এখানে আছে সে?'

মাথা নাড়ল বার্গেস। 'হপ্তাখানেক ধরে ওকে দেখিনি। শহর থেকে বাইরে কোথাও গেছে বোধহয়। মেক্সিকো নির্ঘাত। মাঝে মধ্যে হুট করে উধাও হয়ে যায় ওরা, মানে দুই ভাইয়ের কথা বলছি, কয়েকদিন পর ফিরে আসে। কখনও আলাদা আলাদা, আবার কখনও একসঙ্গে যায়। কী যে করে বা কেন যায়, বলা মুশকিল।'

ধুলো উড়িয়ে ছুটে এল স্টেজকোচ, গতি কমিয়ে থেমে গেল প্লেইন্সম্যান হোটেলের সামনে। ধুলোর ছোট্ট একটা মেঘ ঘিরে ধরল ওটাকে, মিনিট খানেক, তারপর থিতিয়ে এল ধীরে ধীরে।

বিকাল গড়িয়ে গেছে বলে দিনের আলো ফিকে হয়ে এসেছে। দুপুরের খরতাপ নেই, বরং আবহাওয়া বেশ স্বস্তিদায়ক। মৃদু ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। বাড়ি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এখনও আলো জ্বালানো হয়নি, তবে নিত্যদিনের কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে ফেলেছে বেশিরভাগ মানুষ। এখন থেকে বিশ্রামের সময় শুরু হলো।

ব্রেকের উপর থেকে পা সরিয়ে ভিড়ের দিকে তাকাল স্টেজ-ড্রাইভার। 'হাই, গ্যারি, পিট!' শুভেচ্ছা জানাল সে, আন্তরিকতা কতটুকু বোঝা গেল না। 'কেমন চলছে দিনকাল?'

ড্রাইভারের আসন থেকে প্রথমে চাকার উপর পা রাখল সে, তারপর লাফিয়ে মাটিতে নামল। দ্রুত পায়ে পিছনে চলে এল লোকটা। খাটো, মোটাসোটা মানুষ। লম্বা গোঁফ চিবুক ছাড়িয়ে নেমে গেছে। চোখ ধূসর। চাহনি নিতান্ত খেটে খাওয়া মানুষের। মাথায় চওড়া ব্রিমের হ্যাট। রংজ্বলা নীল শার্ট আর লিভাইস পরনে। ভেস্ট বা ব্যাণ্ডানা নেই। নিরস্ত্র।

দরজা খুলে দিল সে।

আহ্বান করার আগেই বেরিয়ে এল এক ড্রামার। মাটিতে পা রেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, হাত-পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল, পেশির আড়ষ্টতা কাটাতে চাইছে, তারপর ত্রস্ত হাতে হ্যাট দিয়ে ঝাপটা মেরে কাপড় থেকে ধুলো ছাড়ানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খুব কম মানুষই তাকে দেখছে। সবার চোখ আটকে আছে কোচের দরজায়।

'কিংডম সিটিতে চলে এসেছি, ম্যা'ম,' কোচের ভিতরে কারও উদ্দেশে বলল ড্রাইভার। 'এখানেই তো নামার কথা তোমার, তাই না?'

সুন্দরী একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। বিশে পড়েছে বা সবে বিশ পেরিয়েছে। আড়ষ্ট, দ্বিধান্বিত ও শঙ্কিত পদক্ষেপে স্টেজ থেকে নেমেছে; চাহনিতে রাজ্যের অনিশ্চয়তা। দরজা দিয়ে মাথা বের করেই চারপাশে দৃষ্টি চালাল।

শোরগোল উঠল উৎসুক দর্শকদের মধ্যে।

'বুড়ো গ্যারির ভাগ্য দেখে হিংসা হচ্ছে!' জেফের কাছাকাছি কে যেন বলে উঠল। 'একে বয়স কম, তারউপর মেয়েটা দেখার মত সুন্দরী!'

নিচু স্বরে খিস্তি করল বার্গেস। 'বাচ্চা মেয়ে! যা বয়স, গ্যারির চেয়ে বরং ওর যে-কোন ছেলে মেয়েটার স্বামী হলেই বরং সেটা স্বাভাবিক মনে হত।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মার্শাল টার্বেলকে দেখছে জেফ। মেয়েটিকে দেখার পর ক্ষৌরিহীন মুখে প্রথমে নিখাদ বিস্ময় ফুটল, তারপর চাপা আনন্দ আর সন্তুষ্টি দেখা গেল। চওড়া হাসি দেখে মনে হলো পারলে ধেইধেই করে নাচে লোকটা!

মেয়েটিকে নামতে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। 'তাড়াতাড়ি করো, ম্যা'ম,' তাগাদা দিল সে।

'শিডিউল মিস্ করে ফেলব নইলে।

নামল মেয়েটা। হালকা নীল রঙের সুট ওর পরনে, যাত্রার উপযোগী। হ্যাট নেই মাথায়। ঘন, ঘাড় বাদামী রঙের চুল মাথার উপর খোপা করে বাঁধা। চোখের রং হালকা, সম্ভবত নীলই হবে, দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল না। ডিম্বাকৃতির মুখে সৌন্দর্য-ছটার অভাব নেই, তবে এ-মুহূর্তে সেখানে কেবলই আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগ চোখে পড়ছে।

আশপাশে তাকাল মেয়েটা, ভিড়ের মধ্যে ব্যাজ দেখে মার্শাল গ্যারি টার্বেলকে স্পট করতে সক্ষম হলো। 'তুমি শহরের মার্শাল গ্যারি টার্বেল নিশ্চয়ই?' কাঁপা স্বরে, থেমে থেমে জানতে চাইল মেয়েটা।

'ঠিক ধরেছ, হানি,' বিশালদেহী মার্শালের উল্লসিত কণ্ঠ, ভিড় ঠেলে আগে বাড়ল। 'তোমার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম।'

থমকে গেল মেয়েটা, অজান্তে এক পা পিছিয়ে গেল। শঙ্কা ফুটে উঠেছে চাহনিতে। গ্যারি টার্বেলকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনটা দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। নিজেকে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত মনে হচ্ছে ওর। গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে, পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই...

'ভুল...কোথাও একটা ভুল নিশ্চয়ই হয়েছে,' শেষ পর্যন্ত ভাষা খুঁজে পেল মেয়েটি। 'আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল যার, সে তো...'

'আমি গ্যারি টার্বেল,' সগর্বে, সোজাসাপ্টা স্বরে জানিয়ে দিল মার্শাল। 'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তোমার। স্টেজের ভাড়া ছাড়াও তোমার যাত্রার সমস্ত খরচ আমি দিয়েছি, আমাকে বিয়ে করবে বলেই এখানে এসেছ তুমি।'

'কিন্তু তোমার চিঠিতে লেখা ছিল...'

'আরে, অত ভড়কে যাওয়ার মত কিছু তো ঘটেনি!' কোমল

স্বরে মেয়েটিকে অভয় দেওয়ার চেষ্টা করল মার্শাল, সবক'টা দাঁত বের করে হাসছে। 'সামান্য বয়স হয়েছে, কিন্তু মনটা তরুণ আছে এখনও। পঞ্চাশ সবে পেরোলাম। এরচেয়ে বেশি বয়সেও বাচ্চা-কাচ্চা ফোটায় লোকে! আমাকে দেখে কি বুড়ো মনে হয়? জানো বোধহয়, বয়স্ক মানুষ স্বামী হিসাবে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হয়? আমি তোমাকে এমনভাবে রাখব, এমন যত্ন করব যে কখনও অভিযোগই করতে পারবে না!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল মেয়েটার কাঁধ, স্থবির দাঁড়িয়ে থাকল, এতটা হতাশ হয়েছে যে ঠিকমত কথাই বলতে পারছে না।

ভিড়ের মধ্যে কে যেন হেসে উঠল হো হো করে। ঝট করে সেদিকে ফিরল মার্শাল, চাহনিতে বিদ্বেষ আর আগুন; হাসির মালিককে খুঁজল আঁতিপাতি করে, বুঝতে পারল না, কারণ মার্শাল টার্বেলের প্রতিক্রিয়া দেখে সঙ্গে সঙ্গে হাসি হজম করে ফেলেছে লোকটা।

ইতোমধ্যে কিছুটা হলেও সামলে নিয়েছে মেয়েটি, সাহস ফিরে পেয়েছে। মন থেকে হতাশা দূর করে দেওয়ায় আত্মসচেতন ও প্রত্যয়ী মনে হচ্ছে ওকে। পরিষ্কার চাহনিতে দেখল মার্শালকে; তিক্ত, কুৎসিত বাস্তবের মুখোমুখি হলো।

'দুঃখিত, মি. টার্বেল, আমাদের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল সেটা এখন আর আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গে টাকা থাকলে এ-মুহূর্তেই তোমার টিকেট আর পথ-খরচার টাকা ফিরিয়ে দিতাম! তবে কথা দিচ্ছি, প্রতিটি পেনি ফেরত পাবে! চেষ্টা করলে একটা কাজ নিশ্চয়ই জুটিয়ে নিতে পারব...'

'কিন্তু আমাদের মধ্যে যে রফা হয়েছিল, তার কী হবে?' হাসছে মার্শাল, তবে হাসিটা চোখ স্পর্শ করছে না। এত দর্শকের মাঝে খেলো হয়ে গেল সে, হাসির পাত্রে পরিণত হলো! ব্যাপারটা বিষাক্ত ঘৃণার মত কাজ করছে তার মনে। এইটুকুন

মেয়ে, কিংডম সিটিতে পা রেখেই বেইজ্জতি করে ফেলেছে তাকে, যে কাজটা আজতক কেউ পারেনি!

'বলেছি তো, ওটা এখন আর আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়!' অবিচল, দৃঢ় কণ্ঠে বলল মেয়েটা।

'তা হয় কী করে?' রেগে গেছে মার্শাল, মেজাজ সামলে রাখতে বেগ পাচ্ছে। 'তুমি চাইলেই তো হবে না! একবার রাজি হয়ে ছুটে আসবে, আমার পকেটের টাকা খসাবে, আর এখন মত পাল্টে ফেলবে? না, সিস্টার, তা হবে না! যেমন কথা ছিল, সব ঠিক সেভাবেই হবে! কোনরকম টালবাহানা সহ্য করব না।

'চলো, বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। আজ আর কিছু করা যাবে না। সকালে যাজককে নিয়ে আসব আমি। ঝটপট বিয়ের কাজ সেরে ফেলব।'

'ছি ছি!' নিচু স্বরে বিড়বিড় করল একজন মহিলা, কিন্তু আর কেউ সান্ত্বনামূলক বা আশ্বস্ত করার মত কিছু বলল না।

ঘুরে স্টেজের দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটি, কোচে উঠে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ঘটনা আঁচ করতে পেরে কুৎসিত হয়ে গেল মার্শালের মুখ। জ্বলন্ত চোখে একবার দেখল, তারপর বিদ্যুদ্বেগে সামনে এগিয়ে গেল। কয়েক ফুট ব্যবধান ছিল দু'জনের মধ্যে, প্রায় মুহূর্তে স্টেজের কাছে পৌঁছে গেল টার্বেল, পিছন থেকে খামচে ধরল মেয়েটির কব্জি।

'উঁহুঁ, কোথাও যাচ্ছ না তুমি!' হিসহিসিয়ে উঠল মার্শাল। 'আমার নাকে-মুখে চুনকালি দিয়ে চলে যাবে? অসম্ভব! আমার সঙ্গে বেঈমানি করে আজ পর্যন্ত পার পায়নি কেউ, তুমিও পাবে না! আগামীকালই বিয়ে হবে আমাদের।' ঝটকা টানে মেয়েটিকে ঘুরিয়ে দিল বিশালদেহী ল-ম্যান।

লিউ বার্গেসের সেলুনের পোর্চে দাঁড়িয়ে মেয়েটির রক্তশূন্য,

আতঙ্কিত মুখ দেখতে পেল জেফ হ্যামিল্টন। মুহূর্ত খানেক দ্বিধা করল, যা করতে যাচ্ছে তার সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে ভাবল, বিশেষ করে বিরুদ্ধ শক্তি যেহেতু আইনের সহায়তা পাবে এবং দলে ভারী; কিন্তু ওই এক মুহূর্তই—পরিস্থিতির বিচারে বেপরোয়া হতে বাধ্য হলো জেফ—অসহায় মেয়েটির অপমান বা সর্বনাশ, কোনটাই হতে দিতে রাজি নয়।

পোর্চ থেকে নেমে গেল জেফ, দ্রুত পায়ে চলে গেল কোচের কাছে। মেয়েটির পাশে পৌঁছে ঝটকা টানে মার্শালের মুঠি থেকে ছিনিয়ে নিল মেয়েটার কব্জি।

হ্যাঁচকা টান দিয়েছে জেফ, তা ছাড়া ওর উপস্থিতিও টের পায়নি মার্শাল, মেয়েটিকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আচমকা টানে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে, টলে উঠল। উন্মত্ত আক্রোশে জ্বলে উঠল তার চোখ, মুখ রাগে কুৎসিত হয়ে গেল। 'আচ্ছা, আবারও তুমি! ব্যাটা হতচ্ছাড়া স্যাডলট্রাম্প! আজ তোকে যদি জনমের শিক্ষা না দিয়েছি তো...'

'তোমার সঙ্গে করা রফা বা সমঝোতা মানতে অনিচ্ছুক এই লেডি,' মৃদু, শান্ত স্বরে বাধা দিল জেফ। 'আমার মনে হয় সেটা করার অধিকার আছে ওর।'

'মগের মুল্লুক নাকি? কোন কিছুই বাতিল হচ্ছে না!' গলা চড়ে গেছে মার্শালের। মেয়েটিকে খাটো করার সুযোগ সে ছাড়ল না। 'আমার দেওয়া টাকায় টিকেট কিনেছে, এতদূর এসেছে, সুতরাং ও আমার! এবং এসবে তোমার নোংরা নাক না-গলালেও চলবে! পিট, এই ব্যাটাকে গারদে ঢুকিয়ে ফেলো তো,' ছেলেকে নির্দেশ দিল সে। 'আপাতত জেলে পচুক একটা দিন, কাল বিয়ের পর্ব শেষ হয়ে গেলে ওর ব্যাপারে নজর দেব।'

দুই কদম পিছিয়ে এল জেফ, স্টেজকোচের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল। মুহূর্ত খানেক পর দেখা গেল ওর হাতে পিস্তল শোভা

পাচ্ছে, কেউই বুঝতে পারেনি কখন ওটা উঠে এসেছে হোলস্টার থেকে। প্রায় ভোজবাজির মত। এমনকী ধুরন্ধর মার্শালেরও চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। এমন অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা আশা করেনি। অস্ফুট স্বরে দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করল।

'ওর ইচ্ছে মত এই কোচে চড়ে চলে যাবে মেয়েটা,' দৃঢ় স্বরে বলল জেফ, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে বাপ-ব্যাটার উপর। 'তোমাদের যদি মরার খায়েশ হয়ে থাকে, ওকে বাধা দিতে পারো।'

নিষ্পলক জেফের দিকে তাকিয়ে থাকল মার্শাল, যেন দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দেবে; চাহনিতে ঘৃণা আর আক্রোশ উপচে পড়ছে। 'যতটা না সামাল দেওয়ার মুরোদ, তারচেয়ে বেশিই ঝামেলা করছ তুমি, স্ট্রেঞ্জার,' দাঁতে দাঁত চাপার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল জেফ, বিষোদ্গার করছে মার্শাল। 'তোমার মত মানুষ খুব বেশিদিন বাঁচে না!'

'সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার,' একইরকম নিরুদ্বিগ্ন, নিষ্কম্প কণ্ঠে জবাব দিল জেফ। 'এবার কয়েক পা পিছিয়ে যাও, মার্শাল। আর তোমার ছেলেকে হাত দুটো এমন জায়গায় রাখতে বলো যাতে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। একটা জিনিস বোধহয় বুঝে গেছ এতক্ষণে—তোমাদের মত হম্বিতম্বি করি না, বরং কাজে বিশ্বাসী আমি? সামান্য বেতাল করলে ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব!'

ধীর ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল ল-ম্যান। পিছনে উৎসুক লোকজন সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দিল। চোখের কোণ দিয়ে পিটার টার্বেলের উপর দৃষ্টি রেখেছে জেফ। মার্শাল ঘাঘু মাল, যত মেজাজই দেখাক, বেহুদা কিছু করে বসবে না, আগে ঝুঁকি বিচার করবে। কিন্তু পিটারের কথা আলাদা। রক্ত গরম, তায় খেপে আছে জেফের উপর। আগপাছ না ভেবে বেপরোয়া হয়ে পড়তে

পারে। কিংবা অতটা আগ্রাসী না-হয়েও বিপদে ফেলে দিতে পারে জেফকে—যদি চুপিসারে বা মওকামত সরে যায় একদিকে, তা হলে একইসঙ্গে দু'জনের উপর নজর রাখতে পারবে না জেফ।

'হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়েছে, আর পিছাতে হবে না,' কয়েক মুহূর্ত পর নির্দেশের সুরে বলল জেফ। 'যেখানে আছ, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকো। ওই লেডিসহ কোচটা চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দু'জনের কেউ নড়বে না। দ্বিতীয়বার কিন্তু বলব না আমি!'

'ইয়ে...আমার কাছে ভাড়ার টাকা নেই,' ক্লান্ত, নিচু ও লজ্জিত স্বরে জানাল মেয়েটা। 'মি. টার্বেল শুধু আসার টিকেট পাঠিয়েছিল আমাকে...'

ধীরে ধীরে বাম হাত পকেটে ঢুকিয়ে দিল জেফ, একটা ডাবল ঈগল তুলে আনল। দুই ল-ম্যানের উপর থেকে দৃষ্টি না-সরিয়েই মুদ্রাটা মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিল। 'আশা করি এতে চলে যাবে তোমার,' বলল ও। 'অন্তত টুকসন পর্যন্ত যেতে পারবে।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতায় বুজে এল মেয়েটির কণ্ঠ। 'সবকিছুর জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থেকে গেলাম! যেভাবে হোক, তোমার আর মি. টার্বেলের দেনা শোধ করব আমি, হয়তো কয়েকটা দিন দেরি হবে...'

'বাদ দাও,' দ্রুত বলল জেফ। 'ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। এখন বরং তাড়াতাড়ি কোচে উঠে পড়ো। ড্রাইভার ব্যাটাকে ওর আসনে তুলে দিচ্ছি, তা হলে এখনই রওনা দিতে পারবে।'

পিটার টার্বেলের ক্রুদ্ধ কাঠামোর পিছনে লিউ বার্গেসকে দেখতে পেল জেফ। সেলুনম্যানের কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে, অবস্থা দেখে মনে হলো একটা কিছু বলতে চাইছে, কোন ম্যাসেজ দিতে চাইছে, কিন্তু তার দিকে বেশিক্ষণ

মনোযোগ রাখার সাহস পেল না। দুই টার্বেলকে চোখে চোখে রাখতে হচ্ছে, মুহূর্তের ব্যবধানে এরা নরক নামিয়ে আনতে পারে···কোনভাবে মওকা দেওয়া যাবে না ওদের।

'ড্রাইভার!' হাঁক ছাড়ল জেফ। 'কোচ নিয়ে এবার কেটে পড়ো!'

ঠিক পরমুহূর্তে পিছনে হালকা একটা শব্দ শুনতে পেল জেফ। অনুমান করল কোচের ভিতরে হয়েছে শব্দটা। চকিতে ব্যাপারটার তাৎপর্য বা কারণ, বার্গেসের অব্যক্ত ম্যাসেজ—সবই বুঝে গেল ও। পিছন থেকে কেউ ওকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে।

ঝটিতি সক্রিয় হলো জেফ, লাফিয়ে একপাশে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল। বেমক্কাভাবে কাঁধের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো কোচের। আর কিছু করার আগেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ওর, কী যেন আঘাত করেছে! দুনিয়া ঘুরে উঠল, চোখের সামনে হাজারটা আতশবাতির ফুলঝুরি দেখতে পেল। টের পেল হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ চেষ্টায় পতন ঠেকানোর প্রয়াস পেল, কিন্তু পারল না। সামনে দৃষ্টি পড়তে দেখল কাজটা শেষ করতে ছুটে আসছে পিটার টার্বেল, বাপের তৈরি করা সুযোগ কাজে লাগাতে উন্মুখ হয়ে পড়েছে। কোন এক ফাঁকে মার্শাল কয়েক পা সরে গেছে ডান দিকে, এবং ভারী ও ধাতব কিছু একটা ছুঁড়ে মেরেছে এবং সেটা অব্যর্থ নিশানায় জেফের মাথায় এসে লেগেছে।

পাঁচ

পড়ন্ত অবস্থায় একটা অবলম্বন ধরার জন্য হাত বাড়াল জেফ হ্যামিল্টন, স্টেজকোচের জানালা হাতে ঠেকতে খামচে ধরল। দুই পায়ে জুত হয়ে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল ও, ভারসাম্য ফিরে পেতে চাইছে; তীব্রভাবে মাথা নেড়ে পরিষ্কার করে নিতে চাইল চিন্তা-ভাবনা।

ততক্ষণে ওর সামনে পৌঁছে গেছে পিটার টার্বেল। বিরাশি শিক্কার ঘুসি হাঁকিয়েছে সে, জেফের বিপর্যস্ত অবস্থার সুবিধা নিয়ে খেল খতম করে ফেলতে ইচ্ছুক। শেষ মুহূর্তে সক্রিয় হলো জেফ, চট করে এক পাশে সরে গিয়ে ঘুসি এড়ানোর প্রয়াস পেল।

যুবক টার্বেলের মুখে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে, চাহনিতে খুনের নেশা। ঘুসি ফস্কে যাওয়ায় আরও হিংস্র হয়ে উঠল সে। চট করে ধেয়ে এল।

কম দূরত্ব বলে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পেল না জেফ, ছুটন্ত ট্রেনের মত ওর উপর চড়াও হলো পিট। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল, কোচের উপর আছড়ে ফেলল জেফকে। পুরু লোহার বেড় দেওয়া কোচের চাকার উপর গিয়ে পড়ল জেফ, মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে তীব্র ব্যথার প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ল দেহের মাঝ-বরাবর; অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল ও। ব্যথাটা এত তীব্র যে মনে হলো মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে গেছে; নিদেনপক্ষে দু'একটা হাড়

ভেঙেছে বা চিড় ধরে গেছে কি-না কে জানে!

তবে তাতে একটা উপকারও হলো: মুহূর্তের মধ্যে পুরোপুরি সচেতন হয়ে গেল জেফ, সব ধরনের সংবেদনশীলতা ফিরে পেল ওই আঘাতে।

ধাক্কা দিয়ে পিটকে সরিয়ে দিল ও, নিজেকে মুক্ত করে নিল। পরপরই ডান হাতে ওজনদার ঘুসি হাঁকাল, টের পেল যথাস্থানে ল্যাণ্ড করেছে ঘুসিটা। টলে উঠল ডেপুটি। কিন্তু জেদ তাড়া করছে তাকে, বিন্দুমাত্র হতোদ্যম হয়নি, বরং বিপুল উৎসাহ নিয়ে ছুটে এল আবার।

এবার বাউলি কেটে সরে গেল জেফ।

প্রতিপক্ষ সরে গেছে টের পেয়ে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল পিটার টার্বেল, কিন্তু পুরোপুরি সফল হলো না। কোচের উপর গিয়ে পড়ল সে, সামনে হাত বাড়িয়ে গতি কমানোর পাশাপাশি গুরুতর আঘাত এড়াল।

এদিকে সুযোগ হাতছাড়া করেনি জেফ। পিট সামলে নেওয়ার আগেই প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল কানের উপর। হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছিল ডেপুটি, কোচের গা ধরে কোনরকমে সামলে নিল।

'হচ্ছে কী, পিট? উঠে পড়ো!' চেঁচাল কে যেন। 'ওর কাছে তোমার দেনা দেখছি বেড়েই যাচ্ছে। ওজনদার যে-কয়টা ঘুসি খেয়েছ অমন কয়েকটা ওকে ফিরিয়ে না-দিলে কি চলবে? ওঠো, বাছা, আমরা দেখতে চাই কীভাবে ওর দেনা শোধ করো!'

ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল পিটার টার্বেল, একটু আগের ক্ষিপ্রতা নেই। এবার সতর্কতার সঙ্গে এগোল সে, কিছুটা ঝুঁকে রয়েছে, হাত দুটো ছড়ানো দু'দিকে।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকে দেখছে জেফ। লোকটার ধাত বুঝতে পারছে। গায়ে অসুরের শক্তি রয়েছে ডেপুটির, সেলুনের সাধারণ

এলোপাতাড়ি মারপিটে ওস্তাদ লোক, কিন্তু আদপে সুনির্দিষ্ট কোন কৌশল বা রীতিতে অভ্যস্ত নয়।

'চেপে ধরো ওকে, পিট!' এবারকার উৎসাহদাতা মার্শাল, কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারল জেফ।

ঝাঁপ দিল সে। আগেরবারের মত এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল জেফ, কিন্তু সফল হলো না। বরং পিটার আঁচ করতে পেরেছে কী করবে বা কোন্ দিকে সরে যাবে। ভোঁতা শব্দে সংঘর্ষ হলো দুটো দেহের। মুহূর্তের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকল ওরা, একে অন্যকে চেপে ধরার চেষ্টা করল, তাই আগু-পিছু দোল খেল জোড়া শরীর। তারপর দু'জনেই ভূপতিত হলো।

মুখে ডেপুটির আঁচড় অনুভব করল জেফ, ওর চোখ বরাবর খামচি মেরেছে, তবে চোখে না-লাগলেও চোখের কোণ আর গালের মাংসে বসে গেছে ধারাল নখ। ঠিকমত বোধহয় নখও কাটে না! চোখা নখ বসে যাচ্ছে মাংসে।

তীব্র জ্বালা অনুভব করল জেফ, বুঝল চামড়া ছড়ে গেছে বা কেটে গেছে। গ্রাহ্য করল না ও, বরং চোখ বাঁচাতে ডেপুটির বাহু ধরে হ্যাঁচকা টান দিল নীচের দিকে।

নিজের শরীরে মোচড় তুলে জায়গা করে নিল ও, দু'জনের মাঝখানে ব্যবধান সামান্য বাড়তে চট করে দুই হাঁটু তুলে ঠেকিয়ে দিল ডেপুটির পেটের সঙ্গে। চাপ দিতে হলো না, পিটের দশাসই দেহের ওজন জোড়া হাঁটুর উপর চেপে বসতে গুঙিয়ে উঠল সে। টের পেলেও কিছু করার থাকল না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে তাকে লাথি হাঁকাল জেফ জোড়া পায়ে। সমস্ত শক্তিতে ছুঁড়ে দিয়েছে শূন্যে। পাঁচ হাত দূরে মাটির উপর আছড়ে পড়ল সে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল জেফ। দেখল পিটও উঠে পড়েছে। এ-ধরনের বারোয়ারি মারপিট তার কাছে ডাল-ভাত,

তাই হিপ-থ্রো করেও সুবিধা করতে পারেনি জেফ। দশাসই দেহ তার জন্য শাপেবর হিসাবে কাজ করেছে, তেমন আঘাত পায়নি।

এগিয়ে আসছে পিটার টার্বেল। মরিয়া চাহনি ফুটে উঠেছে তার চোখে, এখন আর কোন কিছুতে নিরস্ত হবে না। লড়াই শেষ হওয়া পর্যন্ত উন্মত্ত আক্রোশ নিয়ে লড়ে যাবে—মার খাবে বা দেবে। চূড়ান্ত সর্বনাশ করবে প্রতিদ্বন্দ্বীর, কিংবা নিজে বিধ্বস্ত হবে।

দশাসই শরীরটাকে ছুটে আসতে দেখে প্রস্তুতি নিল জেফ। জেদ আর আক্রোশই বোধহয় শক্তি যুগিয়েছে পিটকে, ক্ষিপ্রবেগে ছুটে আসছে। শেষ মুহূর্তে পাশ ফিরে দাঁড়াল ও, তারপর ডেপুটি নাকের ডগায় পৌঁছতে তার চিবুকে জোরাল ঘুসি বসিয়ে দিল।

থ্যাচ করে আওয়াজ হলো, আর বিজাতীয় একটা শব্দ করে যন্ত্রণা প্রকাশ করল পিটার টার্বেল, মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। মুহূর্তে ভারসাম্য হারাল সে, তার পতনকে ত্বরান্বিত করল জেফের পরের আঘাত। গলা সমেত চোয়ালের কোণে লাগল জবর ঘুসি। পড়ন্ত অবস্থায় একটা পা তুলে বুট দিয়ে জেফের কুঁচকিতে লাথি মারার চেষ্টা চালাল পিট।

চট করে পাশে সরে গেল জেফ, হাত বাড়িয়ে শূন্যে থাকতে বুটসহ ডেপুটির পা খামচে ধরল। তারপর গায়ের জোরে উপর দিকে টান দিল। চাপা বিস্ময় ফুটল পিটের দুই চোখে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটির উপর। শক্তি বা ওজনের বিচারে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে সে, কিন্তু এ-নিয়ে দু'বার জেফের কৌশলের কাছে পরাস্ত হয়েছে—অসহায়ভাবে ধরাশায়ী হয়ে ভূমিশয্যা নিয়েছে।

তীব্র ঘৃণায় খিস্তি করল ডেপুটি। মুখ, বিশেষ করে চিবুক আর চোয়াল রক্তাক্ত হয়ে গেছে, কেটে গেছে কয়েক জায়গায়। অক্ষম রাগে একবার হিসিয়ে উঠল সে, কী বলল বোঝা গেল

না। কর্কশ শব্দে শ্বাস ফেলছে, হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বিশাল বুকের ছাতি।

সহসা হোলস্টারে ছোবল মারল পিটার টার্বেল। হাতাহাতির খায়েশ মিটে গেছে, বুঝে গেছে বাহুবল থাকা সত্ত্বেও পারবে না জেফের সঙ্গে—এক ঘণ্টার ব্যবধানে দ্বিতীয়বারের মত বেদম মার খেল। অগত্যা...পিস্তলে ফয়সালা করতে মনস্থ করল সে। ডেপুটি হিসাবে নিয়োগ পেয়েছে যখন, ওর বাবাও উপস্থিত আছে, আগে পিস্তলে হাত দেওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ম্যানেজ হয়ে যাবে।

ঝটিতি আগে বাড়ল জেফ। লাথি চালাল পিটের পিস্তলধরা হাতে। দশ ফুট দূরে গিয়ে পড়ল পিস্তলটা। তারপর দু'হাত চেপে ধরে এক টানে দাঁড় করিয়ে দিল তাকে, পরপরই জোড়া ঘুসি বসিয়ে দিল পিটের অরক্ষিত মুখে। মুঠির সঙ্গে নরম চামড়ার সংঘর্ষের শিউরানো শব্দ স্পষ্ট শোনা গেল।

তখনই পড়ল না পিটার টার্বেল, বরং টিকে থাকল, তবে ঝড়ে পড়া গাছের মত টলে উঠল বারকয়েক। দোল খেল কয়েক মুহূর্ত, তারপর এগিয়ে এল সে। মুখে পরাজয়ের আশঙ্কা ফুটে উঠেছে। বুঝে গেছে আজ নিস্তার নেই। স্রেফ আত্মসম্মানবোধ তাকে তাড়া করছে, নইলে অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিত।

জানে মার খাবে, কিন্তু গোঁয়ারের মত এগিয়ে এল। প্রচণ্ড ঘুসি তার চিবুকে আবার বসাল জেফ, স্রেফ জায়গায় জমিয়ে দিল পিট টার্বেলকে। প্রথমটার পিছু ধেয়ে গেল ডান হাতের আপারকাট।

কিন্তু এত সহজে পরাজয় মানতে রাজি নয় ডেপুটি। উদ্ভ্রান্তের মত হাত চালাল সে। এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাচ্ছে। তারই একটা কাঁপিয়ে দিল জেফকে, ওর মনে হলো সারা দুনিয়া টলে উঠেছে। কারও বাহুতে এত জোর থাকতে পারে কল্পনা করা

মুশকিল।

'এই তো, এভাবেই মারতে হবে ওকে!' চেঁচিয়ে উৎসাহ দিল মার্শাল। 'আর গোটা তিনেক বসাতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে!'

ঘুসি হাঁকাল জেফ, কিন্তু মাথা সরিয়ে ওটা এড়িয়ে গেল পিট। পাল্টা জেফের চোয়ালে বিরাশি শিক্কার ঘুসি বসিয়ে দিয়ে চমকে দিল। আঘাতের প্রচণ্ডতায় কেঁপে উঠল জেফের দেহ, সমগ্র অস্তিত্ব নাড়া খেল; অজান্তে এক পা পিছিয়ে গেল ও। পিটার টার্বেলের সামর্থ্যের প্রমাণ বিহ্বল করে তুলেছে ওকে। থামের মত মোটা বাহুতে দানবীয় শক্তি!

জেফকে টলাতে পেরে নতুন করে উৎসাহ পেল পিট, বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করতে এগিয়ে এল। মুহুর্মুহু ঘুসি ছুঁড়ছে, লাগল কি-না তার পরোয়া করছে না; যেন জানে সবগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

শোরগোল উঠেছে দর্শকদের মধ্যে। এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে গ্যারি টার্বেল, লড়াইটা এতক্ষণে উপভোগ করতে শুরু করেছে। আগ্রহ নিয়ে দেখছে সে ছেলের উন্মত্ততা। পিটকে আগেও লড়তে দেখেছে, জানে অনর্গল ঘুসি হাঁকিয়ে প্রতিপক্ষের নাক-মুখ থেঁতলে দেবে কিছুক্ষণের মধ্যে। বড়জোর মিনিট তিনেক টিকবে জেফ।

তারপরই খেল খতম।

মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছে না জেফ, তাকানোর ফুরসতও নেই, তবে জানে এখনও আছে, কারণ স্টেজ ছাড়েনি ড্রাইভার। সেও দর্শক বনে গেছে। মার্শালের মনের খবর বুঝতে বাকি নেই তার, কিন্তু বুঝতে পারছে এই নাটকের বিজয়ী পক্ষের ইচ্ছে পূরণ করতে হবে, নইলে কপালে খারাবি নেমে আসবে। বিশেষ করে, সেটা যদি টার্বেলদের মর্জির বিপক্ষে যায়।

পিটকে এগিয়ে আসতে দেখে পাশে সরে গেল জেফ, দুটো

ঘুসি গায়ে লাগলেও গ্রাহ্য করল না, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করল। টের পেল আবার ওকে কোচের দেয়ালের সঙ্গে কোণঠাসা করে ফেলেছে ডেপুটি, ঠিক যেন ঘরের কোণায় আটকা পড়েছে। অনুভব করল যেভাবে হোক সুবিধাজনক অবস্থানে যেতে হবে, কারণ এভাবে পাল্টা আক্রমণ করতেও অসুবিধা হচ্ছে। না নড়তে পারছে ঠিকমত, না হাত ঘুরিয়ে ঘুসি হাঁকাতে পারছে।

'দেখো স্যাডলট্রাম্পটার অবস্থা!' উল্লাস মার্শালের কণ্ঠে। 'পালিয়ে যাওয়ার তালে আছে! ব্যাটাকে সরে যেতে দিয়ো না। কোচের সঙ্গে ঠেসে ধরে আচ্ছামত ধোলাই দিয়ে দাও, পিট! '

বিড়বিড় করে কী যেন বলল পিট, বোঝা গেল না। সম্ভবত শপথ করল।

চাপা, তাচ্ছিল্যের হাসিতে উদ্ভাসিত হলো জেফের মুখ, ডেপুটিকে খেপিয়ে তুলতে চাইছে। এক পা এগিয়ে মাঝারি ওজনের জ্যাব বসাল পিটের মুখে, তারপর ডান হাতের ওজনদার ঘুসিতে কাঁপিয়ে দিল তার দেহ। পিছনে হেলে পড়ল পিট, গোড়ালির উপর ভর করে সেকেণ্ড খানেক দাঁড়িয়ে থাকল, শেষে সিধে হলো।

দর্শকদের হর্ষধ্বনি আচমকা থেমে গেল।

আহত দানবের মত মাথা নাড়ল পিটার টার্বেল, কিংবা চিন্তা-ভাবনাগুলো সুস্থির করতে চাইল। এক পা এগিয়ে ভাঁওতা দিতে চাইল সে, কিন্তু জেফ এমন কিছুই অনুমান করেছিল; ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল ডেপুটির সোলার প্লেক্সাসে। আঁক শব্দে পেটের সব বাতাস বের করে দিল সে, যন্ত্রণায় বিকৃত ও হাঁ হয়ে গেছে মুখ। মুহূর্তের জন্য জমে গেছে জায়গায়।

সুযোগটা লুফে নিয়ে এবার পাঞ্চ কষল জেফ, পিটের উঁচু

নাক থেঁতলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ঝরতে শুরু করল। চিৎকার করে দু'হাতে নাক চেপে ধরল ডেপুটি, আর এই সুযোগে তার চিবুক ও গলায় ঝটপট দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল জেফ।

সামলাতে না-পেরে হাত দিয়ে ঠেলে ওকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল পিটার টার্বেল, ঠিক মুষ্টিযোদ্ধাদের মত। কিন্তু পাশে সরে গেল জেফ, ওর পরের ঘুসি ল্যাণ্ড করল চাবুক মারার শব্দে; জায়গায় জমে গেল ডেপুটি, মাতালের মত দুলছে।

'হাত চালাও, পিট! ব্যাটাকে চেপে ধরো...' পরামর্শ এল বাপের কাছ থেকে।

টলতে টলতে পা বাড়াল সে, আগের শক্তি বা মারকুটে ভাব কোনটাই নেই। ভোজবাজির মত আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল যেমন, জোরাল কয়েক মারে সেটা উধাও হয়ে গেছে আবার। মনে জোর বলে অবশিষ্ট নেই কিছু, বুঝতে পারছে জেফ, এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। জেফ নিজে সুযোগ না-দিলে পিটার টার্বেলের পতন অবধারিত।

সময় নষ্ট করল না ও। চট করে ডেপুটির নাগালের মধ্যে চলে গেল, পেটে প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল। সামনে ঝুঁকে পড়ল পিট। গায়ের জোরে আপারকাট ঝাড়ল জেফ, আঘাতের পরিণতিতে টানটান হয়ে গেল প্রতিপক্ষের দেহ।

পিট সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবল, আবার বাম হাতের প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল ডেপুটির পেটে। বাতাসের অভাবে খাবি খেল সে। সামনে ঝুঁকে পড়তে একইভাবে ডান হাতে থুতনিতে ঘুসি বসিয়ে দিল জেফ। এবারের মার অপেক্ষাকৃত কম জোরের হলেও এতেই এসপার-ওসপার হয়ে গেল।

পিটার টার্বেলের মধ্যে প্রতিরোধের সামান্য স্পৃহাও অবশিষ্ট নেই। টলমল পায়ে দর্শকদের দিকে দু'পা এগিয়ে গেল সে, শেষে মুখ থুবড়ে পড়ল ধূলিময় মাটির উপর। দু'বার শরীর

কেঁপে উঠল, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে, কিন্তু একসময় একেবারে নিথর হয়ে গেল।

'সাবধান!'

মেয়েটির আতঙ্কিত ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, জেফের পিছন থেকে এসেছে।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল জেফ, একইসঙ্গে হোলস্টারে ছোবল মেরেছে। কিন্তু শূন্য হোলস্টারে পড়ল ওর হাত। মারপিটের কোন্ ফাঁকে ওটা হোলস্টার থেকে পড়ে গেছে টের পায়নি।

ঘুরে দাঁড়াতে গ্যারি টার্বেলের কুৎসিত, হিংস্র ও নৃশংস মুখটা দেখতে পেল নাকের ডগায়। পলকের জন্য দেখল লোমশ পেশিবহুল একটা হাত নেমে আসছে ওর মাথার উপর, মার্শালের মুঠিতে কদাকার নেভি কোল্ট। গদার মত ব্যবহার করছে।

ঝটকা দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল জেফ, কিন্তু সফল হলো না। চাঁদিতে ভারী কী যেন পড়ল, যন্ত্রণা অনুভব করার আগেই অন্ধকার হয়ে গেল ওর পৃথিবী।

ছয়

নড়ে উঠল জেফ হ্যামিল্টনের সংজ্ঞাহীন দেহ। মৃদু গুঙিয়ে উঠে কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ মেলে তাকাল ও। চারপাশে কালিগোলা অন্ধকার, কিছুই চোখে পড়ছে না। স্থান-কাল সম্পর্কে ধারণা নেই ওর। ধারণা পাওয়ার প্রয়াসে অযথা সময় নষ্ট হবে বলে চেষ্টা করল না। তবে এক ধরনের উদ্বেগ নিকট অতীতের স্মৃতি

ছাপিয়ে উঠেছে–দু'দিন আর এক রাতের টানা রাইডিং এবং কিংডম সিটিতে ঢোকার পর পিটার টার্বেলের সঙ্গে তুমুল মারপিটের ঘটনা ঘন, উষ্ণ কুয়াশার মত আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওকে।

আর আছে ব্যথা। তীব্র, অসহ্য ব্যথা। সর্বাঙ্গে। এমনকী, ওর মনে হচ্ছে, হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গেও শরীরের আদ্যোপান্তে প্রচণ্ড ব্যথার প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ছে। নড়াচড়া করতে গেলে তা বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে। পায়ের নখ থেকে মাথার তালু পর্যন্ত। ব্যথার দরুন সুস্থিরভাবে চিন্তাও করতে পারছে না।

তবে চিন্তা-ভাবনার ঝামেলায় বা বিলাসিতায় গেল না জেফ। এখন ওসব ঝক্কি বাড়াবে শুধু। মারপিট আর মাথায় আঘাতের ধকল সামলে নেওয়া দরকার। যত আগে সুস্থ হওয়া যায়...

কে জানে, জ্বলন্ত উনুন থেকে ফুটন্ত কড়াইয়ে এসে পড়ল কি-না!

আচমকা পিছন থেকে ওর মাথায় আঘাত করেছিল মার্শাল। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই ওকে মওকামত পেয়ে গিয়েছিল সে। গারদে এনে ঢুকিয়েছে? সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবেই বলা যায় কপালে খারাবি আছে ওর।

উঠার চেষ্টা করতে গিয়ে শরীরে তীব্র ব্যথা বোধ করল জেফ, একইসঙ্গে দুর্বলও লাগছে; এতটাই যে উঠতে পারল না, বরং পড়ে গেল।

কখন আবার জ্ঞান হারিয়েছে বা ঘুমিয়ে পড়েছে টের পেল না জেফ। অনেকক্ষণ পর সচেতন হলো। অনুভব করল ব্যথার তীব্রতা কমে গেছে বেশ, ভোঁতা যন্ত্রণার মত রয়ে গেছে এবং যার সিংহভাগ মাথায় অনুভূত হচ্ছে।

উঠার চেষ্টা করল ও। এবার সফল হলো বটে, তবে কাজটা সহজ হলো না। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করল, গুঙিয়ে উঠল

নিজের অজান্তে। উঠে বসতে সক্ষম হয়েছে বটে, কিন্তু তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জুড়ে দিয়েছে শরীরের সমস্ত ব্যথাতুর মাংসপেশি।

ব্যাপারটা চিন্তায় ফেলে দিল জেফকে। ওর মনে পড়ছে না পিটার টার্বেলের হাতে বেদম মার খেয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে এত ব্যথা হতে পারে। সেক্ষেত্রে, ওর বর্তমান চরম দুরবস্থার কারণ একটাই: স্টেজের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর ওকে জেলহাউসে নিয়ে এসেছে দুই ল-ম্যান, তারপর আচ্ছামত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। পাঁজরে চাপ চাপ ব্যথার কারণ—এমনকী বড় নিঃশ্বাস নিতে গেলেও লাগছে খুব—বুটের ডগা দিয়ে ক্রমাগত লাথি মেরেছে ওকে।

তিক্ত হাসল জেফ। এখন লিউ বার্গেসের কথার মর্মার্থ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে—টার্বেলদের সম্পর্কে ওকে সতর্ক করেছিল সে।

ইতোমধ্যে অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে কিছুটা। চারপাশে দৃষ্টি চালাল জেফ, বোঝার চেষ্টা করল কোথায় আছে। জেল হাউসে এক সেলের কটে রয়েছে ও। লম্বা করিডরের এক পাশে কয়েকটা সেলের সারি, লোহার গরাদ দিয়ে আলাদা করা। যতটা চোখে পড়ল অন্য সব সেল ফাঁকা। আর কোন আসামী বা বন্দি নেই।

করিডরের এ-প্রান্তে চলে গেল জেফের দৃষ্টি। অন্ধকার, নীরব হয়ে আছে। সম্ভবত একটা দরজা আছে, জেল হাউস থেকে আলাদা করেছে অফিসকে। বেশিরভাগ ল-অফিসে এমনই ব্যবস্থা থাকে। অফিসটা অন্ধকার।

এখানে কতক্ষণ আছে, অনুমান করার প্রয়াস পেল। সঠিক বলা মুশকিল, তবে একেবারে অল্পও নয়, শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছল। রাস্তায় স্বাভাবিক কোলাহল অনুপস্থিত, পিয়ানোর টুংটাং শব্দ ভেসে আসছে; আর মাঝে মধ্যে উচ্চস্বরে হেসে উঠছে কেউ।

জেলে আটকা পড়ার কারণটা সহসা মনে পড়ল ওর। অসহায় মেয়েটার কী হলো? গ্যারি টার্বেলের সঙ্গে পত্রমিতালী থেকে কনে হওয়ার ইচ্ছেয় এসেছিল, কিন্তু কিংডম সিটিতে ওর আগমন হরিষে বিষাদে রূপ নিয়েছিল। মেয়েটা কি শহর ছেড়ে যেতে সক্ষম হয়েছে?

মনে হয় না। টার্বেলদের ব্যাপারে যতটুকু ধারণা পেয়েছে, তাতে এ-নিয়ে জান বাজি ধরতে রাজি আছে ও।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল জেফ, গুটিগুটি পায়ে হেঁটে লোহার গরাদের কাছে পৌঁছল। প্রাথমিক আড়ষ্টতা-জনিত ব্যথার তীব্র স্রোত কাটিয়ে উঠছে মাংসপেশি, শিথিল হতে শুরু করেছে, তাই কিছুটা হলেও স্বস্তিবোধ করছে।

গরাদের কাছে আসায় মূল অফিসটা চোখে পড়ছে। করিডরে কোন দরজা নেই, কারণ আবছাভাবে অফিসের কাঠামো দেখতে পাচ্ছে জেফ। একটু আগে মনে হয়েছিল করিডরের দরজার পাল্লা ওর দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আসলে তা নয়, কালিগোলা অন্ধকারে ঠিকমত দেখতে পায়নি।

এখানে একা নয় ও। মার্শালের ডেস্কে কে যেন আছে!

চেয়ারে বসে, ডেস্কের উপর দু'হাত বিছিয়ে তার উপর মাথা চাপিয়ে দিব্যি ঘুম দিয়েছে লোকটা। কাঠামো দেখে মনে হচ্ছে পিটার টার্বেল।

যেভাবে হোক জেল থেকে বেরোতে হবে। মেয়েটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং একইসঙ্গে কার্কের খুনিকে খুঁজে পেতে হলেও ওর মুক্ত থাকা দরকার। এর কোন বিকল্প নেই। উপরন্তু, এখানে থাকলে নির্ঘাত অসহায়ভাবে মরতে হবে। আরও দু'একদিন ওর উপর প্রতিহিংসা মিটিয়ে নেওয়ার পর নিশ্চয়ই কোন এক উসিলায় পিঠে একটা গুলি করে লাশটা বাইরে ফেলে রাখবে—শহরবাসীকে ব্যাখ্যা দিলেই হবে পালাতে

গিয়ে মারা পড়েছে জেফ। ব্যস, ল্যাঠা চুকে যাবে। কেউ এ-নিয়ে প্রশ্ন করবে না। টার্বেলদের মুখের উপর কথা বলবে এমন লোক সম্ভবত নেই এখানে।

নিরাপত্তার প্রশ্নটাই বড় ব্যাপার। নিজে বাঁচলে তখন অন্যকে সাহায্য করতে পারবে, কিংবা প্রতিশোধ নিতে পারবে।

কিন্তু কীভাবে বেরোবে? আপসে বেরোনোর উপায় যে নেই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ওর পক্ষ নিয়েও কথা বলবে না কেউ। আইনের বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগ তুলে কয়েকদিন বেদম ধোলাই দেবে ওকে, তারপর মওকামত ঝেড়ে ফেলবে। আদালত বা জজের সামনে উপস্থিত করার ঝামেলায় যাবে না। কারণ সেক্ষেত্রে জামিন দিয়ে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে জেফ, অন্তত কাগজে-কলমে সুযোগ থাকবে।

টার্বেলরা নিশ্চয়ই তা চায় না। জেফকে ওরা গারদে ঢুকিয়েছে স্রেফ লাশ হওয়ার জন্য। বেরোতে পারবে বটে, তবে হয় লাশ হয়ে বেরোবে কিংবা লাশ হওয়ার জন্য বেরোবে।

গ্যারি টার্বেল বা তার ছেলে সম্পর্কে ইতোমধ্যে যথেষ্ট ধারণা পেয়ে গেছে জেফ। সকাল পর্যন্ত যদি এখানে আটকা পড়ে থাকে, আরও একটা রাত দেখার সৌভাগ্য ওর হবে না।

তাই...যেভাবে হোক বেরিয়ে যেতে হবে।

ভাবতে শুরু করল জেফ, কিন্তু মাথায় কিছু খেলছে না। উপায় একটাই: ডেস্কে বসা লোকটিকে কোন ছুঁতোয় কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে, তীক্ষ্ণ চোখে অনড় কাঠামোটা নিরীখ করার সময় ভাবল জেফ, এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যাতে দরজা খোলে সে...

'ডেপুটি!' হাঁক ছাড়ল ও।

নড়ল না পিট।

'ডেপুটি! ডাক্তার লাগবে আমার!' আবার চেঁচাল জেফ, কণ্ঠে

মেকী আতঙ্ক। 'ডান বাহুটা নাড়তে পারছি না, একটা কিছু হয়েছে ওখানে! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন ডাক্তার লাগবে। তার আগে, তুমি একবার দেখো তো—কী হয়েছে!'

সাড়া পাওয়া গেল না। সামান্যও নড়েনি লোকটা।

মরণ-ঘুম দিয়েছে নাকি? বিতৃষ্ণার সঙ্গে ভাবল জেফ। ওর চিৎকার বাইরে থেকেও শোনা যাবে, অথচ ব্যাটা দিব্যি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে!

হাত বাড়িয়ে লোহার গরাদ চেপে ধরল জেফ, তারপর গায়ের জোরে ঝাঁকি দিতে শুরু করল। চরম বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করল গরাদ খোলা! টান পড়তে ভিতরের দিকে খুলে গেল। তালা দেওয়া হয়নি। তা হয় কী করে?

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল জেফ হ্যামিল্টন। ঘটনার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করছে। সুযোগ পেয়ে আচ্ছামত পেটাল, ধরে এনে জেলে পুরল···অথচ গারদে তালা আটকায়নি! বিশ্বাস করতে পারছে না জেফ, বরং সন্দিহান ও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

এরমধ্যে কোন ভজকট না-থেকে পারে না। নিশ্চয়ই ওকে খুন করার ফন্দি এঁটেছে টার্বেলরা। সেলের দরজা খোলা রেখে ওকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে, হয়তো ধারে-কাছে ওঁত পেতে আছে-জেফ বেরিয়ে গেলে একটা গুলিতে সমস্ত ঝামেলা চুকিয়ে দেবে।

কিংবা অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তবে সেটা যাই হোক, অন্তত ওর জন্য যে মঙ্গলজনক হবে না তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে জেফ।

কিন্তু সারা রাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও চলবে না। গারদ খোলা আছে যখন, যত ঝুঁকি বা বিপদের সম্ভাবনা থাকুক, মওকা হাতছাড়া করা যাবে না। বেরিয়ে যেতে হবে। এমন সুযোগ আর আসবে না।

মনটা কু গাইছে সারাক্ষণ। কেবলই মনে হচ্ছে চূড়ান্ত সর্বনাশ করতে যাচ্ছে। প্রতিপক্ষের পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছে। সবকিছু নিখুঁত ভাবে সাজানো, সেই সেট-আপে অংশগ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই ওর। মুক্তির টোপ ফেলে ওর গলায় ফাঁস পরানো হবে!

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল জেফের, প্রত্যয় আর জেদ অনুভব করল মনের গভীরে। যাই ঘটুক, এখান থেকে বেরিয়ে যাবে এবং নিজের লক্ষ্য থেকে একচুল বিচ্যুত হবে না। দেখাই যাক, কী হয়…

সন্তর্পণে গারদের এপাশে, করিডরে পা রাখল জেফ। চোখ সয়ে এসেছে বলে এখন বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তীক্ষ্ণ, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে ডেস্কে একইভাবে ঘুমন্ত ডেপুটির উপর। নিরস্ত্র বলে নিজেকে ন্যাংটো মনে হচ্ছে, তবে ভরসা রেখেছে নিজের নিঃশব্দ চলন আর পরিস্থিতির উপর। এত হাঁকডাকে যখন ঘুম ভাঙেনি ডেপুটির, ওর পদশব্দেও ভাঙবে না আশা করা যায়। কোনরকমে একবার ডেস্ক পর্যন্ত যেতে পারলে…একটা অস্ত্র জোগাড় করা অসম্ভব হবে না। ড্রয়ার বা গান-র‍্যাকে অস্ত্র থাকতে বাধ্য।

তবে লোকটার কুম্ভকর্ণের ঘুম সন্দিগ্ধ করে তুলেছে ওকে। সেলে আসামী রেখে কোন ল-ম্যানের এমন গভীর ঘুম দেওয়া রীতিমত অপরাধ। পিটার হয়তো জেফের উপর গায়ের ঝাল মিটিয়ে আচ্ছামত মদ গিলেছে, এমন কিছু অসম্ভব নয়…

কিন্তু তারপরও, কী যেন একটা খটকা লাগছে, ঠিক ধরতে পারছে না…

দূরে পিস্তলের গুলির শব্দে প্রায় চমকে উঠল জেফ, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন গভীর রাতে গুলির শব্দ কোলাহলময় শহরে অস্বাভাবিক কিছু নয়, বিশেষ করে সেলুনে যেহেতু হৈহল্লা

চলছে। কিন্তু জেফের মনে ভয়ের হিমশীতল প্রবাহ বইছে, অবচেতন মন অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত বিপদের ঘনঘটা জানান দিচ্ছে। কোথাও একটা কিছু ঘটতে শুরু করেছে! অন্তস্তলে টের পাচ্ছে জেফ। কিন্তু কী সেটা?

মিনিট খানেক অপেক্ষা করল ও, কান খাড়া করে ল-অফিসের বাইরের শব্দ শুনল, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু শুনতে পেল না। যতই নিঃশব্দ ও নিরবিচ্ছিন্ন মনে হোক পরিবেশ বা পরিস্থিতি, জেফের আশঙ্কা মোটেই দূর হয়নি; বরং মাথার ভিতর সতর্কঘণ্টী বাজাচ্ছে কেউ—কেবলই ওকে নিবৃত্ত করতে চাইছে!

তবে একইসঙ্গে সচেতন প্রবৃত্তিও জাগ্রত আছে, মুক্তি পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অধীর বোধ করছে। জেফ বুঝতে পারছে সুবর্ণ সুযোগ এটা, কোনক্রমে হারানো যাবে না; সব বাধা টপকে ওকে বেরিয়ে যেতে হবে।

হ্যাঁ, জেফ এখন নাচার। প্রয়োজনে লাশ ফেলে দেবে, কিন্তু এখান থেকে বের হওয়া চাইই চাই! মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে, ওর নিজের বাঁচতে হবে, কার্কের খুনিকে খুঁজে বের করতে হবে...

করিডর পেরিয়ে অফিসে পা রাখল জেফ। সতর্ক, সাবধানী। আধ-পাক চক্কর কেটে ডেস্কের ওপাশে, ডেপুটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। কাছ থেকে দেখে নিশ্চিত হলো—পিটার টার্বেল। শতচ্ছিন্ন শার্ট এবং চওড়া ব্রিমের ধূলিমলিন হ্যাট সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু স্রেফ পাথর বনে গেছে যেন সে, এতটুকু নড়ছে না। অস্বাভাবিক! বড় বেখাপ্পা লাগছে ব্যাপারটা!

সতর্কতার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ডেপুটির কাঁধ স্পর্শ করল জেফ, আলতো নাড়া দিল। ধীর গতিতে এক পাশে ঝুঁকে পড়ল ডেপুটির দেহ, তারপর ভোঁতা ও ভারী শব্দে মেঝের উপর আছড়ে পড়ল।

তাজ্জব ব্যাপার, লোকটা মরে গেছে!

ল-ম্যানের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জেফ, হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেছে ওর। কাঁধ স্পর্শ করার সময় কাপড়ের নীচে দেহ ঠাণ্ডা মনে হয়েছে জেফের হাতে। এবার গলার কাছে ধমনী পরখ করল, চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল—কয়েক ঘণ্টা আগেই পটল তুলেছে পিটার টার্বেল!

এবার মৃত্যুর কারণটা দেখতে পেল জেফ। লম্বা তীক্ষ্ণধার ছুরি পিঠে আমূল ঢুকে গেছে। রক্ত বেরিয়েছিল, তবে এখন আর ক্ষরণ হচ্ছে না; বরং শার্টে লেগে যাওয়া রক্ত জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেছে মলাট কাগজের মত।

ছুরিটা যেভাবে চালানো হয়েছে, দেখে বোঝা যায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে পিটার, সম্ভবত টুঁ শব্দও করতে পারেনি; কারণ তেরছাভাবে ঢুকে হৃৎপিণ্ড ফুটো করে ফেলেছে। পেশাদার লোকের কাজ, জানত কীভাবে কিংবা ঠিক কোন্ দিকে ছুরির ফলা চালাতে হবে...

'চলো, দেখি, বন্দিকে নিয়ে কী করছে পিট!' বাইরে থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'এতক্ষণে নিশ্চয়ই লোকটার হাড়-মাংস আস্ত রাখেনি কিছু!'

ল-অফিসের লাগোয়া রাস্তা থেকে এসেছে কণ্ঠস্বরটা। চমকে গেলেও দ্রুত সক্রিয় হলো জেফ, বিপদ ওর কাছে নতুন কিছু নয় বলেই বোধহয়। মুহূর্তের ব্যবধানে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিল, ল-অফিসে ঢুকে বন্দি জেফকে মুক্ত আর পিঠে ছোরা নিয়ে পিটার টার্বেলকে মেঝেয় মরে পড়ে থাকতে দেখে যে-কেউ সহজ হিসাব করবে—স্রেফ দু'য়ে দু'য়ে চার মেলাবে। কী ঘটেছে অনুমান করতে অতি বুদ্ধিমান হওয়া লাগবে না।

লম্বা দুই কদমে কামরার এপাশে চলে এল জেফ, বন্ধ দরজার কাছে পৌঁছে দ্রুত খিড়কি নামিয়ে দিল। জানালার শার্সি

উপরে তোলা আছে বটে, তবে ও-নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, কারণ ভিতরটা অন্ধকার। জানালায় দাঁড়িয়ে টানা তাকিয়ে না-থাকলে কেউ ভিতরে কিছু দেখতে পাবে না; তা ছাড়া, ঘোলা কাচ তো আছেই। জেফের ধারণা কাচের ওপাশ থেকে কিছুই চোখে পড়বে না।

দরজার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ও। পদশব্দ শুনে বুঝল জেল-হাউসের সামনে সঙ্কীর্ণ গ্যালারি হয়ে পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে দু'জন লোক। দরজার নব ধরে মোচড়ামুচড়ি করল কিছুক্ষণ, ত্যক্ত হয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল একজন। শেষে, গায়ের জোরে চাপড় মারতে থাকল কাঠের পাল্লায়। তাতেও যখন ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল না, রণে ভঙ্গ দিল।

'পিট টার্বেল বোধহয় অফিস বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছে,' শেষে মন্তব্যের সুরে বলল একজন।

'হ্যাঁ, যেতেই পারে,' বলল অন্যজন। 'যা মার খেয়েছে আজ, তাও এক ঘণ্টার মধ্যে দু'বার এবং একই লোকের কাছে। নরম বিছানায় শুয়েও আজ গা ব্যথা যাবে না ওর!'

'পিটের নতুন মাকে দেখতে গিয়েছিলাম,' উৎফুল্ল স্বরে বলল প্রথম লোকটা। 'মেয়েটাকে যদি দেখতে! গ্যারির ভাগ্যকে হিংসা হচ্ছে আমার! বানরের গলায় মুক্তোর মালার মত অবস্থা। হায় রে, দেশে পুরুষমানুষের কি এতই অভাব ছিল? বয়স না হয় মানা যায়, কিন্তু ওর স্বভাব? টিকতে পারবে না ওই মেয়ে। মাস খানেক না যেতেই পালিয়ে বাঁচবে!'

'গ্যারি ওকে যেতে দিলে তো!'

'যদি জানত কার হাতে পড়বে, তা হলে নিশ্চয়ই এ দুঃসাহস করত না ওই মেয়ে। বেচারী! কিছু না বুঝে কয়োটের কোলে এসে পড়েছে!'

'সকালের আগে তো বিয়ে হচ্ছে না? যাবে নাকি অনুষ্ঠানে? অমন বিদঘুটে বিয়ে বাপু জীবনে একটাও দেখিনি, কিন্তু আমার তাতে মাথা ব্যথা নেই। এই ফুরসতে গ্যারির কাছ থেকে একটা ভোজ পাওয়া যাবে, এটাই হচ্ছে লোভনীয় ব্যাপার।'

'আমি দেদার হুইস্কি গিলব, বহুদিন হলো ইচ্ছেমত খাওয়ার সুযোগ পাই না।'

'সে দেখা যাবে কাল। কিন্তু তার আগে, চলো ভায়া, বার্নির ওখানে যাই। আরেক পেগ না হলে চলছে না আমার...'

টলমল পায়ের শব্দ দূরে চলে গেল, একসময় মিলিয়ে গেল।

দুই অর্ধ-মাতাল চলে যেতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল জেফের। নিঃশব্দে জানালার কাছে চলে এল ও, বাইরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল। হেলে-দুলে ইয়েলো জ্যাকেট সেলুনের দিকে চলে যাচ্ছে দুটো গাঢ় কাঠামো।

লোক দুটো ওকে ভড়কে দিলেও একইসঙ্গে কয়েকটা প্রশ্নের জবাবও দিয়ে গেছে। মেয়েটার ভাগ্য জানা গেছে। কিংডম সিটি থেকে চলে যেতে পারেনি। হবু কনেকে নিজের জিম্মায় রেখেছে গ্যারি টার্বেল, এবং এত বড় শহরে শত শত লোকের মধ্যে কেউ তাকে বাধা দেয়নি বা চরম এই অন্যায়ের প্রতিবাদও করার সাহস করেনি। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাল বুড়ো মার্শালকে বিয়ে করতে হবে।

এখন নিশ্চয়ই টার্বেলদের বাড়িতে আছে মেয়েটা।

সেটা যেখানেই হোক, খুঁজে বের করে মেয়েটাকে মুক্ত করতে হবে। তার আগে অবশ্য ওর নিজেরই নিরাপদে ল-অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বিপদ কাটেনি, অফিসের ভিতরে ওকে কেউ আবিষ্কার করলে কপালে খারাবি আছে। খবর পেলে পুরো শহর হামলে পড়বে ল-অফিসে। ভাগ্যিস, মাতাল ছিল এরা, নইলে ঠিক সন্দেহ করে বসত।

তবে জেফ জানে ডেপুটির খুনের দায় আগে-পরে ওর ঘাড়ে এসে পড়বেই, অবচেতন মন তাই বলছে। কেউ বিশ্বাস করবে না সেলের দরজা খোলা ছিল আর বেরিয়ে এসে পিটার টার্বেলকে মৃত দেখতে পেয়েছে জেফ। বিশ্বাস করার কথাও নয়।

পরিস্থিতি গুরুতর। ভাল ফ্যাসাদে পড়ে গেল!

জেফের সন্দেহ ব্যাপারটা দৈবাৎ নয়। এমন নয় যে কেউ ভিন্ন কারণে বা শত্রুতাবশত খুন করে গেছে পিটকে, বরং ওর দৃঢ় বিশ্বাস পুরো ঘটনাই সাজানো নাটক—ধুরন্ধর কোন লোকের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল এবং সার্থক মঞ্চায়ন। পিটার টার্বেলকে খুন করার পর সেলের দরজা খোলা রেখে গেছে সে, চেয়েছে দায়টা জেফের ঘাড়ে পড়ুক। জেফ যে সেলের দরজা খোলা পেলে বর্তে যাবে, অনায়াসে আঁচ করতে পেরেছে লোকটা। সাধারণ খুনের ঘটনা হলে সেলের দরজা খুলে যেত না।

বলিহারি বুদ্ধি! তিক্ত হাসার সময় লোকটার চাতুর্যের তারিফ করল জেফ। ঘোঁট পাকানো একেই বলে! এক চালে বাজিমাত হয়ে যাওয়ার অবস্থা। নিজেকে তার কিছুই করতে হবে না, স্রেফ খবরটা চাউর হয়ে গেলে আইন বা সাধারণ লোকজনই জেফের টিকিটি ধরার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়বে। পালিয়ে যাক কিংবা এখানে থাকুক, খুনির সার্টিফিকেট জুটে যাবে ওর ভাগ্যে। কিংডম সিটিতে জেফ হ্যামিল্টনের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে ঘাঘু লোকটা।

এবার কিছু চিন্তা-ভাবনা করা যাক। পিটারের খুনি কে? কে তাকে খুন করতে চাইবে? উত্তর খুব সহজ। কিংডম সিটির প্রতিটি লোক চাইতে পারে। মুখ বুজে সহ্য করলেও, দৃশ্যত এখানকার নিরীহ লোকেরা টার্বেলদের ঘৃণা করে। কেউ প্রতিবাদ করে না বা বাধা দেয় না স্রেফ প্রাণের ভয়ে। টার্বেলদের সামনে

সবাই নিতান্ত বাধ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু আদপে তা নয়।

এখানে না-থাকাই সবদিক থেকে নিরাপদ হবে ওর জন্য। জেফের কোন ব্যাখ্যাই মেনে নেবে না গ্যারি টার্বেল, শহরবাসীও তাল মেলাবে, কারণ এ ছাড়া উপায় নেই তাদের। ঘটনাপ্রবাহও জেফের বিরুদ্ধে যায়। পিটার টার্বেলের সঙ্গে জেফের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা মারপিট সম্পর্কেও সবাই ওয়াকিবহাল, এও জানে জেফের মতে পিটই ওর ভাইয়ের খুনি।

আদপে কার্কের খুনি কে? প্রশ্নটা বিরাট জিজ্ঞাসা হয়ে দেখা দিয়েছে জেফের মনে। পিটার খুন হয়ে যাওয়ায় ধন্দে পড়ে গেছে, একইসঙ্গে হতাশাও বোধ করছে। ক্ষীণ সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা ওর মনে বরাবরই ছিল, বিশেষ করে মার্শালের কাছে পিটারের টুকসন থেকে আগমনের কথা শোনার পর, কিন্তু নিঃসন্দেহ হওয়ার উপায় পায়নি। বিশেষ করে পিটের সঙ্গে মারপিটে জড়িয়ে পড়ায় পুরো পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে চলে গেছে। পিটার প্রথম থেকে অস্বীকার করে গেছে, এমনকী চরম উস্কানি এবং কাপুরুষ প্রমাণিত হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও ড্র করেনি জেফের বিরুদ্ধে।

পিট খুনি হয়ে থাকলে সেটা প্রমাণ করার সুযোগ বোধহয় চিরতরে হারিয়ে গেল। কিন্তু অন্য কেউ যদি কার্কের খুনি হয়ে থাকে, এমন কেউ যাকে সন্দেহ করছে না জেফ, অথচ আড়াল থেকে ওর কাজ-কারবার দেখে মুখ টিপে হাসছে লোকটা, তাকে ট্রেস করবে কীভাবে? সে-ই পিটকে খুন করে ওর উপর দোষ চাপাতে চায় না তো? জেফকে এভাবে নিজের পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারলে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে পারবে সে, এমনকী ক্ষীণ সন্দেহও জন্মাবে না, কারণ লোকটির দেখা এখনও পায়নি জেফ।

ভাবনা বাদ দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করল ও। সকাল

পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করা আত্মহত্যার শামিল হবে, আর পালিয়ে গেলে ওর অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। উভয় সঙ্কট! তবে শেষেরটাই কম ক্ষতিকর বলে মনে হচ্ছে। মুক্ত থাকলে, দেখে-শুনে চলতে পারলে হয়তো ফাঁকি দিতে পারবে মার্শালকে, ধরা পড়বে না এবং একইসঙ্গে কার্কের খুনির খোঁজও চালাতে পারবে, যদি পিটার টার্বেল ছাড়া অন্য কেউ খুনি হয়ে থাকে।

হয়তো মেয়েটাকেও সাহায্য করা সম্ভব হবে।

চিন্তাটা মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না। গ্যারি টার্বেলকে দেখে মেয়েটির সন্ত্রস্ত চাহনি, আতঙ্কিত মুখ, হতাশা বা অসহায়ত্ব, কোনটাই ভুলতে পারছে না—কেবলই চোখে ভাসছে। মহা বিপদে পড়েছে বেচারী, একা এবং অসহায়। শহরের কেউ আগ বাড়িয়ে যে সাহায্য করবে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। কিংডম সিটিতে টার্বেলদের ব্যাপারে রা করে না কেউ, সবকিছু নীরবে হজম করে নেয়। এটাই কঠোর বাস্তবতা।

তবে জেফের ব্যাপারটা আলাদা। হারানোর কিছু নেই ওর। ভয়ও পায় না টার্বেলদের। পিটার মারা গেলেও মার্শাল এবং তার আরেক ছেলে আছে। জেফকে ধরার জন্য মরিয়া হয়ে পড়বে তারা, ওর রক্তে প্রতিশোধের তৃষ্ণা মেটাতে মরিয়া হয়ে পড়বে।

সবচেয়ে বড় কথা, এত বড় ঘটনার পর জেফকে পার পেতে দেবে না। কিংডম সিটিতে টার্বেলদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে এর বিহিত করা মার্শালের জন্য জরুরি হয়ে পড়বে। ভয়, সাহস বা দৃঢ়তা—এগুলো খুব দ্রুত মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। টার্বেলরা এখন জেফ হ্যামিল্টনকে সামলাতে ব্যর্থ হলে সাহস পেয়ে যাবে কিংডম সিটির লোকজন, সঙ্গে সঙ্গে না হলেও নিকট ভবিষ্যতে মার্শাল বা তার ছেলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে কেউ না কেউ।

কিছু সময় লাগলেও এটাই ঘটবে শেষপর্যন্ত।

তাই বিরোধিতার মূল অঙ্কুরেই বিনাশ করতে নেমে পড়বে গ্যারি টার্বেল। নিজের কর্তৃত্বের চাবিকাঠি কী—জানে বলে জেফকে জীবিত থাকতে দেবে না সে, বরং ওকে এমনভাবে সামাল দেবে যাতে সেটা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে বহাল হয়।

ডেস্কের কাছে চলে এল জেফ, ওর পিস্তলের খোঁজে ড্রয়ার হাতড়াল। আরও কয়েকটার সঙ্গে নীচের দিকে এক ড্রয়ারে খুঁজে পেল ওটা। চেম্বার খুলে পরখ করল—যেমন ছিল—পুরো লোডেড। কোথাও কারিগরি ফলানো হয়নি। সন্তুষ্ট মনে কোমরে গানবেল্ট জড়াল ও, হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল পিস্তলটা।

জানালা দিয়ে রাস্তার উপর আরেকবার চকিত দৃষ্টি চালিয়ে দরজার কাছে চলে এল। খিড়কি তুলে দরজার কবাট সামান্য ফাঁক করল, কান পাতল অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পাওয়ার আশায়। ইয়েলো জ্যাকেট আর গুটি কয়েক সেলুন ছাড়া পুরো শহর নীরব হয়ে আছে।

ছোট্ট পোর্চে পা রাখল জেফ।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রালোকিত রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল একটা পিস্তলের শব্দে, কমলা আগুনের ঝলক দেখা গেল ওপাশের গলির মুখে।

সাত

গানপাউডারের ঝলক দেখার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের কাছে দরজার কবাটে ভোঁতা শব্দে একটা কিছু বিদ্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনতে পেল জেফ হ্যামিল্টন। বড়জোর দুই ইঞ্চি দূর দিয়ে গেছে বুলেট।

বিপদ জেফের কাছে নতুন কিছু নয়। এমন পরিস্থিতিতে বেশ কয়েকবার পড়েছে, তাই জানে কী করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিল ও, মাটিতে পড়ার পর শরীর গড়িয়ে দিল। শক্ত পোর্চের সঙ্গে দেহের সংঘর্ষে বিক্ষত শরীরে তীব্র যন্ত্রণার ঢেউ বয়ে গেল, দাঁতে দাঁত চেপে সব হজম করে নিল জেফ। ভয়াবহ বিপদ উপস্থিত হয়েছে। অল্পের জন্য অ্যাম্বুশ থেকে রক্ষা পেয়েছে। ফের যদি গুলি করতে পারে অদৃশ্য ঘাতক, এবার হয়তো ওর কপাল এত ভাল নাও হতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি ধেয়ে এল। অন্ধ আক্রোশে পোর্চের বোর্ডে বিদ্ধ হলো তপ্ত সীসা, কাঠের চল্টা আর ধুলোর চুটকি ছুটে এসে পড়ল জেফের মুখে। শরীর গড়িয়ে দিয়েছিল বলে রক্ষা!

থামল না জেফ, গড়িয়ে চলল, অ্যাম্বুশার যাতে অনড় টার্গেট হিসাবে ওকে পেতে না-পারে। জেল হাউসের কোণের ঘন অন্ধকার ওর জন্য নিরাপদ জায়গা হতে পারে, তবে আগে ওখানে পৌঁছতে হবে। ইতোমধ্যে ড্র করেছে–ডাইভ দেওয়ার

সময় হোলস্টার থেকে তুলে নিয়েছে পিস্তল—কিন্তু গুলি করার মওকা নেই। কাকে গুলি করবে, দেখতে পেলে তো!

গড়িয়ে সরে যেতে থাকল জেফ।

তৃতীয় গুলিটা ওর কাছ থেকে অন্তত ছয় ফুট দূরে বিঁধল। জেফ বুঝল অ্যাম্বুশারের দৃষ্টির আড়ালে পৌঁছতে পেরেছে, নইলে এত দূরে লক্ষ্যস্থির করত না লোকটা।

স্বস্তির লম্বা দম নিল জেফ। আপাতত।

দালানের কোণে পৌঁছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে মিশিয়ে ফেলল দেহ। এবার উঠে দাঁড়িয়েই ছুটল। জেল হাউসের কোণ ঘুরে ঠিক উল্টোদিকে পৌঁছে গেল মিনিট খানেক পর, হাতে উদ্যত পিস্তল। ল-অফিসের প্রশস্ততার অর্ধেকটা পেরিয়ে থামল, তারপর ধীর গতিতে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে এগিয়ে গেল গলির মুখে। খোলা, চন্দ্রালোকিত রাস্তার এক অংশ চোখে পড়ছে।

ল-অফিসের উল্টোদিকে, মুখোমুখি গড়ে ওঠা তিন-চারটা দালানের উপর চকিত দৃষ্টি চালাল জেফ। ওদিক থেকে এসেছে সব বুলেট। কোথাও ঘাপটি মেরে আছে অদৃশ্য ঘাতক। হয় গলি, কিংবা দালানের ভিতরে অবস্থান নিয়েছে। গাঢ় অন্ধকার বলে কিছু চোখে পড়ছে না।

বাম দিকে ইয়েলো জ্যাকেটের পোর্চে বেরিয়ে এসেছে প্রায় আধ-ডজন লোক, দেখতে চায় কী ঘটেছে বা ঘটছে। গুলির শব্দে আকৃষ্ট হয়েছে। সেলুনের বাজনাও থেমে গেছে, খেয়াল করল জেফ।

প্রতিটি দালানের গাঢ় কাঠামো খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করল ও, চোখ কুঁচকে তাকাল—সামান্য নড়াচড়াও যাতে দৃষ্টিগোচর হয়; কান খাড়া রাখল যাতে ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পায়, আর তাতে আততায়ীর সম্ভাব্য অবস্থান ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু চাপ চাপ ছায়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। সম্ভবত অন্ধকারাচ্ছন্ন

সঙ্কীর্ণ এক গলিতে আছে লোকটা। কিংবা ছিল। এতক্ষণে কেটে পড়েনি তা কে বলবে?

যুক্তির খাতিরে বলা যায় বাড়ির ভিতরেও থাকতে পারে সে, তবে যথেষ্ট সন্দেহ আছে জেফের।

মিনিট কয়েক বার্গেসের সেলুনের পোর্চে দাঁড়িয়ে থাকল অতি উৎসাহী দর্শকরা, দেখেছে গোলাগুলিতে কেউ হতাহত হয়নি। আর কোন গুলি হলো না দেখে শেষ পর্যন্ত ভিতরে চলে গেল সবাই। পিয়ানো বাজতে শুরু করল আবার। খুবই জনপ্রিয় একটা গান বাজছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হেঁড়ে গলায় তাল মেলাল তৃষ্ণার্ত হুইস্কিখেকোরা—

বাফেলো গার্ল
ওন্ট ইউ কাম আউট টুনাইট?
কাম আউট টুনাইট...

কোথাও একটা দরজা খোলার জোরাল শব্দ হলো।

জেল হাউসের দেয়ালের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল জেফ, নিচু হয়ে মাটিতে হাতড়ে বেড়াল। প্রমাণ সাইজের একটা পাথর খুঁজে পেয়ে আগের জায়গায়, জেল হাউসের সামনের কোণে ফিরে এল। জুত মত বসার পর চারপাশে আরেকবার অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল, তারপর রাস্তার উল্টোদিকে গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা গ্রিজউডের ঝোপের উদ্দেশে পাথরটা ছুঁড়ে দিল।

নিখুঁত নিশানায় ঝোপে গিয়ে পড়ল পাথরটা।

প্রতিক্রিয়াটা হলো তৎক্ষণাৎ।

পিস্তল থেকে কমলা আগুন ওগরাতে দেখতে পেল জেফ, প্রায় একই মুহূর্তে গর্জনও কানে এল। উল্টোদিকের সঙ্কীর্ণ গলি থেকে এসেছে। তৈরি ছিল জেফ, প্রত্যুত্তর দিতে দেরি হলো না। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পরপর দু'বার ট্রিগার টানল। তারপর এক

মুহূর্ত দেরি না-করে মাথা নিচু করেই ভোঁ দৌড় দিল, রাস্তায় পা রেখেই খোলা পথ ধরে ছুটল।

গলিতে দুদ্দাড় শব্দ হলো, রাস্তার উপর পড়ে থাকা আবর্জনা এদিক-ওদিক ছুটে গেল বুটের সঙ্গে সংঘর্ষে। আর কোন বুলেট ছুটে এল না, তবে ঝুঁকি নিতে নারাজ জেফ, এক পাশে সরে গিয়ে কোণাকুণিভাবে গলিতে পৌঁছতে চায়, দালানের কোণকে প্রতিরক্ষার দেয়াল হিসাবে আততায়ী আর নিজের মধ্যে রেখেছে।

গলির মুখে পৌঁছে গেল জেফ, থমকে দাঁড়াল। ছুটে আসায় সামান্য হাঁপাচ্ছে। দেয়ালের সঙ্গে দেহ মিশিয়ে দিয়ে কান পাতল; কিন্তু কিছু শুনতে পেল না। হয় আততায়ী ঘাপটি মেরে পড়ে আছে—আশা করছে জেফ অতি উৎসাহী হয়ে দেখা দেবে, নয়তো গলির অন্য প্রান্তে সরে গেছে।

গুলির শব্দে আবার বেরিয়ে এসেছে লোকজন, সংখ্যা আগের চেয়ে বেশি। ইয়েলো জ্যাকেটের কাছে ভিড় করেছে। "বাফেলো গার্ল" গান থেমে যাওয়ায় নীরবতা জাঁকিয়ে বসেছে শহরে। জেফ খেয়াল করেছে উৎসাহী দর্শকদের মধ্যে সবাই হুইস্কিখেকো কিংবা ব্যবসায়ী, সাধারণ শহরবাসী কেউ নেই, বিছানা ছেড়ে উঠে আসার বিলাসিতা দেখায়নি কেউ। গ্যারি টার্বেল তার নাগরিকদের বোধহয় এভাবেই ঝামেলার সময় দূরে থাকার অভ্যাস রপ্ত করতে বাধ্য করেছে।

সহসা একটা ঘোড়ার খুরের হালকা শব্দ কানে এল। সামনের দালানের ওপাশ থেকে এসেছে শব্দটা—প্রথমে স্পষ্ট শোনা গেলেও পরে ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হয়ে এল। শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেউ, তুমুল গতিতে ঘোড়া ছুটিয়েছে।

এর সম্ভাব্য তাৎপর্য: আপাতত হাল ছেড়ে দিয়ে ভেগে গেছে আততায়ী।

তবে গা ছেড়ে দিল না জেফ, বরং হামাগুড়ি দিয়ে গলিতে ঢুকল। ফকফকা জ্যোৎস্নার আলোয় ভাসছে প্রকৃতি, রূপালি পটভূমির বিপরীতে নানা কাঠামোগুলো গাঢ় ও জমকাল দেখাচ্ছে। পড়ে থাকা বিভিন্ন আবর্জনা বাদ দিলে, পুরো গলি ফাঁকা।

গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবল জেফ, মনে মনে একটু আগের ঘটনা বিশ্লেষণ করছে। গলি থেকে বেরোলে বা মূল রাস্তায় ফিরে গেলে সেলুনের সামনের লোকজন ওকে দেখতে পাবে, সেটা বিপজ্জনক হবে নির্ঘাত। পিটার টার্বেলের লাশ যত দেরিতে আবিষ্কৃত হয়, ততই ভাল হবে ওর জন্য; বিশেষ করে সেলের ভিতর ওকে না-দেখে যে-কেউ দু'য়ে দু'য়ে চার মিলিয়ে নেবে। এ সুযোগে পরিকল্পনামাফিক বেশ কয়েকটা কাজ সেরে ফেলার জন্য বাড়তি কিছু সময় পাবে ও।

অ্যাম্বুশের ঘটনা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। কে এর হোতা? গ্যারি টার্বেল নয় বোধহয়, কিংবা তার অন্য ছেলেও নয়। ওদের পক্ষে পিটকে খুন করার প্রশ্নই আসে না। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করে কেউ কেউ, কিন্তু এ-ব্যাপারটা আলাদা। জেফের যথেষ্ট সন্দেহ আছে নিজের ছেলেকে খুন করে জেফকে বিপদে ফেলতে চেয়েছে মার্শাল। পিটারের ভাই লুকাসের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা প্রযোজ্য।

গ্যারি টার্বেল বরং মুখোমুখি লড়তে অভ্যস্ত। এমন আত্মঘাতী কাজ বোধহয় লুকাসও করবে না। যদিও তার সম্পর্কে জানা নেই জেফের। কিন্তু ভাই ভাইকে বা বাপ ছেলেকে খুন করবে, তাও স্রেফ শত্রুকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার জন্য—এটা স্রেফ হাস্যকর ব্যাপার। চরম অবাস্তবও।

তা ছাড়া, লুকাস টার্বেল শহরেও নেই। গত কয়েক ঘণ্টায় কিংডম সিটিতে ঘটে যাওয়া ঘটনা তার জানার কথা নয়।

অন্য কারও কাজ এটা, যে জানত বা জেনেছে জেল থেকে বেরিয়ে যাবে জেফ বা যেতে সক্ষম হবে।

চিন্তাটা বেকুব বানিয়ে দিল জেফকে। আশ্চর্য! কেউ একজন জানত বা অনুমান করে নিয়েছে সামনের দরজা দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসবে জেফ, অপেক্ষায় ছিল সে—ওকে অ্যাম্বুশও করেছে! একই লোক নিশ্চয়ই ল-অফিসে ঢুকে সেলের দরজা খুলে দিয়েছে এবং তারও আগে পিটার টার্বেলকে খুন করেছে!

ঘটনা বোধহয় এভাবেই ঘটেছে, কারণ অন্যভাবে খাপে খাপ মেলানো যায় না। নিখুঁত সেট-আপ। নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা! খুবই সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। জেল থেকে পালানো আর একটা খুনের দায়ে জেফকে ফাঁসিয়ে দিতে চেয়েছে অজ্ঞাত কেউ একজন। পিটের আসল খুনি, জেফের ঘাড়ে সব দায় চাপিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করার পর, নিজে নায়ক বনে যাওয়ার পাঁয়তারাও করেছে জেফকে অ্যাম্বুশ করে। ধুরন্ধর লোক! লোকটা উল্টোদিকের গলি থেকে প্রথম গুলি করার সময় আরেকটু সতর্ক থাকলে হয়তো সফলও হয়ে যেত, স্রেফ তাড়াহুড়োর কারণে কাজ শেষ করতে পারেনি।

কেউ একজন জেফের লাশ দেখতে অধীর হয়ে পড়েছে। এতটাই যে সেজন্য পাকা বন্দোবস্ত রাখার পরও নিজ হাতে ওর মৃত্যু নিশ্চিত করতে চেয়েছে। লোকটা কে? কেন জেফকে খুন করতে চায়?

উত্তরটা মোটামুটি জানা। কার্কের খুনির কাজ। উঁহুঁ, আর কেউ নয়। জেফের জানামতে কিংডম সিটিতে ওর আর কোন শত্রু নেই, তবে গ্যারি টার্বেলের কথা আলাদা। কিন্তু ছেলেকে খুন করে ওকে ফাঁসাতে যাবে না মার্শাল। সেক্ষেত্রে, তাকে সন্দেহের বাইরে রাখা যায়।

আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন: পিটার

টার্বেলের ব্যাপারে ভুল করেছে ও। সে কার্কের খুনি নয়, নইলে তাকে মরতে হত না।

কিছুটা হলেও অস্বস্তি বোধ করল জেফ। বেকুব হতে কারই-বা ভাল লাগে? তবে ভুল ভুলই। এখন আর শোধরানো যাবে না। কিংবা পিটার টার্বেলের কাছে দুঃখ প্রকাশ করার বা ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগও নেই।

গলির মুখের কাছে দাঁড়িয়ে ইয়েলো জ্যাকেটের দিকে সতর্ক দৃষ্টি চালাল জেফ। রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেছে আবার। মূল রাস্তার পুরোটাই জনশূন্য।

পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করার প্রয়াস পেল জেফ। কার্কের খুনির ব্যাপারে আপাতত কিছু করার নেই। শহর ছেড়ে চলে গেছে সে, সহসা ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসার অপেক্ষায় থাকবে লোকটা, যে কূটচাল দিয়েছে তার ফলাফল দেখার আশায় থাকবে—পিটার টার্বেলের লাশ আবিষ্কৃত হওয়ার পর জেফের নামে হুলিয়া ঘোষণা করবে মার্শাল, এবং হয়তো গ্রেফতার করতেও সক্ষম হবে। নিজে চেহারা না-দেখিয়ে দিব্যি সফলকাম হবে–জেফের পক্ষ থেকে আর কোন বিপদ হবে না তার।

লোকটাকে অনুসরণ করে লাভ হবে না। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকার মত হাজারটা জায়গা পাবে সে।

লুকিয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, ভাবছে জেফ, কিছু সময় যাক। এই ফাঁকে গ্যারি টার্বেলের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে হবে এবং একইসঙ্গে শহরের উপর নজর রাখতে হবে। জানতে হবে খোঁজখবর বা পরিস্থিতি কোন্ দিকে গড়ায়। আগে-পরে যখনই হোক খুনি ভুল করবে, কোন না কোন সূত্র ফেলে যাবে এবং তখন, সেটা ধরে এগোতে পারবে জেফ।

জরুরি একটা কাজ রয়ে গেছে হাতে। গ্যারি টার্বেলের জিম্মা

থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে হবে। কীভাবে কাজটা সম্ভব জানে না জেফ, বুঝতেও পারছে না, তবে একটা উপায় ঠিকই বের করতে হবে, এবং সফলও হতে হবে। নইলে চরম সর্বনাশ ঘটে যাবে অসহায় মেয়েটার।

মেয়েটাকে যদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়, কিংডম সিটি থেকে অন্য কোথাও বা নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত মনে কার্কের খুনির ব্যাপারে মাথা ঘামাতে পারবে।

গলি থেকে বেরিয়ে এল জেফ। শূন্য রাস্তায় কেউ নেই। ভূতুড়ে শহর যেন, রূপালি আলোয় গাঢ় দেখাচ্ছে দালানের ছায়া। ফুটপাত ধরে এগোল ও। বার্টসনের লিভারি স্টেবলে পৌঁছে দেখল দরজা বন্ধ।

কবাটে লাথি হাঁকাল ও। বেশ কয়েকবারের পর ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে ভিতর থেকে সাড়া দিল হসল্যার। দরজা খুলল। হাতের লণ্ঠন উঁচিয়ে ধরে তীক্ষ্ণ চোখে দেখল জেফকে।

'এই মাঝরাতে ঘোড়া দরকার তোমার?' লোকটার কণ্ঠে বিরক্তি চাপা থাকল না।

তাকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল জেফ। 'ঠিকই ধরেছ,' বলল ও। 'আমার ঘোড়াটা বোধহয় ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ওকে নেওয়া যাবে না। অন্য একটা ঘোড়া দাও।'

'ঘোড়া ভাড়া চাইছ?'

'হ্যাঁ।'

'লাভ হবে না। মালিকের নিষেধ আছে। মি. বার্টসন সাফ বলে দিয়েছে গভীর রাতে কাউকে ঘোড়া ভাড়া দেওয়া যাবে না, যদি না...'

'সমস্যাটা কোথায়?' রুক্ষ স্বরে বাধা দিল জেফ, অধৈর্য বোধ করছে। 'জিম্মা হিসাবে আমার ঘোড়াটা তো এখানেই থাকছে। সেরা জাতের ঘোড়া ওটা, বেচতে গেলে দু-তিনশো

পেয়ে যাবে নির্ঘাত। ওটাকে ফেলে তোমার ঘোড়া নিয়ে কেটে পড়ব না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' দ্রুত রাজি হয়ে গেল হসল্যার, ঘুম চলে গেছে হঠাৎ। 'পিছনের করালে আছে সবক'টা ঘোড়া। পছন্দ মত একটাকে নিয়ে এসো, আমি স্যাডল পরিয়ে দিচ্ছি।'

'যাও, শুয়ে পড়ো গে,' বাতিলের ভঙ্গিতে বাতাসে হাত নাড়ল জেফ। 'শান্তি মত ঘুমাও। আমি নিজেই স্যাডল পরিয়ে নেব। আমার গিয়ার কোথায় রেখেছ?'

'সামনের স্টলে, মিস্টার। আচ্ছা, সত্যি চাও না আমি স্যাডল পরিয়ে দিই?'

'হ্যাঁ।' গিয়ার ও মালপত্র আনতে ঘুরে দাঁড়াল ও, কয়েক পা এগিয়েও ফিরে দাঁড়াল। 'আচ্ছা, মার্শাল টার্বেলের বাড়ি কোথায়? কীভাবে যেতে হবে ওখানে?'

হাই তুলল হসল্যার। 'পুব দিকের রাস্তা ধরে তিন-চার মাইল যেতে হবে। সাদা রঙের পুরানো দোতলা বাড়ি। আশপাশে আর কোন বাড়ি নেই, সুতরাং ভুল হবে না তোমার।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ঘাড়ের উপর স্যাডল-ব্রিডল ও স্যাডলব্যাগ চাপাল জেফ। 'সকালে তোমার ঘোড়া পেয়ে যাবে।'

'এখনই টার্বেলদের বাড়ি যাবে?'

ক্ষীণ হাসল জেফ হ্যামিল্টন। 'হ্যাঁ। বরের জন্য ছোট্ট একটা সারপ্রাইজ আছে আমার কাছে।'

আট

টার্বেলদের সার্কেল-টি র‍্যাঞ্চ খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না।

র‍্যাঞ্চটা বেশ বড়। চারপাশে ছোট ছোট বাড়ি বা কাঠামোর মাঝে বিশাল র‍্যাঞ্চ হাউস। সব কাঠামোর রুগ্ন দশা। মলিন, জীর্ণ ও অনুজ্জ্বল; চারপাশে অযত্ন আর চরম অবহেলার ছাপ। রোদ-ঝড়-বৃষ্টি এবং ধুলোর অত্যাচারে খুবই সাধারণ একটা স্প্রেডের চেহারা পেয়েছে। টার্বেলরা হয়তো স্রেফ ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করে একে। র‍্যাঞ্চিংয়ের দিকে মনোযোগ না-থাকুক, বসতবাড়ি হিসাবেও তো দেখভাল করতে পারে। কিন্তু তার গরজ অনুভব করছে না বোধহয় কেউ। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল একটা র‍্যাঞ্চ!

ফকফকা জ্যোৎস্না বলে প্রায় দিনের আলোর মত স্পষ্ট চোখে পড়ছে সবকিছু।

মূল ট্রেইল থেকে ভাড়া করা সোরেলকে এক পাশে সরিয়ে নিল জেফ হ্যামিল্টন, সিডারসারির নীচে দাঁড়িয়ে একটু দূরে র‍্যাঞ্চ হাউস সহ পুরো লে-আউটের উপর নজর বুলাল। একটু ঢালু জমি ধরে এগিয়ে গেলে, আধ-মাইল দূরে সার্কেল-টি র‍্যাঞ্চ হাউস। মাঝখানে, প্রায় পুরোটা জুড়ে নানান জাতের গাছ আর ঝোপঝাড় জন্মেছে, কোথাও কোথাও বেশ ঘন। যথেষ্ট আড়াল পাওয়া যাবে বলে সন্তুষ্ট বোধ করল জেফ, র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে যাওয়ার পথে ব্যবহার করা যাবে।

ট্রেইল ছেড়ে ঢালু জমি ধরে ঘোড়াকে হাঁটাল জেফ। র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে কয়েকশো গজ দূরে থাকতে স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল, তারপর লাগাম হাতে ঘোড়ার পাশে হাঁটতে শুরু করল। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে ও, টার্বেলদের চমকে দিতে এসে নিজেই চমকে যেতে চায় না। র‍্যাঞ্চ যখন, অন্তত কয়েকজন ক্রু থাকা উচিত, সেক্ষেত্রে অসতর্ক অবস্থায় এদের যে-কারও চোখে ধরা পড়ে গেলে ওর উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যাবে।

অথচ এখন পরিস্থিতি এমন যে কোনভাবেই ব্যর্থ হওয়া যাবে না। যেভাবে হোক গ্যারি টার্বেলের গ্রাস থেকে মেয়েটাকে মুক্ত করতে হবে। শুধু উদ্ধার করলেই হবে না, মেয়েটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সম্ভব হলে ওকে কিংডম সিটি থেকে অর্থাৎ মার্শালের আয়ত্তের বাইরে পাঠিয়ে দিতে হবে।

র‍্যাঞ্চ হাউসের আঙিনার কিনারে, সিডারসারির কাছে এসে থামল জেফ। ঘোড়াকে একটু পিছনে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে এসেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে র‍্যাঞ্চ হাউস ও আশপাশের প্রতিটি কাঠামো জরিপ করল। মূল বাড়ির মাঝামাঝি এক কামরায় একটা বাতি জ্বলছে। তারমানেঃ এখনও জেগে আছে কেউ।

কান খাড়া করল জেফ, দ্বিগুণ সতর্কতার সঙ্গে পা বাড়াল। বিড়ালের মত নিঃশব্দে এগোচ্ছে। হয়তো প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু ঝুঁকি নিতে নারাজ ও।

প্রথম শেডের সামনে এসে থামল। ভগ্ন দশা ওটার, ছাদ নুয়ে পড়ে প্রায় মাটি ছুঁইছুঁই করছে। কখনও চার দেয়াল থাকলেও এখন মাত্র দু'দিকে আছে। এক কোণে গাদাগাদি করে পরিত্যক্ত লোহালক্কর ও যন্ত্রপাতি রাখা, বেশিরভাগে মরচে পড়ে গেছে। অন্য পাশে জ্বালানি কাঠের স্তূপ। দরজার কব্জা নষ্ট হয়ে গেছে বলে ঝুলে পড়েছে চৌকাঠ থেকে।

কান পাতল জেফ। বাড়ির পিছনে চামড়ার খসখসে শব্দ আর

ব্রিডলের ধাতব আওয়াজ কানে এসেছে। ক্ষীণ, তবে ঠিকই শুনতে পেয়েছে। একবার মনে হলো ভুল শুনেছে, কিন্তু ধৈর্য ধরে ঝাড়া দুটো মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল। শেষে আবার শুনতে পেল শব্দটা।

শব্দটা কীসের হতে পারে, এ-নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল জেফ, শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছল সম্ভবত একটা ঘোড়া শব্দগুলো তৈরি করছে। করালে বোধহয় খাবারের খোঁজে নড়াচড়া করছে ওটা।

কিন্তু শুধু অনুমানে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না, তাতে চরম মূল্য দিতে হতে পারে। নিশ্চিত হতে হবে।

পিছিয়ে গাছের ছায়ার নীচে চলে এল জেফ, তারপর আঙিনার কিনারা ধরে এগোল। যথেষ্ট আড়াল আর গাছের ছায়া পাচ্ছে বলে নিশ্চিন্ত বোধ করছে। ঘুরপথে কিছুদূর এগিয়ে বেশ বড়সড় একটা কাঠামোর পাশে চলে এল—বোধহয় বার্ন এটা—পাশ কাটিয়ে এবার র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে পা চালাল।

কয়েক গজ এগোনোর পর ঘোড়াটাকে দেখতে পেল। ওর অনুমান নির্ভুল ছিল। বার্নের দূরের কোণে, বেড়া দিয়ে ঘেরা এক চিলতে খোলা জায়গায় নিঃসঙ্গ একটা ঘোড়া রয়েছে। সামনে রাখা খড়ের সদ্ব্যবহার করছে।

একটাই ঘোড়া।

আর কেউ নেই? তা হয় কী করে! একটু অস্বাভাবিক হলেও ব্যাপারটায় সন্তুষ্ট বোধ করছে জেফ। তারমানে গ্যারি টার্বেল ছাড়া আর কেউ নেই বাড়িতে। অবশ্য মেয়েটা আছে।

মূল দালানের দিকে মনোযোগ দিল ও। কাছে চলে এসেছে। দ্বিধা বা দেরি না-করে দ্রুত পা চালিয়ে দূরত্বটুকু অতিক্রম করে দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেল। বাড়ির পিছন দিক এটা। আরও কয়েক গজ এগোলে আলোকিত কামরার সামনে পৌঁছে যাবে।

সন্তর্পণে এগোল জেফ। জানালার কাছে পৌঁছে মাথা থেকে

হ্যাট সরিয়ে উঁকি দিল।

বড়সড় কামরার মাঝামাঝি টেবিলে বসে আছে গ্যারি টার্বেল। পুরো ঘরে ভাঙাচোরা আসবাবপত্র ছড়ানো-ছিটানো, মেঝেয় নানা আবর্জনা। ঘরের রুগ্ন ও ভগ্ন চেহারার সঙ্গে মানানসই একটা লণ্ঠন জ্বলছে টিমটিম করে, দেখে বোঝা যায় চিমনির কাচ পরিষ্কার করা হয় না ঠিকমত। একসময় হয়তো পার্লার ছিল এটা, কিন্তু এখন তিনজন মানুষের আবাসস্থল—হতশ্রী চেহারার ঘরটা দেখে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো জেফ—থাকা, খাওয়া, ঘুমানো এবং মারপিটের একমাত্র জায়গা।

টেবিলের উপর রাখা বোতল তুলে নিয়ে সরাসরি গলায় ঢালল মার্শাল। পেশল, লোমশ বাহু তার। লালচে-কালো গুটি গুটি তৈরি হয়েছে হাতের ত্বকে, এতটাই যে দৃষ্টিকটু লাগে। রাতটা এত নিস্তব্ধ যে মার্শালের গলা দিয়ে নেমে যাওয়া হুইস্কির গড়গড় শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল জেফ।

কয়েকবার ঢকঢক করে পান করল সে।

তেষ্টা মেটানোর পর বোতলটা ঠকাস করে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল গ্যারি টার্বেল। জেফের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে সে, দৃষ্টি উল্টোদিকের কামরার দরজার উপর।

উঠে দাঁড়াল সে। সিধে হওয়ার সময় সামান্য টলে উঠল। বোঝা গেল নেশায় হাবুডুবু খাচ্ছে, হাত-পা চলছে না ঠিকমত। ধীর পায়ে দরজার সামনে চলে গেল সে, থেমে নবে মোচড় দিল। কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। খেপে গিয়ে প্রথমে কয়েকবার গায়ের জোরে মোচড় দিল নবে, তারপর দরজায় কষে দুটো চাপড় মারল। ভিতর থেকে কোন সাড়া এল না।

এক পা পিছিয়ে এল সে, শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়েছে। ভাব দেখে মনে হলো লাথি হাঁকিয়ে দরজা ভাঙবে কি-না সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। শেষে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে উল্টো

ঘুরে চলে এল চেয়ারের কাছে, শরীর দুলছে মাতালের মত। ধপ করে শরীর ছেড়ে দিল চেয়ারে। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল বোতলটা।

বোল্ট আটকানো দরজার কামরায় আছে নিশ্চয়ই মেয়েটা, গ্যারি টার্বেল আর নিজের মাঝে বোল্টের দরজার ওই *দেয়াল* খাড়া করতে সমর্থ হয়েছে। কীভাবে সম্ভব করেছে কে জানে, তবে ব্যাপারটা জেফ বা ওর নিজের জন্য যতটা স্বস্তিকর, মার্শালের জন্য ঠিক ততটাই বিরক্তিকর ও হতাশার।

জানালা দিয়ে দেখা কামরার অবস্থান মগজে গেঁথে নিল জেফ, তারপর কিনারা ঘুরে বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল।

প্রশস্ত গ্যালারি জুড়ে রয়েছে সামনের দিকটা, বাড়ির পুরো দৈর্ঘ্য নিয়ে বিস্তৃত। কাচের প্যানেলে ঘেরা দরজা-পথে ভিতরে ঢুকতে হয়। কাচের গায়ে অসংখ্য দাগ, বেশিরভাগ তেল-চিটচিটে হয়ে গেছে। মেয়েটি কোন্ কামরায় আছে অনুমান করল জেফ, তারপর সম্ভাব্য জানালার কাছে চলে গেল।

জানালার শেড নামানো, দেখতে না-পেলেও জেফ নিশ্চিত জানে ভিতরটা অন্ধকার। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল ও, ভাবল কী করে বন্দির মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে, অথচ অন্য কেউ টের পাবে না। বেহেড মাতাল হয়ে আছে গ্যারি টার্বেল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে অস্বাভাবিক শব্দ তার কানে যাবে না কিংবা শুনতে পেলেও অগ্রাহ্য করবে।

টার্বেলের অগোচরে মেয়েটাকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিতে পারলে সেটা সবচেয়ে ভাল হয়, তবে শুধু বাড়ি থেকে বের করলে হবে না, অন্তত কিছু সময়ের জন্য নিরাপদ একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে হয়তো ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে গিয়ে পড়বে।

টার্বেলকে কোন কিছু টের পেতে দেওয়া যাবে না। মেয়েটা

ভিতরে আছে—এমন ধারণা যতক্ষণ মার্শালের মাথায় থাকবে, ততক্ষণ স্বস্তিতে থাকতে পারবে জেফ, অন্তত সকাল হওয়া পর্যন্ত। সার্কেল-টি থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারবে রাতের মধ্যে। কিংডম সিটিতে পৌঁছে মেয়েটাকে পরবর্তী স্টেজে তুলে দেওয়ার সমস্ত আয়োজন শেষ করা পর্যন্ত যদি বন্দির আসল খবর মার্শালের অজানা থাকে, তা হলে জেফের পরিকল্পনা সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

সকাল নাগাদ স্টেজ আছে কি-না জানা নেই জেফের। থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। যদি নাই থাকে, সেক্ষেত্রে স্টেজ আসার আগ পর্যন্ত মেয়েটাকে শহরে নিরাপদ কোথাও রাখতে হবে, যাতে ওর উপস্থিতি মার্শাল জানতে না-পারে।

কিংডম সিটি থেকে স্টেজে মেয়েটাকে তুলতে গেলে সফল নাও হতে পারে, কারণ মার্শাল নিশ্চয়ই শ্যেনদৃষ্টি রাখবে; বিশেষ করে বন্দি পালিয়ে গেছে জেনে যাওয়ার পর। ধরে নেওয়া যায় সকাল হলেই বন্দির খোঁজ করবে সে, এবং পাখি পগার পার হয়ে গেছে তাও জেনে যাবে। তৎক্ষণাৎ কিংডম সিটি বা তল্লাট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য সব রুট বা রাস্তায় নজর রাখার ব্যবস্থা করবে, যে-কোন মূল্যে মেয়েটিকে আটকে রাখবে এখানে। গ্যারি টার্বেল যে এ-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাজি নয়, বিকালেই সেটা বোঝা গেছে। অল্পের জন্য সফল হয়নি জেফ, আরেকটু হলে হাত ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা—অমন কোন সুযোগ আর দেবে না মার্শাল।

সেক্ষেত্রে, ভাবছে জেফ, কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। মেয়েটাকে শহর থেকে স্টেজে না-তুলে বরং স্টেজ শহর ছাড়িয়ে চলে যাওয়ার পর ট্রেইলে কোথাও কোচ থামিয়ে মেয়েটাকে তুলে দিতে হবে। চৌহদ্দিতে স্টেজ ডাকাতি বা লুটের ঘটনা হামেশা

ঘটছে বলে স্টেজ থামাতে বা টিকেট ছাড়া যাত্রী তুলতে চাইবে না ড্রাইভার, তবে তাকে রাজি করাতে পারবে জেফ; প্রয়োজনে বাধ্য করবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, গ্যারি টার্বেলের অগোচরে মেয়েটাকে এলাকা ছেড়ে যেতে হবে।

এতে অবশ্য জেফের নিজস্ব পরিকল্পনার কিছু রদবদল করতে হবে। তবে সেটা বড় কোন সমস্যা হবে না, সামলে নিতে পারবে ঠিকই।

জানালার কাচে হালকা করাঘাত করল জেফ। নিঃশব্দ রাত আর পরিবেশের কারণে শব্দটা বেশ জোরাল বলে মনে হলো। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল ও, আশঙ্কা করছে কাউকে চমকে দিল কি-না। তবে আশঙ্কাটা অমূলক বলে প্রমাণিত হলো।

জেফ অপেক্ষায় ছিল ওর আঙুলের টোকা শুনে প্রত্যুত্তর দেবে মেয়েটি, জানালার পর্দা বা শেড সরিয়ে দেবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। কামরার ওপাশে একটু আগে যেমন ছিল—নীরব, অন্ধকার আর সাড়াহীন রয়ে গেল।

আবার কাচে টোকা দিল জেফ, এবার আগের চেয়ে জোরে। কয়েক পা হেঁটে সামনের দিকে গেল ও, ধীর পায়ে ফিরে এল আগের জায়গায়, শেষে উদ্বিগ্ন মনে আবার টোকা দিল।

কী ঝামেলায় পড়া গেল! মেয়েটা সাড়া না-দিলে ওকে এখান থেকে বের করা সম্ভব হবে না। যেভাবে হোক, যোগাযোগ হওয়া দরকার।

ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি ভয়ে সাড়া দিচ্ছে না, মনে করছে গ্যারি টার্বেল বা তার কোন লোক ওকে প্রলুব্ধ করতে চাইছে?

আবার টোকা দিতে হাত তুলতে গিয়েছিল জেফ, তখনই দেখল পর্দার এক কোণ সরে গেছে, খুবই সন্তর্পণে ও সতর্কতার সঙ্গে পর্দা সরিয়েছে মেয়েটা।

জানালার কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে সরে গেল জেফ

যাতে ওকে ভালভাবে দেখতে পায় মেয়েটি। বাইরে চাঁদের আলো আছে বটে, তবে ভুলও হতে পারে, বিশেষ করে মেয়েটা যেহেতু অপরিসীম উদ্বেগ, আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছে।

মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই জানালার পর্দা পুরো সরে গেল। মেয়েটিকে দেখতে পেল জেফ। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, মুখ-চোখ ফোলা, বোধহয় অনেক কেঁদেছে। চোখাচোখি হতে হাসল মেয়েটা—খানিকটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে। চাহনিতে স্বস্তি আর আনন্দ ফুটে উঠল।

'ওহ্, তুমি! ঈশ্বরকে হাজারটা ধন্যবাদ!' অস্ফুট স্বরে বলল মেয়েটা, কাচের বাধার কারণে শুনতে পেল না জেফ, তবে ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে অনুমান করে নিল।

'শেড তুলে দাও,' বলল ও।

বুঝতে পারল না মেয়েটা।

অগত্যা কাচের ফ্রেমের তলায়, দুই কোণে দু'হাত নিয়ে গেল জেফ, ফ্রেম তোলার ভঙ্গি করল। এবার বুঝতে পারল মেয়েটি, দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে জেফের নির্দেশ তামিল করল। কিন্তু গায়ের জোরে টান দেওয়ার পরও দুই ইঞ্চির বেশি উঠল না ফ্রেম, আটকে গেছে।

জানালার ফ্রেম খুঁটিয়ে দেখল জেফ। আটকে যাওয়ার কারণ খুঁজে পেল। কাঠের টুকরো গোঁজ হিসাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে চ্যানেলের ফাঁকে, এরচেয়ে কার্যকরী তালা আর হতে পারে না। দৃশ্যত, টার্বেলরা চায় না জানালা দিয়ে বাড়িতে কেউ প্রবেশ করুক কখনও। আলো-বাতাস চলাচলের ধারণা তাদের কাছে প্রাধান্য পায়নি।

নিচু হয়ে চৌকাঠের কাছে মুখ নিয়ে গেল জেফ, ফিসফিস করে জানতে চাইল: 'এই ঘরে কি কেবল একটাই দরজা?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'হ্যাঁ, একটাই। পার্লারে চলে গেছে।

আর ওই লোকটা পার্লারে বসে আছে!' অজান্তে শিউরে উঠল ও, বিশালদেহী গ্যারি টার্বেলের কথা মনে পড়ে গেছে।

কী করবে ভাবছে জেফ। কাচ ভেঙে মেয়েটাকে জানালা টপকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু তাতে নিশ্চয়ই টার্বেলের মাতলামি টুটে যাবে। পেটে যতই রঙিন পানীয় পড়ুক, অমন শব্দে মড়ারও জেগে যাওয়ার কথা; আর মার্শাল একটু বেশি আগ্রাসী এবং সতর্ক। হোক না মন্দ লোক, কিন্তু একটা শহরে কর্তৃত্ব করতে গেলে ন্যূনতম কিছু যোগ্যতা লাগে। টার্বেলদের সেটা যথেষ্টই আছে বলে মনে হয়েছে জেফের।

এভাবে মেয়েটাকে বের করা সম্ভব, কিন্তু মার্শালের অজ্ঞাতে কেটে পড়া যাবে না, নিরাপদে কিংডম সিটিতেও যেতে পারবে না। সবচেয়ে বড় কথা, যাই করুক কিছু বাড়তি সময় আদায় করে নিতে হবে।

সুতরাং কাচ ভেঙে মেয়েটাকে বের করার আইডিয়া বাদ।

বিকল্প কিছু ভাবতে হবে...

ফের জানালার কাছে নিচু হলো জেফ। 'একটা ঘোড়া নিয়ে আসছি তোমার জন্য, ম্যা'ম। যাই করি, ঘোড়া তো লাগবেই, তাই ভাবছি এখানেই রেখে দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কা ভর করল মেয়েটির আয়ত দুই চোখে, চুপসে গেল যেন–মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ।

'চিন্তা কোরো না, ফিরতে দেরি হবে না আমার, মিস্...' দ্রুত মেয়েটাকে আশ্বস্ত করল জেফ।

'লরেটা,' স্বস্তির সুরে, ক্ষীণ হেসে বলল মেয়েটা। 'লরেটা মর্গান।'

'কয়েক মিনিট লাগবে।'

মাথা ঝাঁকাল লরেটা, জেফের উপর ওর যে প্রবল আস্থা আর

বিশ্বাস রয়েছে সেটা আচরণে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, কিংডম সিটিতে আসার পর থেকে একমাত্র জেফের কাছে যা কিছু সাহায্য পেয়েছে। কার্যত যতটা পেয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশির প্রতিশ্রুতি দেখেছে। আপাতত-লরেটা আবিষ্কার করেছে-দুঃসাহসী ও নিষ্ঠুর এ লোকটি ছাড়া ওকে সাহায্য করার মত আর কেউ নেই। কিংডম সিটিতে টার্বেলদের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে একাই নিজেকে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে সে।

দ্রুত পায়ে বার্নের লাগোয়া করালে চলে এল জেফ। মার্শাল টার্বেলের ঘোড়া এটা। তাড়াহুড়ো করে বাড়ির ভিতরে চলে গেছে সে, যাওয়ার আগে কিছু খড় ছুঁড়ে দিয়েছে ঘোড়ার সামনে। ওটার যত্ন-আত্তিরের কোন ব্যবস্থা করেনি। স্যাডল-ব্রিডল যেভাবে পরানো ছিল, তাই আছে; এমনকী স্যাডলের পেটিও ঢিলে করে দেয়নি।

কয়েক হাত দূর থেকে ঘোড়াটাকে খুঁটিয়ে দেখল জেফ, শেষে ধীর, আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে পাশে চলে এল। বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখাল না বে ঘোড়াটা, হয়তো মালিকের মতই উদাসীন; অচেনা একজন মানুষের উপস্থিতিতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। ফিসফিস করে বে-র সঙ্গে কথা বলল জেফ, ঘাড়ে মোলায়েম হাত বুলাল। স্যাডলে চড়তে বেশি দেরি হলো না. স্বাভাবিকভাবে ওকে নিয়েছে বে-টা।

বড়সড় বৃত্তাকার পথে বাড়িকে ঘিরে সিডারসারির কাছে চলে এল জেফ, ঘোড়াকে হাঁটাল স্বাভাবিক ছন্দে। সোরেলের পাশে এসে বে-র স্যাডল থেকে নামল ও, তারপর গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখল বে-র লাগাম। র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে আসার আগে আরও একবার চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। উঁহুঁ, বাড়ি বা আশপাশে কারও সাড়া নেই। গ্যারি টার্বেল বোধহয় হুইস্কির আস্তানা

প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে।

জানালার কাছে এখনও দাঁড়িয়ে আছে লরেটা মর্গান, কিংবা জেফকে ফিরতে দেখে আগেই জানালার কাছে চলে এসেছে।

'সব ঠিক আছে তো?' ফিসফিস করে জানতে চাইল জেফ। 'তৈরি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কীভাবে বেরোব এখান থেকে? তুমি নিশ্চয়ই ওই লোকটাকে...'

'খুন করব কি-না?' লরেটার দ্বিধা দেখে নিজ থেকে বাক্যটা শেষ করল জেফ। 'না, নিতান্ত বাধ্য না-হলে খুন করব না ওকে। বাড়ির কোণ ঘুরে উল্টোদিকে যাচ্ছি। ওখানে একটা জানালা আছে, যেটা দিয়ে পার্লারে চোখ রাখা যায়। ভাবছি মুলোর লোভ দেখাব মার্শালকে। ইচ্ছে করে চেহারা দেখাব। আমাকে দেখে নির্ঘাত ছুটে বেরিয়ে আসবে সে, তাড়া করবে। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেলে আর দেরি কোরো না, যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে যেয়ো। বুঝেছ তো?'

'বুঝেছি। কিন্তু তুমি এত বড় ঝুঁকি নেবে?'

'এছাড়া তো কোন উপায় দেখছি না।'

কী যেন ভাবল লরেটা, শেষে হতাশার সঙ্গে প্রবলভাবে মাথা নাড়ল। 'কী বিপদে ফেলে দিলাম তোমাকে!' বিব্রত শোনাল ওর কণ্ঠ। 'সব দোষ আমার! আমার জন্যই...'

'আচ্ছা, সামনের দরজা দিয়ে বেরোতে পারবে?' দ্রুত জানতে চাইল জেফ, চায় না মেয়েটা আরও বিব্রত হোক। অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেও লাভ হবে না ওদের। 'পথ আছে বেরোনোর?'

ক্ষীণ হাসল লরেটা। বুদ্ধিমতী মেয়ে, জেফের উদ্দেশ্য ঠিকই আঁচ করতে পেরেছে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার দেখল ওকে, শেষে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল: 'হ্যাঁ, আছে একটা। পার্লার থেকে

সামনের দিকে হলওয়ে। ওদিক দিয়ে আমাকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিল মি. টার্বেল।'

মি. টার্বেল! কার জন্য এত সৌজন্য? টার্বেলদের কেউ এর যোগ্য নয়। তবে মেয়েটাকে সেটা বলার বা বোঝানোর সময় নেই। লরেটাও জানে, কিন্তু চাইলেও নিজে অভদ্র হতে পারছে না, শেখেনি বা অভ্যস্তও নয়; তা ছাড়া, এটা পুরোপুরি নিজস্ব রুচির ব্যাপার।

'সামনের দিক দিয়ে বেরোতে পারলে সময় বাঁচবে,' বলল জেফ। 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু ডানে, সিডারসারির কাছে চলে যেয়ো, দুটো ঘোড়া লুকানো আছে ওখানে।'

'তুমি কোথায় থাকবে?' শঙ্কা মেয়েটির গলায়, কণ্ঠ কেঁপে গেল। 'তুমি ওখানে থাকবে না?'

'হ্যাঁ, থাকব। তবে পৌঁছাতে একটু দেরি হতে পারে। তুমি অপেক্ষা কোরো।' একটু থেমে কান পাতল জেফ, অস্বাভাবিক শব্দ হলো কি-না বোঝার চেষ্টা করছে। কোথাও কোন সাড়া নেই, যেমন ছিল এক ঘণ্টা আগেও।

'টার্বেলকে খেপিয়ে বাড়ি থেকে বের করে আনব আমি,' খেই ধরল জেফ। 'তুমি নিরাপদে সিডারের কাছে পৌঁছেছ জানার পর তাকে খসিয়ে দিয়ে ওখানে চলে যাব। যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার দেখা না পাও, কোনরকম দ্বিধা কোরো না, স্যাডলে চেপে রাস্তা ধরে দক্ষিণে চলে যাবে। কিংডম সিটিতে পৌঁছে যাবে তা হলে। ট্রেইল ধরে গেলেই হবে শুধু, কোনরকম শাখা বা বাধা পড়বে না।'

'আমি বরং তোমার জন্য অপেক্ষা করব,' নিচু, প্রতিবাদের সুরে বলল লরেটা মর্গান।

'হ্যাঁ, করবে...তবে পাঁচ মিনিটের বেশি নয়!' কর্তৃত্বের সুরে বলল জেফ, সামান্য কর্কশ শোনাল ওর কণ্ঠ।

পরিস্থিতির খাতিরে রূঢ় হতে হচ্ছে। যে-কোন বিচারে লরেটার মুক্তি, নিরাপদ পলায়ন বা বহাল তবিয়তে কিংডম সিটিতে পৌঁছানোর কোন বিকল্প নেই; এমনকী ওর নিজের বিপদ বাড়িয়ে হলেও সফল করতে হবে এই পরিকল্পনা। সিডারসারির কাছে পৌঁছানোর পর তাই অযথা দেরি করা ঠিক হবে না লরেটার, সঙ্গে সঙ্গে শহরের উদ্দেশে রওনা দিলেই বরং ভাল হবে; তবে পথে অস্বাভাবিক কোন কিছু ঘটে যেতে পারে বলে জেফের উপস্থিতির দরকার আছে—যদি মার্শাল টার্বেলকে বোকা বানিয়ে এখান থেকে বেরোতে পারে। অন্যথায়, অর্থাৎ জেফ ব্যর্থ হলেও লরেটাকে ওর নিজের স্বার্থে কিংডম সিটি বা নিরাপদ কোথাও সরে যেতে হবে। গ্যারি টার্বেলের থাবাকে ফাঁকি দিতে পারলে পরে হয়তো নিজের চেষ্টায় বা অন্য কারও সাহায্যে কিংডম সিটি থেকে চলেও যেতে পারবে।

মোদ্দা কথা, নিরাপদে সার্কেল-টি ত্যাগ করতে হবে লরেটার; সঙ্গে যদি জেফ থাকতে পারে তো সোনায় সোহাগা, না-থাকতে পারলেও বাড়তি ক্ষতি নেই। কিন্তু কোনক্রমে জেফের জন্য দেরি করতে গিয়ে বিপদ বাড়ানো বা মুক্তির সম্ভাবনা বিনষ্ট করা যাবে না।

'শোনো, ম্যা'ম, অযথা দেরি করতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনো না,' বোঝাল জেফ। 'এমনও হতে পারে টার্বেলের সঙ্গে হয়তো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব, তাকে সামাল দিতে দেরি হতে পারে, কিংবা এমন পরিস্থিতি হতে পারে যে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে হতে পারে আমার। যাই হোক, নির্দিষ্ট সময়ের বেশি দেরি করবে না তুমি, কারণ তোমার নিরাপদে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যই এত আয়োজন!

'সুতরাং যা বলছি তাই করবে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষার পর সরাসরি কিংডম সিটিতে গিয়ে ইয়েলো জ্যাকেট সেলুনে চলে

যাবে। লিউ বার্গেসের সঙ্গে দেখা করে বলবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি। যেভাবে হোক পরের স্টেজে যেন তোমাকে তুলে দেয় সে।'

'কিন্তু...মার্শালের ছেলে, ডেপুটির কথা ভুলে গেছ?' যুক্তি দেখাল লরেটা। 'শহরে গেলে আমাকে দেখে ফেলবে না সে? ও নিশ্চয়ই আমাকে শহর ছাড়তে দেবে না?'

'সে আর দুনিয়ায় নেই, ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা না-করলেও চলবে তোমার। শহরের লোকজনকে নিয়েও ভাবতে হবে না,' যোগ করল জেফ। 'ওরা কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না, কিন্তু বাধাও দেবে না। তবে লিউ বার্গেসের কথা আলাদা, সে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে–বিশেষ করে স্টেজে একটা টিকেট পাওয়া বা কোচে ওঠার ব্যাপারে।'

'বেশ,' অনীহার সুরে সায় জানাল লরেটা। 'তবে সঙ্গে তুমি থাকলে নিশ্চিন্ত হতাম!'

লরেটাকে আশ্বস্ত করার জন্য হাসল জেফ। 'তেমন সম্ভাবনাই বেশি। যদি খারাপ কিছু ঘটে যায় সেজন্যই বললাম। যাক্‌গে, তুমি তৈরি? কান খাড়া রাখতে হবে তোমার, পিছনের দরজা দিয়ে বেরোবে মার্শাল, তাই দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হতে হবে।'

'হ্যাঁ, তৈরি আমি,' মৃদু স্বরে বলল মেয়েটা। 'সাবধানে থেকো তুমি!'

মাথা ঝাঁকিয়ে জানালা থেকে সরে এল জেফ, দ্রুত ও নিঃশব্দ পায়ে বাড়ির গাঢ় ছায়া ধরে এগোল। নিরাপদে বাড়ির পিছন দিকের জানালায় পৌঁছে গেল। উঁকি দিতে দেখতে পেল দশাসই দেহ নড়বড়ে চেয়ারে চাপিয়ে বসে আছে মার্শাল, দৃষ্টি আগের মতই বন্ধ দরজার দিকে চলে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে। সামনে রাখা বোতল প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে।

শেষবারের মত চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জেফ, আঙিনা আর বাড়ির আনাচ—কানাচ দেখে নিল। মগজে গেঁথে নিল বিভিন্ন তথ্য। আঙিনায় নানা জিনিসপত্র ফেলে রাখা, পরিমাণে এত বেশি যে ওগুলোকে কাজে লাগিয়ে অনায়াসে ল-ম্যানের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা যাবে।

জানালার কাছে চলে এল জেফ, কাচের গায়ে আলতো ঘষা দিল। চমকে উঠল মার্শাল, চমকের ধাক্কায় ঘুরতে গিয়ে চেয়ার সহ হুড়মুড় করে পড়ে যাওয়ার দশা হলো; কোনরকমে সামলে নিল। কাচের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল জেফ, ভাব করল যেন উঁকি দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখতে ইচ্ছুক, আসলে নিজের চেহারা দেখাচ্ছে মার্শালকে।

প্রথমে নিদারুণ বিস্ময় দেখা গেল টার্বেলের মুখে, তারপর রাগে কুৎসিত হয়ে গেল। টলমল পায়ে সিধে হলো সে, কোমরের হোলস্টারে পিস্তল পরখ করল অভ্যাসবশত।

পিস্তল হাতে দরজার দিকে এগোল সে।

ততক্ষণে জানালা থেকে সরে গেছে জেফ, টার্গেট হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে নারাজ। জানে দেখতে না-পেলে গুলি করবে না মার্শাল।

কয়েক গজ দূরের ছোট্ট এক শেডের কাছে চলে গেল জেফ, অপেক্ষায় থাকল। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই সশব্দে খুলে গেল বাড়ির পিছনের দরজা, প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল গ্যারি টার্বেল। খেপে বোম হয়ে গেছে, মাতলামি ছুটে গেছে জেফকে দেখার পরপরই।

'আমি এখানে, মার্শাল!' চেঁচিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করল জেফ, চট করে ছোট্ট শেডের আড়ালে চলে গেল।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে গর্জে উঠল মার্শালের বন্দুক। শেডের ভগ্নপ্রায় বোর্ড ফুটো করল বুলেট, শুকনো স্প্লিন্টারের

তুবড়ি ছোটাল। এদিকে নিচু হয়ে ছুট দিয়েছে জেফ, দশ গজ দূরে পাশের শেডের আড়ালে চলে গেছে। গাদাগাদি করে চেরাই করা কাঠ রাখা এখানে।

'রাতে তোমার ছেলেকে খুন করেছে কেউ, মার্শাল,' গরম খবরটা উগরে দিল জেফ। 'দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে। আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই, খবরটা দিতে এখানে এসেছি...'

ফের কমলা আগুন ওগরাল ল-ম্যানের পিস্তল। ঝটপট দুটো গুলি করল সে, প্রায় মুহূর্তের ব্যবধানে। কাঠের স্তূপে ঢুঁ মারল বুলেটগুলো। নিচু হয়ে বসে ছিল জেফ, গুলি বর্ষণ শেষ হতে ভোঁ দৌড় দিল। এক ছুটে চলে এল বার্নের পাশে।

জেফের ছুটন্ত দেহটা পলকের জন্যে দেখতে পেল মার্শাল। ঘুরেই আন্দাজের উপর গুলি করল, একের পর এক বুলেট ছুটে গেল বার্নের দিকে, বেশিরভাগ বাতাসে অন্ধ আক্রোশে কুটে মরল বা বার্নের দেয়ালে বিদ্ধ হলো, কিন্তু কোনটাই জেফের দশ গজের মধ্যে যেতে পারল না।

'গ্যারি? হচ্ছে কী এখানে?'

ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়েছে জেফ, অনড় পড়ে আছে। তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠ শুনে দারুণ বিস্মিত হয়েছে। এই ব্যাটা কোথায় ছিল এতক্ষণ? আঙিনা আর পুরো র‍্যাঞ্চ হাউস জুড়ে হাঁটাহাঁটি করেছে জেফ, অথচ কিচ্ছু টের পায়নি? সাড়াও দেয়নি।

ঝামেলায় পড়ে গেল!

এখন একজন নয়, দু'জনকে ফাঁকি দিতে হবে।

হামাগুড়ি দিয়ে গাঢ় ছায়ায় চলে গেল জেফ, বার্নের সামনের দিকে আঙিনার অংশে দৃষ্টি চালাল। একজন নয়, দু'জন! বার্ন থেকে বেরিয়ে এসেছে এরা, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। পরনে

অন্তর্বাস, গুলির শব্দে ঘুম ভেঙেছে।

টার্বেলদের ভাড়াটে ক্রু বা কাউপাঞ্চার। ব্যাটারা আর সময় পেল না! এক্কেবারে মোক্ষম সময়ে হাজির হয়ে গেছে।

'কোয়ান? বার্লো?' জবাব দিল মার্শাল। 'জলদি পিস্তল নিয়ে এসো! জেল ভেঙে পালিয়ে এখানে চলে এসেছে এক বন্দি! ব্যাটাকে পাকড়াও করতে হবে! আঙিনা থেকে বেরোতে দেওয়া যাবে না। তিনজনে মিলে হারামীটাকে কব্জা করে ফেলব। জলদি করো!'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে বার্নে ঢুকে পড়ল দু'জন। দৃশ্যত, বার্নকে কোয়ার্টার হিসাবে ব্যবহার করে এরা। আশ্চর্য, দুনিয়ার সব অদ্ভুত নিয়ম এখানে! বার্নকে বানিয়েছে বাঙ্কহাউস আর পুরো র‍্যাঞ্চকে পরিণত করেছে আবর্জনার স্তূপে। এত অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা আর কোন র‍্যাঞ্চে কখনও দেখেনি জেফ, শোনেওনি কখনও। শুধু থাকার জন্য র‍্যাঞ্চটাকে ব্যবহার করে টার্বেলরা, তাও মানা যাচ্ছে না, কারণ র‍্যাঞ্চ হাউসের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। অযত্ন, অবহেলা এবং নোংরা জীবনযাপনের চরম প্রদর্শনী বাড়িটায়।

র‍্যাঞ্চে টার্বেলের ভাড়াটে ক্রু বা পাঞ্চার থাকবে বলে ভাবেনি জেফ, যা ছিরি এখানকার! এদের কাজই বা কী? বিশেষ করে পুরো র‍্যাঞ্চ যেহেতু অরাজকতার কারখানা। আদপে টার্বেলরা র‍্যাঞ্চিং করে কি-না এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাথান চালাতে গেলে এত অনিয়ম বা অবহেলার সুযোগ নেই, সকাল-সন্ধ্যা ছক-বাঁধা কাজকর্ম করা লাগে।

সাইনবোর্ড হিসাবে র‍্যাঞ্চটাকে ব্যবহার করছে না তো?

ভাবনা বেশিদূর গড়াল না, সেই ফুরসতও নেই, বরং জান বাঁচানোর দিকে মনোযোগ দিল জেফ। তিনজনের হাতে পাকড়াও বা কব্জা হওয়ার খায়েশ নেই। মার্শাল যে এবার ওকে

বিশেষ খাতির করবে তা বলা বাহুল্য। পিছন থেকে একটা বুলেট দিয়ে ওর যাবতীয় পাওনা চুকিয়ে দেবে। কেউ প্রশ্ন করতে আসবে না।

মাথা সামান্য উঁচু করল ও। কাঠের গাদার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল মার্শালকে—কান খাড়া করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, জেফের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করছে। ডান হাতের পিস্তলের ধাতব মাযলে ম্লান ঝিলিক দিচ্ছে চাঁদের আলো।

চাইলে এক গুলিতে মামলা খতম করে দিতে পারে, পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারে গ্যারি টার্বেলকে, কিন্তু অমন ইচ্ছে নেই জেফ হ্যামিল্টনের। জাতখুনি নয় ও, স্রেফ বাধ্য হলে পিস্তল চালায়। আত্মরক্ষার তাগিদে। কিংবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠায়। মার্শালকে খুন করলে কেউ দোষ দেবে না ওকে, কারণ একই সুযোগ পেলে মার্শাল নির্দ্বিধায় ওকে বুটহিলে শোওয়ানোর বন্দোবস্ত করে ফেলবে; সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিপক্ষ দলে ভারী, টিকে থাকতে হলে সমীকরণটা সহজ করতে হবে।

তবুও অনীহা বোধ করছে জেফ, এমনকী সম্ভাবনাটা উঁকিও দেয়নি ওর মাথায়, কারণ ও জাতখুনি নয়। টার্বেলদের সঙ্গে ওর বা অন্য একজন সাধারণ মানুষের পার্থক্য তো এখানেই। নেকড়ে আর পোষা কুকুরে যেমন ফারাক।

সন্তর্পণে সিধে হলো জেফ, তারপর খিঁচে দৌড় দিল বার্নের পিছন দিকে। কোণ ঘুরে উল্টো পাশে চলে এল। ডান দিকে সিডারসারি, যেখানে অপেক্ষায় রয়েছে লরেটা মর্গান। আশা করা যায় বাড়ি থেকে বেরোতে সমস্যায় পড়েনি মেয়েটা।

খোলা আঙিনা পেরিয়ে গেল জেফ, ঝোপঝাড় ঠেলে এগোল। খসখস শব্দ হচ্ছে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। পরিস্থিতি পাল্টে গেছে, এখন আর পরোয়া করার সুযোগ নেই। তবে গতি

কমিয়ে দিয়েছে যাতে শব্দ কম হয়। যতক্ষণ সম্ভব ওদের বার্ন বা ওদিকে আটকে রাখতে চায়। বাড়তি কিন্তু অমূল্য কয়েকটা মিনিট পেয়ে যাবে তাতে।

কণ্ঠ আর পদশব্দ শুনে জেফ বুঝল বার্ন থেকে বিপুল বিক্রমে বেরিয়ে এসেছে দুই ক্রু, ত্রস্ত পায়ে মার্শালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'ব্যাটাকে শেষ কোথায় দেখেছ?' জানতে চাইল একজন।

'শেডের উত্তর দিকে ছুটে যাচ্ছিল,' জানাল ল-ম্যান। 'ওই যে, ওদিকে। দু'জনে আলাদা হয়ে যাও, দু'দিক থেকে বার্ন ঘিরে ফেলো। দেখা যাক, ব্যাটাকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করা যায় কি-না। আমি এখানে আছি, বেরিয়ে এলেই একটা সীসা ঢুকিয়ে দেব মাথায়! যাও, বেশি তাড়াহুড়ো করে আবার খেদিয়ে দিয়ো না ওকে।'

ভাগ্য এখনও জেফের পক্ষে আছে। মার্শাল এবং দুই ক্রুর ধারণা এখনও বার্নের আশপাশে কোথাও আছে জেফ। লরেটাকে নিয়ে যদি স্যাডলে চাপতে পারে, ল-ম্যান তার ভুল ধরতে পারার আগেই হয়তো অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারবে।

'না! ছাড়ো আমাকে!' লরেটার চাপা, আতঙ্কিত চিৎকার জেফ হ্যামিল্টনকে চমকে দিল আরেকবার।

অজান্তে থমকে দাঁড়াল ও।

'ঝামেলা কোরো না, সিস্টার,' ভারী, গড়গড়ে কণ্ঠে বলল এক লোক। 'হয় তুমি স্বেচ্ছায় যাবে, নইলে চুল ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাব! এত হাঙ্গামা বা গোলাগুলির কারণ জানি না, তবে আমার সন্দেহ তুমি বাবার সেই কনে...'

টার্বেলের আরেক ছেলে!

নিজের মনে খিস্তি আওড়াল জেফ। দুর্ভাগ্য একে বলে! পোড়া কপাল কি ওর, নাকি মেয়েটার? একের পর এক চমক

হজম করতে হচ্ছে। গ্যারি টার্বেল ছাড়া পুরো র‍্যাঞ্চ যেখানে ফাঁকা মনে হয়েছিল, সেখানে দুই ক্রু ছাড়াও এখন মার্শালের আরেক ছেলে এসে উপস্থিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তুরুপের তাস অর্থাৎ লরেটা মর্গানকে কব্জা করে ফেলেছে। এত রাতে কোত্থেকে উদয় হয়েছে লুকাস টার্বেল?

মোক্ষম জায়গায় উপস্থিত হওয়ার বাতিক আছে নাকি সব টার্বেলের? লরেটা স্টেজ ছাড়ার সময় পিটারের সঙ্গে মারপিটের এক ফাঁকে লড়াইয়ে নাক গলিয়েছে মার্শাল, পিছন থেকে আঘাত করেছে জেফের মাথায়, নইলে তখনই লড়াই শেষ হয়ে যেত। আর এখন হাজির হয়েছে তার ছেলে লুকাস, ঠিক যখন ল-ম্যানের বিরুদ্ধে বড়সড় একটা দাঁও মারতে যাচ্ছিল জেফ। প্রায় সফলও হয়ে গেছিল, শুধু লুকাস যদি না আসত!

'তুমি কি আপসে আসবে, নাকি আমি বাধ্য করব?' খেঁকিয়ে উঠল লুকাস টার্বেল।

সিডারসারির ফাঁকফোকর গলে নিচু হয়ে এগোচ্ছে জেফ, দ্রুত পা চালাচ্ছে কণ্ঠের দিকে।

'না, আমি যাব না!' একগুঁয়ে স্বরে জানিয়ে দিল লরেটা। 'কিছুতে ফিরে যাব না আমি!'

লম্বা দম নেওয়ার শব্দ হলো, বিরক্তিসূচক আওয়াজের পর লুকাসের ঘোষণা এল: 'বেশ, তোমার যেমন মর্জি, সিস্টার! পরে কিন্তু আমাকে দোষারোপ করতে পারবে না যে তোমাকে বলিনি! বাবার কাছে তোমাকে যেতেই হচ্ছে...'

পৌঁছে গেছে জেফ। দশ হাত দূর থেকে লুকাস টার্বেলের গাঢ় কাঠামো দেখতে পেল, লরেটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। লরেটার এক বাহু চেপে ধরেছে শক্ত হাতে, বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এদিকে প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে মেয়েটা, এক হাতে কচি সিডারের একটা গুঁড়ি চেপে ধরেছে।

টানাহেঁচড়া চলছে পুরোদমে।

বার্নের দিকে দৃষ্টি চালাল জেফ। মার্শাল বা দুই ক্রুকে দেখতে পাচ্ছে না, এমনকী সাড়াও পায়নি। সম্ভবত এখনও আঙিনায় রয়ে গেছে ওরা, অন্তত তাই আশা করছে জেফ, লরেটার সঙ্গে লুকাস টার্বেলের তর্কাতর্কি বা টানাহেঁচড়া এখনও টের পায়নি।

'অসম্ভব! কোনক্রমে ওখানে ফিরে যাব না আমি,' উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল লরেটা। 'ওখানে ফিরে যাওয়ার আগে বরং আমি নিজেকে খুন করে...'

'আলবৎ যাবে!' ত্যক্ত স্বরে বলল লুকাস, হিমশিম খাচ্ছে মেয়েটাকে সামলাতে। 'বাবার সামনে তোমাকে উপস্থিত করার পর কী ঘটবে...'

এক চিলতে খোলা জায়গার ওপাশে রয়েছে দু'জন, আর এ-প্রান্তে পৌঁছে গেছে জেফ। লম্বা একটা দম নিল ও, সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিল সামনের দিকে, আঙিনা বা বার্নের ওদিকের সবকিছু মাথা থেকে সরিয়ে দিল। দেখতে পেল তখনই অসম্ভব কাজটা করতে সক্ষম হলো লরেটা, লুকাসের থাবা থেকে নিজের বাহু মুক্ত করে ফেলেছে। সম্ভবত আঁকড়ে ধরা গাছের গুঁড়ির কারণে বা লুকাস যথেষ্ট জোর খাটায়নি বলেই।

হাত মুক্ত হতে টলে উঠল লরেটা, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার দশা হলেও গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে সামলে নিল। একই মুহূর্তে তুফান বেগে ছুটল জেফ, হাঁক ছাড়ল মেয়েটার উদ্দেশে: 'সরে যাও, লরেটা!' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল। 'আমার পথ থেকে সরে যাও!'

নয়

খপ্ করে লরেটার বাহু আবার চেপে ধরেছিল লুকাস টার্বেল, কিন্তু রাখতে পারল না। ছুটে গিয়ে তার উপর চড়াও হলো জেফ, মাথা দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো দিল লোকটার পেটে।

গাট্টাগোট্টা দেহ আর অসুরের মত শক্তি টার্বেলদের অনুপম শারীরিক বৈশিষ্ট্য, লুকাসও তার ব্যতিক্রম নয়। বাপের মত দানব হয়নি ছেলেদের কেউ, কিন্তু শক্তিমত্তা ও সামর্থ্যে সেটা পুষিয়ে নিয়েছে দু'জনেই।

জেফের ধাক্কার চোটে ছিটকে পড়ল সে। এমন প্রচণ্ড আঘাতে নাভিশ্বাস উঠে যেত সাধারণ কারও, কিন্তু লুকাসের তা হলো না। চট করে সামলে নিল।

এদিকে লরেটার বাহু মুক্ত হয়ে গেছে। টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল মেয়েটা, দুই পুরুষের সংঘর্ষের ধাক্কা কিছুটা ওর গায়েও লেগেছে; তাল সামলাতে না-পেরে চিৎ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আর লুকাসকে নিয়ে ভূপতিত হয়েছে জেফ।

'আরে, এটা আবার কে...' বিস্ময় সামলাতে পারেনি লুকাস টার্বেল।

সপাটে তার চিবুকে ঘুসি হাঁকাল জেফ। কিন্তু জুতসই হলো না। আধ-শোয়া অবস্থায় হাঁকিয়েছে বলে জোর পায়নি। অগত্যা তার উপর চড়াও হলো জেফ, হাঁটু দিয়ে চাপ দিল গলায়। গায়ের জোরে ওকে ঠেলে ফেলে দিল লুকাস।

গড়ান দিয়ে সরে গেল জেফ।

এদিকে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে লুকাস টার্বেল। তার ক্ষিপ্রতা অবাক করার মত, ভারী শরীরের তুলনায় বিদ্যুৎ গতি বলা চলে। জেফ উঠে দাঁড়ানোর আগেই দুই কদমে চলে এল পাশে।

উঠতে যাচ্ছিল জেফ, বুঝল সময় পাবে না, আগেই হামলা করবে লুকাস। অগত্যা তার দুই পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও, দু'বাহু দিয়ে বেষ্টন করে লুকাসকে পড়ে যেতে বাধ্য করল। পড়ে গেলেও শেষ মুহূর্তে জোরাল একটা ঘুসি জেফের মাথার এক পাশে হাঁকাতে সক্ষম হলো সে।

কিন্তু তাকে ছাড়ল না জেফ। লুকাস এবং সময়, দুইয়ের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে ওকে। যত দ্রুত সম্ভব—শিগ্‌গিরই—লুকাস টার্বেলকে ঠাণ্ডা করে দিতে হবে, সেটা যেভাবে হোক, গ্যারি টার্বেল বা দুই ক্রু এদিকের হাঙ্গামা সম্পর্কে টের পাওয়ার আগেই; নইলে লরেটা মর্গানকে নিয়ে নিরাপদে পালানো যাবে না।

লুকাস নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়তে চাঁদি দিয়ে তাকে আঘাত করল জেফ। গুঙিয়ে উঠল সে, ক্ষণিকের জন্য স্থির হয়ে গেল। সুযোগটা ছাড়ল না জেফ। চট করে ফের লুকাসের দুই হাঁটু জাপটে ধরল, তারপর হ্যাঁচকা টান মেরে ফেলে দিল তাকে। ভোঁতা শব্দে ভারী দেহটা আছড়ে পড়ল ওর পাশে, তৈরি ছিল বলে সরে গেল জেফ।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, মুহূর্তে চলে এল লুকাসের গায়ের উপর। সপাটে ঘুসি হাঁকাল চিবুকে, একটার পর আরেকটা। ককিয়ে উঠল লুকাস, ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। অন্ধের মত দু'হাত বাড়িয়ে মার ঠেকানোর চেষ্টা করল বটে, কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। জেফ মরিয়া হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারছে দ্রুত

লড়াই শেষ করতে হবে। পটাপট কয়েকটা বিরাশি শিক্কার ঘুসি বসিয়ে দিল তার নাকে-মুখে।

'কে ওখানে?' হাঁক ছাড়ল গ্যারি টার্বেল।

কণ্ঠটা শুনে প্রমাদ গুনল জেফ। অনুমান করল আঙিনার কিনারায় চলে এসেছে মার্শাল। গোলমালের শব্দ ঠিকই কানে গেছে। অবশ্য যাওয়ারই কথা, রাতে সাধারণ শব্দই অনেক দূর থেকে শোনা যায়।

সজোরে লুকাসের নাকে-মুখে শেষ দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল ও, তারপর ঝট করে উঠে দাঁড়াল। নেতিয়ে পড়েছে লুকাস টার্বেল, প্রতিরোধ করার বা বাধা দেওয়ার স্পৃহা নেই।

সিধে হয়ে লরেটার দিকে ফিরল জেফ, দেখল কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াচ্ছে মেয়েটা। ভঙ্গি দেখে মনে হলো কোন একটা সমস্যা হয়েছে।

'তুমি ঠিক আছ?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ...মনে হয়।'

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ও, তারপর দ্রুত পা চালাল। লুকিয়ে রাখা ঘোড়া কয়েক গজ দূরে ছিল, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পৌঁছে গেল। একটা ঘোড়ার স্যাডলে লরেটাকে বসিয়ে দিল জেফ, তারপর মেয়েটির হাতে লাগাম ধরিয়ে দিল।

'রাইড করতে পারবে?'

'চিন্তা কোরো না, যেভাবে হোক কাজ চালিয়ে নেব,' বিড়বিড় করে জানাল লরেটা।

সোরেলের কাছে চলে এল জেফ। পিছনে তাকাতে দেখতে পেল দুর্বলভাবে নড়ে উঠেছে লুকাস টার্বেল, উঠে বসার চেষ্টা করছে।

স্যাডলে উঠে বসল জেফ, নষ্ট করার মত সময় নেই।

প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। প্রতি সেকেণ্ডে সার্কেল-টি থেকে দশ গজ দূরত্বে চলে যেতে পারবে। লুকাসকে নিয়ে আপাতত চিন্তা না-করলেও চলবে।

'পিট নাকি?' জানতে চাইল মার্শাল, আরও কাছে চলে এসেছে।

গ্যারি টার্বেলের প্রশ্নটা অদ্ভুত লাগল জেফের কাছে। পরক্ষণে ওর মনে পড়ল পিটের মৃত্যুর খবর জানা নেই ল-ম্যানের। একটু আগে ও নিজেই জানিয়েছিল, তবে সেটা বোধহয় বিশ্বাস করেনি মার্শাল। করার কথাও নয়, বিশেষ করে যদি খবরটা জেফের কাছ থেকে এবং এমন পরিস্থিতিতে শোনে। মার্শাল হয় ভুল শুনেছে, কিংবা বিশ্বাস করেনি।

ট্রেইলের দিকে ফিরল জেফ। যত দ্রুত সম্ভব লরেটাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে। শিগ্‌গিরই নিজেকে ফিরে পাবে লুকাস, মার্শালেরও আসল ঘটনা জানতে দেরি হবে না।

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল জেফ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মার্শালের হুমকি শুনতে পেল: 'থামো ওখানে, নইলে গুলিতে ফুটো হয়ে যাবে!'

মাথা নিচু করল জেফ, একইসঙ্গে প্রচণ্ড চাপড় কষল লরেটার ঘোড়ার পাছায়। ঝাঁপ দিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াটা, তারপর তীব্র বেগে ছুটতে শুরু করল। ওটার পিছু পিছু ছুটল জেফের সোরেল।

'বাবা!' সহসা চেঁচিয়ে উঠল লুকাস। 'এদিকে এসো! রাস্তার দিকে যাচ্ছে ওরা!'

'থামাও ওদের!' সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিল মার্শাল। 'হাত-পা গুটিয়ে বসে আছ নাকি? গুলি করে হারামীটাকে স্যাডল থেকে ফেলে দাও!'

র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল জেফ। তুফান বেগে

ছুটে আসছে গ্যারি টার্বেল, পিছনে দুই ক্রু। আঙিনা পেরিয়ে ঝোপঝাড়ের কাছে চলে এসেছে। তাদের নিয়ে আপাতত চিন্তা না-করলেও চলবে, তাই লুকাস টার্বেলের দিকে মনোযোগ দিল জেফ।

লুকাস তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। খেপে গেছে বেশ। পিস্তলের খোঁজে হোলস্টার হাতড়াল, কিন্তু পিস্তলটা নেই! ধস্তাধস্তি বা মারপিটের কোন এক ফাঁকে হোলস্টার থেকে পড়ে গেছে।

লুকাসের পক্ষ থেকে বিপদের সম্ভাবনা নেই, বুঝতে পারল জেফ। আর দশ গজ এগোলে লরেটা সহ ঘন ঝোপের আড়ালে চলে যাবে। শুধু একটাই দুশ্চিন্তার ব্যাপার। ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে রাস্তায় ওঠার আগে প্রায় একশো গজের মত খোলা জায়গা পেরিয়ে যেতে হবে। গ্যারি টার্বেল আর তার ক্রুদের অস্ত্রের মুখে পড়ে যাবে।

গতি বাড়িয়ে লরেটাকে ধরে ফেলল জেফ। 'ঝোপ পেরিয়ে নাক বরাবর ঘোড়া ছুটিয়ো। যাই ঘটুক, পাত্তা দিয়ো না। রাস্তায় উঠে যেতে পারলে দিক পাল্টে ফেলব। টার্বেলরা নির্ঘাত ধরে ফেলবে আমাদের।'

'শহরে যাব না আমরা?'

'উঁহুঁ, এখন নয়। সেটা করতে গেলে স্রেফ ধরা পড়ে যাব, এবং আত্মহত্যা করা হবে। শহরে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে না মার্শাল। বিকল্প একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে। গতি কমিয়ে ফেলো,' নির্দেশ দিল জেফ। 'কিছুক্ষণ যতটা নিঃশব্দে সম্ভব এগোব।'

সিডার আর ওকের সারি পেরিয়ে গেল ওরা, নিচু অ্যারোয়োয় ঢুকে পড়ল। কান খাড়া থাকায় শুনতে পেল জেফ বা লরেটাকে আটকে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে বলে সমানে ছেলেকে গালাগাল করছে গ্যারি টার্বেল।

'আস্ত গাড়ল দেখছি! আমার কথামত গুলি করলে না কেন? এমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও...'

'পিস্তলটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না,' তপ্ত স্বরে জবাব দিল লুকাস, বোঝাই যায় বাপকে তেমন পরোয়া করে না। 'আচমকা আমার উপর চড়াও হয়েছিল তোমার জেলঘুঘু! ধস্তাধস্তির ফাঁকে পড়ে গিয়েছিল হোলস্টার থেকে। খুঁজে পেলাম যখন, ততক্ষণে পগার পার হয়ে গেছে ওরা।'

'কোন্ দিকে গেছে?'

'রাস্তার দিকে...নিশ্চয়ই শহরে যাবে।'

'কচু দেখেছ তুমি! রাস্তার উপর আমি নিজে নজর রেখেছি! শহরের ট্রেইল ধরতে ওদের দেখতে পেতাম।'

'কিন্তু আমি ওদের সেদিকেই যেতে দেখেছি!' একগুঁয়ে স্বরে তর্ক করল লুকাস।

'জলদি গিয়ে একটা ঘোড়া নিয়ে এসো আমার জন্য। কোয়ান আর বার্লোকেও ঘোড়ায় চড়তে বলো। সঙ্গে কয়েকটা রাইফেল যেন আনে! হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না! ছুট লাগাও। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে রাত কাবার করে দেবে নাকি? আমি দেখছি, চিহ্ন দেখে ওরা কোন্ দিকে গেছে বুঝতে পারি কি-না।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল লুকাস, বোঝা গেল না। তবে বাপের নির্দেশ তামিল করার জন্য র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে ছুটে গেল সে।

অ্যারোয়ো ধরে হাঁটছে জেফ আর লরেটার ঘোড়া। বন্ধুর ও প্রশস্ত হয়ে এসেছে পথ, ঢালের আকারে উঠছে ওরা—খেয়াল করল জেফ—অর্থাৎ অ্যারোয়োর গভীরতা কমে আসছে। একসময় বিস্তীর্ণ প্রেয়ারির মাটির সঙ্গে সমান হয়ে গেল যখন, মেয়েটির পাশে চলে এল জেফ।

'পাহাড়ের দিকে চলে যাওয়াই ভাল হবে,' চারপাশে একবার

দৃষ্টি বুলিয়ে বলল ও। 'আর এখন থেকে এঁকেবেঁকে এগোব। নাক বরাবর কোন ট্র্যাক ফেলে যাব না।'

এবার আগে আগে এগোল জেফ, পথ দেখাচ্ছে। অ্যারোয়ো থেকে উঠে আসার পর বামে মোড় নিয়েছে। এক অর্থে অন্ধের মত এগোচ্ছে বলা চলে, কারণ পুরো এলাকা ওর অপরিচিত; তাই ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দেখা যাক, কী ঘটে। সমস্যা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে সেটা নিয়ে আগাম ভেবেও লাভ নেই, বরং *যৎ কালে তৎ বিবেচনা*-র জন্য তুলে রাখাই শ্রেয়।

ইচ্ছে করে মূল ট্রেইল এড়িয়ে চলছে জেফ, আলগা নুড়িপাথর আর বালিময় মাটি ধরে এগোচ্ছে। এতে দুটো লাভ হচ্ছেঃ খুরের শব্দ হচ্ছে কম, একইসঙ্গে মাটির উপর খুরের ছাপ গভীরভাবে পড়ছে না। প্রায় মাইল খানেক ঘোড়া দুটোকে জোর-পায়ে হাঁটাল ওরা, তারপর দুলকি চালে ছোটাল।

ঘণ্টাখানেক নীরবে এগোল, কেউই কথা বলল না। দিগন্তের কাছে পাহাড়শ্রেণীর ঝাপসা অবয়ব, উঁচু শৃঙ্গের চূড়ায় বরফ জমে শুভ্র টোপর তৈরি করেছে, ঝিলিক মারছে চাঁদের আলোয়।

ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ জমি চলে গেছে পাহাড়ের কোলে। উঁচু-নিচু, এবড়োখেবড়ো পথ ধরে প্রায় ঘণ্টা খানেক পর পাহাড়শ্রেণীর শুরুতে নিচু টিলার সারির কাছে পৌঁছল ওরা। হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করল জেফ। কান খাড়া করে শুনল, প্রেয়ারি বরাবর ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল, কিন্তু কেউ ধাওয়া করছে তার নমুনা দেখতে বা শুনতে পেল না–খুরের শব্দ বা দৃষ্টিসীমায় ছুটন্ত রাইডার…কোনটাই নেই।

'এবার উঁচু জমিতে চলে যাব আমরা,' লরেটার পাশে এসে বলল জেফ। 'পথ চলতে একটু কষ্ট হবে। অসুবিধা হলে মুখ বুজে থেকো না, প্রয়োজন হলে থামব।'

'অসুবিধা নেই, আমি পারব,' দৃঢ় স্বরে বলল লরেটা মর্গান। 'স্যাডলে চড়তে এতক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

স্বস্তির হাসি ফুটল জেফের মুখে, খুশি হয়েছে মেয়েটির দৃঢ়তা দেখে। ঢালু পথ ধরে এগোল ও।

লরেটার সাহস বা দৃঢ়তার প্রশংসা করতেই হবে। মেয়েটা সুন্দরী, কিন্তু তারচেয়েও বেশি চমৎকৃত করার মত ব্যাপার হচ্ছে ওর লড়াকু মানসিকতা। গ্যারি টার্বেলের ঘোড়ার পিঠে দিব্যি টিকে গেছে, মানিয়ে নিয়েছে দ্বিগুণ সাইজের স্যাডলে, অনভ্যস্ত ও আড়ষ্ট অবস্থার মধ্যেও এগিয়ে চলেছে—সামান্য অভিযোগ বা দ্বিধা প্রকাশ করেনি। আর এখন বিনা তর্কে এরচেয়ে বড় সাহসিকতার কাজে সম্মতি জানিয়েছে।

বুঝে-শুনে স্টিরাপের উচ্চতা কমিয়ে দেওয়া উচিত ছিল ওর, উপলব্ধি করল জেফ, তাড়াহুড়ো করা ঠিক হয়নি। রাইডিঙের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অসামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চতার স্টিরাপ আরোহীর আচমকা পতনের কারণ হতে পারে, বিশেষ করে বন্ধুর পথ চলার সময়।

পিছন ফিরে তাকিয়ে জেফ দেখল ইতোমধ্যে সমস্যাটার আশু সমাধান করে ফেলেছে লরেটা, কাঠের লূপের উপরকার চামড়ায় পায়ের আঙুল বাধিয়ে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। মনে মনে মেয়েটির প্রতি সমীহ বোধ করল ও। হয়তো পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়েছে, কিন্তু এই মেয়ে পুরুষদের সঙ্গে, পাশাপাশি চলার উপযুক্ত, নির্ভরযোগ্য সঙ্গিনী হতে পারে।

উঁচু-নিচু পর্বত, এবড়োখেবড়ো ঢালু পথ ধরে এগিয়ে চলল ওরা। ক্রমে উঁচুতে অর্থাৎ পাহাড়শ্রেণীর মূল অংশে প্রবেশ করছে। ঘোড়া দুটো হাঁপিয়ে উঠছে, আয়াস লাগছে উঠতে। দু'বার টলমল পায়ে এগোল লরেটার ঘোড়া, পড়ে যেতে গিয়েও

পড়ল না। বিশ্রাম নেওয়ার মত জায়গার সন্ধানে চারপাশে তাকাল জেফ। কিছুক্ষণ পর পাহাড়ী রীজের কিনারায় সমতল জায়গা পেয়ে থামল ওরা।

'লুকিয়ে থাকার জন্য উপযুক্ত জায়গা,' স্যাডল ত্যাগ করার সময় মন্তব্য করল জেফ, এগিয়ে গিয়ে লরেটাকে নামতে সাহায্য করল। 'পিছনের ট্রেইলের উপর নজর রাখা যাবে এখান থেকে। সামনের দিকেও অনেকটা পথ চোখে পড়ে।'

রিমের কিনারা থেকে ঘোড়া দুটো সরিয়ে ভিতরের দিকে নিয়ে গেল জেফ, খোলা আকাশের বিপরীতে তা হলে চোখে পড়বে না। ঘাস আর বুনো লতা জন্মেছে এক পাশে, ঘোড়ার খাবার নিয়ে তাই চিন্তা করতে হলো না। ঘোড়া দুটো গ্রাউণ্ড-হিচ করে ফিরে এসে দেখল পাইনের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে পড়েছে লরেটা, মুখে ক্লান্তি ও শ্রান্তির চিহ্ন।

'এখানে কতক্ষণ থাকব আমরা?' জেফ পাশে বসতে জানতে চাইল মেয়েটি।

'টার্বেলদের মতি-গতি বোঝা পর্যন্ত। তবে খুব বেশি সময়ের জন্য থাকা যাবে না। সকালের মধ্যে তোমাকে নিয়ে শহরে ফিরে যেতে হবে। আশা করছি দুপুরের নাগাদ একটা স্টেজে তোমাকে তুলে দিতে পারব।'

'কোথায় পাঠাবে আমাকে?' স্বগতোক্তির মত বলল লরেটা, কণ্ঠে চাপা উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা চাপা থাকল না।

'পুব-পশ্চিমের স্টেজে করে এসেছ তুমি। ফিরতি কোচ ছাড়াও উত্তর-দক্ষিণে চলাচল করে এমন একটা স্টেজ থাকার কথা। বেশিরভাগ স্টেজ কোম্পানির শিডিউল এমন, যাতে নানা দিকে যাতায়াত করতে পারে লোকজন, বদলি যাত্রী পাওয়া যায় তাতে। যেখানেই যাও, মোদ্দা কথা হচ্ছে কিংডম সিটি থেকে তোমাকে সরে যেতে হবে। এখান থেকে চলে যেতে পারলে,

পথে কোচ বা রুট পরিবর্তন করে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে। হয়তো দেরি হবে, কিন্তু একসময় পৌঁছতে পারবে।'

'বাড়ি,' তিক্ত শোনাল লরেটার কণ্ঠ। 'আমার কোন বাড়ি নেই। যুদ্ধে শেষ হয়ে গেছে—স্বজন, বাড়ি, ভবিষ্যৎ···সবকিছু!'

'দুঃখিত,' আন্তরিক স্বরে বলল জেফ। 'কোথায় ছিল তোমার বাড়ি?'

'গেটিসবার্গের কাছাকাছি পেনসিলভেনিয়ার ছোট্ট এক শহরে।'

'আত্মীয়-স্বজন নেই যার কাছে যেতে পারো?'

মাথা নাড়ল লরেটা। 'উঁহুঁ। একসময় বেশ কয়েকজনই ছিল, কিন্তু এখন আক্ষরিক অর্থে আমি স্বজন বা আত্মীয়হীন। এজন্যই পত্রিকায় "পাত্রী চাই" বিজ্ঞাপন দেখে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। এ ছাড়া উপায় ছিল না। বিয়ে অথবা না-খেয়ে মরণ—দুটো উপায় ছিল আমার সামনে। তবে এখন মনে হচ্ছে গ্যারি টার্বেলকে বিয়ে করার চেয়ে মরণই ভাল!'

লরেটার প্রতি সহানুভূতি বোধ করছে জেফ হ্যামিল্টন। কত অসহায় বোধ করলে এমন হটকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারে একটা ভদ্র মেয়ে! নিয়তি কখনও কখনও নিষ্ঠুর হয়ে যায়, বিশেষ করে লরেটার মত স্বজনহীন লেডিদের ক্ষেত্রে। পেটের দায় থাকা সত্ত্বেও এরা না পারে অসম্মানজনক কোন কাজ করতে, না পারে মর্যাদা বিসর্জন দিতে; অথচ সামাজিক অবস্থানটুকুও টিকিয়ে রাখা কর্তব্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বেশিরভাগ মেয়ে—স্রেফ আর্থিক নিশ্চয়তার জন্য—বিয়ে করে ফেলে আগ-পাছ না—ভেবেই।

লরেটার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। পত্রিকার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্যারি টার্বেলকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। পশ্চিমে এমন ঘটনা নতুন নয়। বহু লোকই পাত্র হিসাবে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়,

এবং তাদের লক্ষ্যই থাকে লরেটার মত অসহায় ও দরিদ্র মেয়ে, যারা বেশিরভাগ সময় অবস্থার শিকার। ভিন্ন পরিস্থিতিতে হতে পারত বনেদী লেডি, কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে অপছন্দের লোকের স্ত্রী হতে বাধ্য হয়।

বলা বাহুল্য বিজ্ঞাপনে পাত্রের যোগ্যতার বিষয়ে সত্যতা কমই থাকে—বিশেষ করে বয়স, স্বভাব, পেশা বা সঙ্গতির ক্ষেত্রে। এও ঠিক গ্যারি টার্বেলের মত ঠগ, নিষ্ঠুর, হিংস্র ও বেপরোয়া মানুষের সংখ্যা হাতে গোণা। শত মাইল দূরে বসে টার্বেল সম্পর্কে আসল সত্য জানার উপায় ছিল না লরেটার, বরং ওর কাছে তাকে আদর্শ পাত্র বলে মনে হতে পারে—বিশেষ করে ওর নিজস্ব দারিদ্র্য ও অসহায় অবস্থার বিপরীতে—টাউন-মার্শাল ও ছোট্ট এক র‍্যাঞ্চের মালিক! পশ্চিমের হাজারো মানুষের মধ্যে ক'জন এর একটা হতে পারে?

দুর্ভাগ্য তাড়া করে এনেছে লরেটাকে এখানে। হয়তো এক বুক স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল, কিন্তু কিংডম সিটিতে পৌঁছানোর কয়েক মিনিটের মধ্যে মোহভঙ্গ হয়েছে। হাড়ে হাড়ে কুৎসিত বাস্তবতার স্বরূপ জেনেছে। বুঝতে পেরেছে ওর মত অসহায় কিন্তু মর্যাদা-সচেতন মেয়ের জন্য পৃথিবী কত নিষ্ঠুর জায়গা! অবলম্বন হিসাবে আঁকড়ে ধরার মত মানুষ ভাগ্যের উপর নির্ভর করে পাওয়া যায় না, খুঁজে নিতে হয়।

'এজন্যই কিংডম সিটি বা চৌহদ্দিতে তোমার থাকা চলবে না,' লরেটার কথার পিঠে বলল জেফ। 'যেভাবে হোক চলে যেতে হবে। এখানে থাকলে বিপদ কাটবে না তোমার, বরং বাড়বে শুধু। এটা গ্যারি টার্বেলের শহর, ওর কথাই এখানে আইন। যদ্দূর বুঝেছি ওর বিরুদ্ধে যাওয়ার বা রুখে দাঁড়ানোর সাহস কারও নেই।'

জেফের দিকে ফিরে স্মিত হাসল লরেটা। 'কিন্তু তোমার

ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখতে পেয়েছি। টার্বেলদের সঙ্গে জাতশত্রুতা নাকি তোমার? শহরের লোক হয়েও মার্শালকে পাত্তাই দিচ্ছ না তুমি। এমনকী ওর বাড়িতে গিয়েও হানা দিয়েছ!'

'উঁহু, আমি কিংডম সিটির বাসিন্দা নই,' মেয়েটির ভুল ধারণা শুধরে দিল জেফ। 'ভাইয়ের খুনিকে অনুসরণ করে আজ বিকালে এখানে এসেছি। তখন মনে হয়েছিল খুনিকে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিল। আসল খুনি আড়ালেই রয়ে গেছে। তবে আগে-পরে যখনই হোক, বাঁচতে পারবে না সে, ঠিক ধরা পড়বে!'

এবার লরেটার দুঃখপ্রকাশের পালা। বিড়বিড় করে তাই করল মেয়েটি। একটু পর জানতে চাইল: 'তোমার ভাইও কি তোমার মত ছিল? বলতে চাইছি সেও কি তোমার মত স্যাডল-ম্যান ছিল?'

প্রশ্নটা কিছুটা হলেও ধন্দে ফেলে দিল জেফকে, কৌতূহলী চোখে মেয়েটির দিকে তাকাল। 'স্যাডল-ম্যান?'

'তোমরা হয়তো এভাবে বলো না, তবে পেনসিলভেনিয়ায় ঘোড়ার পিঠে চড়তে অভ্যস্ত মানুষকে তাই বলা হয়। দিনের সিংহভাগ সময় ঘোড়ার পিঠে কাটে, জীবন-জীবিকা সবই ঘোড়ার পিঠে চলতে থাকে...এভাবেই নাম হয়ে যায় স্যাডল-ম্যান।'

হেসে উঠল জেফ। 'আচ্ছা! এখানে শব্দটার সমার্থক হতে পারে ভবঘুরে। ড্রিফটার বা স্যাডলট্র্যাম্প। কথাটা আমার বেলায় খুব প্রযোজ্য, তবে আমার ভাই কার্কের ক্ষেত্রে নয়। শিক্ষিত ছিল ও, সেন্ট লুইসে ব্যাঙ্কিং নিয়ে পড়াশোনা করেছে। ওর ইচ্ছে ছিল একসময় নিজে একটা ব্যাংক খুলে বসবে। হাতে-কলমে কাজ শিখতে এক ব্যাংকে চাকুরি নিয়েছিল। ওখানেই ব্যাংক লুটের সময় খুন হয়ে যায় ও।'

'আর তুমি সেই লোকটাকে খুঁজে বের করে প্রতিশোধ নেবে, নিজ হাতে খুন করবে?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর স্বরে বলল জেফ। 'এবং সফল না-হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না কোন কিছুতে। মৃত্যুর ঠিক আগে ওর সামনে ছিলাম আমি, চোখের সামনে মরতে দেখলাম! অনর্থক, নৃশংস খুন। খুনি টাকা লুট করার পর, বেরিয়ে যাওয়ার আগে অযথা গুলি করে ড্যান আর ওর ব্যাংকারকে। দু'জনেই নিরস্ত্র ছিল। বাধা বা কোন ধরনের উস্কানি দেয়নি কেউ, অথচ অযথাই লোকটা খুন করল ওদের!

'ড্যান হয়তো আমার মত ছিল না, কিন্তু ওর মনের ইচ্ছেটা ঠিক আন্দাজ করতে পারি। খুনির সঙ্গে লেনদেন চুকিয়ে ফেলতে পেরেছি জানলে নিশ্চয়ই ওর আত্মা শান্তি পাবে। শোধ-বোধ হয়ে যাবে—এটাই নিশ্চয়ই ওর চাওয়া ছিল।'

'হয়তো,' চিন্তিত স্বরে বলল মেয়েটা।

মাত্র এক শব্দের মন্তব্য, কিন্তু তাৎপর্যটা ব্যাপক। বোঝাই যায় জেফের সঙ্গে এ-ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করছে লরেটা, তবে স্পষ্ট সেটা প্রকাশ করল না। কারও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, কাউকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করাও উচিত নয় ভেবেই বোধহয় নিরস্ত থাকল।

দীর্ঘ কয়েকটা মিনিট কেটে গেল নীরবতায়।

'পশ্চিমে সবকিছু একেবারে ভিন্ন, আলাদা!' একটু পর মন্তব্য করল লরেটা। 'আকাশ-পাতাল ফারাক পেনসিলভেনিয়া বা পুবের সঙ্গে। আইনের অস্তিত্ব বলতে যতটুকু আছে, সবই বোধহয় ব্যক্তি কেন্দ্রিক। নিজস্ব নিরাপত্তার দায়িত্ব যার যার নিজের। ল-ম্যান বলতে আমরা যা বুঝি, আদপে এখানে কেউ তা নয়, কোনভাবেই যোগ্য লোক বলা যাবে না তাদের, যেমন

গ্যারি টার্বেল।'

'সবাইকে গ্যারি টার্বেলের মত ভাবলে ভুল হবে,' দ্রুত বলল জেফ। 'ওকে বরং ব্যতিক্রম বলতে পারো। পশ্চিমে বেশিরভাগ ল-ম্যান মোটামুটি সৎ, নিরপেক্ষ ও আন্তরিক। হাজার সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আইন প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত খেটে চলেছে এরা, কেউ কেউ জীবনও দিয়েছে বা দিচ্ছে; কিন্তু বিনিময়ে ওদের প্রাপ্তি নেহাত সামান্য।

'টার্বেলের স্থায়িত্ব বেশিদিনের নয়। আগে-পরে, একসময় ওকে উৎখাত করার বা তাড়ানোর উপায় ঠিক পেয়ে যাবে কিংডম সিটির লোকজন। এ-মুহূর্তে পুরো শহর হয়তো ওর হাতের মুঠোয় আছে বটে, কিন্তু আজীবন এমন থাকবে না।'

'আমারও তাই ধারণা। সব ল-ম্যান যদি তার মতই হয়...' শিউরে উঠল লরেটা, কথাটা শেষ করল না।

'না, ম্যা'ম, ওর মত লোক কমই আছে। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও অসৎ দু'একজন দেখা যায় বটে, কিন্তু বেশিরভাগ ল-ম্যান দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে। এদের কারণেই একটু একটু করে স্থবিরতা আসছে রুক্ষ এই পশ্চিমে। পুবের মত এখানেও স্বাভাবিক নিয়ম-শৃঙ্খলাও আসবে কোন একদিন। হয়তো সময় লাগবে।'

'আচ্ছা, টার্বেল যদি ভাললোক হত, তা হলেও কি আইন নিজ হাতে তুলে নিতে তুমি?' হঠাৎ জানতে চাইল লরেটা। 'ভাইয়ের খুনিকে নিজ হাতে শাস্তি দেওয়া নিজের কর্তব্য মনে করতে, নাকি মার্শালের উপর এর বিহিত করার ভার ছেড়ে দিতে? আমার কাছে তো মনে হলো এটা সম্পূর্ণই মার্শালের দায়িত্ব।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না জেফ। পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল, তারপর ওটা

ঠোঁটে ঝুলিয়ে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরাল।

উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লরেটা। 'আমার জবাবটা কিন্তু পেলাম না!' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে তাগাদা দিল।

নিবিষ্ট মনে সিগারেটে টান দিল জেফ। 'মার্শাল যদি ভাল লোক হত, তা হলে হয়তো সাহায্য চাইতাম, নিজের হাতে আইন তুলে নিতাম না,' শেষে বলল ও। 'পশ্চিমের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছ। পুবের তুলনায় এখানকার সবকিছু বুনো, খাপছাড়া এবং অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে। তবে এখানে মানুষ মাত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ...সব অর্থে। তার নিজেকে যেমন রক্ষা করতে হয়, তেমনি স্বজনদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হয়।'

'আমি কিন্তু তোমার কাছে নিতান্ত অপরিচিত মানুষ,' তর্কের চেয়ে কৃতজ্ঞতাই বেশি প্রকাশ পেল লরেটার কণ্ঠে। 'তুমি আমাকে সাহায্য করেছ। সত্যি কথা বলতে গেলে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ।'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল জেফ। 'ব্যাপারটা পরিস্থিতির দাবিতে ঘটেছে। আমার কাছে যেটা ন্যায্য মনে হয়েছে, তাই করেছি।'

'তুমি গুরুত্ব দিতে না-চাইলেও আমি কিন্তু হেলাফেলা করতে পারছি না। আমি সত্যি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে! অথচ ঠিকমত তোমাকে ধন্যবাদও জানানো হয়নি! এখনও তোমার নামটাই জানা হয়নি।'

'জেফ হ্যামিল্টন।'

'ধন্যবাদ, জেফ হ্যামিল্টন। হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি...'

আচমকা হাত তুলে লরেটাকে থামিয়ে দিল জেফ, কান খাড়া করে শব্দ শুনল। ফেলে আসা নিচু জমির দিক থেকে ছুটন্ত

ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে আসছে। চট করে উঠে পড়ল জেফ, হামাগুড়ি দিয়ে রিমের কিনারায় চলে গেল। উত্তরমুখী ট্রেইলে চার ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল। ক্ষীণ আলোয় তাদের আবছা কাঠামো চোখে পড়লেও বিশালদেহের বদৌলতে গ্যারি টার্বেলকে চিনতে সক্ষম হলো। সবার সামনে রয়েছে সে। একটু পিছনে, ছোটখাট গড়নের লোকটি নিশ্চয়ই লুকাস টার্বেল। অন্য দু'জন নিঃসন্দেহে বার্লো আর কোয়ান।

দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে দৃষ্টিসীমার আড়ালে হারিয়ে গেল চার ঘোড়সওয়ার।

'ওরা ধরেই নেবে আমরা সামনে আছি,' স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করল জেফ। 'যাক যেখানে খুশি! কিছুদূর এগিয়ে যাক, তারপর শহরের দিকে যাত্রা করব আমরা।'

'ওরা কি ফিরে আসতে পারে না?'

'ধোঁকা খেয়েছে সেটা নিশ্চিত হওয়ার আগে ফিরবে না,' জবাব দিল জেফ। 'আমার অনুমান পাস পর্যন্ত চলে যাবে ওরা। গতকাল ওই পথ ধরে এসেছি আমি। রীজের চূড়া থেকে মাইলকে মাইল দূর পর্যন্ত দেখা যায়। মার্শাল হয়তো ভাববে আমরা তল্লাট ছেড়ে চলে গেছি, তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না। দরকার হলে রীজে উঠবে সে, ফিল্ডগ্লাস দিয়ে খোঁজ করবে দূরের ট্রেইলে আমাদের দেখা যায় কি-না। তবে পাস ছাড়িয়ে আমাদের দেখতে না-পেলে ফিরে এসে পাহাড়ের আশপাশে চিরুনি অভিযান চালাবে।'

'এই ফাঁকে শহরে পৌঁছে যাব আমরা আর আমি বোধহয় একটা স্টেজেও চাপতে পারব।'

'যদি ভাগ্য ভাল থাকে, এবং দুপুরের মধ্যে একটা স্টেজও থাকতে হবে।'

মিনিট খানেক চুপ করে থাকল মেয়েটি, তারপর মৃদু স্বরে

জানতে চাইল: 'এরপর কী করবে, জেফ?'

'তুমি চলে যাওয়ার পর? আমার ভাইয়ের খুনির খোঁজ চালিয়ে যাব। খুনি সম্পর্কে একটা ধারণা করেছিলাম, কিন্তু ভুল ছিল সেটা। গত রাতে কেউ খুন করে ফেলে পিটার টার্বেলকে, আর জেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত এক আততায়ীর পিস্তলের মুখে পড়ে যাই আমি। অন্তত দুটো গুলি করেছে সে আমাকে লক্ষ্য করে। আমার ধারণা পিটের খুনি, অজ্ঞাত আততায়ী আর আমার ভাই কার্কের খুনি একই লোক। এদের একজনকে ধরা মানে সবাইকে ধরে ফেলা।'

'বুঝলাম! কিন্তু আমি জানতে চাইছি...তোমার প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেলে তারপর কী করবে?'

শ্রাগ করল জেফ। 'কী আর! সবসময় যা করি, চলার মধ্যে থাকব। এখান থেকে ওখানে, নতুন নতুন জায়গায় যাব।'

উঠে দাঁড়াল ও। রিমের কিনারায় এসে পুব দিকে দৃষ্টি চালাল। 'ভোর হতে দেরি নেই। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে মার্শালরা এখনও চলার মধ্যে আছে।' হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল জেফ। 'চলো, রওনা দেওয়া যাক। দেরি করা মানেই মার্শালকে এগিয়ে থাকতে দেওয়া।'

দশ

কিংডম সিটির প্লেইন্সম্যান হোটেলের পিছনের দরজায় যখন থামল ওরা, সূর্য তখন পুবাকাশের বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে।

স্যাডল ছেড়ে লরেটার ঘোড়ার পাশে চলে এল জেফ, মেয়েটিকে নামতে সাহায্য করল।

'ঘোড়ার ব্যবস্থা পরে করব,' হোটেলের দরজার দিকে এগোনোর সময় বলল জেফ। 'তোমাকে গায়েব করে দিতে হবে আগে। ওটাই গুরুত্বপূর্ণ কাজ।'

প্রথমে হসল্যারি, তারপর দীর্ঘ হলওয়ে ধরে লবিতে চলে এল ওরা। ডেস্কের পিছনে টেকো এক কেরানি ঢুলছে। মোটাসোটা দেহ, গোঁফ আর জুলফিতে পাক ধরেছে তার। শক্তিশালী দুই বাহু ঘুমের ঘোরে বারবার ডেস্ক থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছে, প্রতিবারই চমকে দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে লোকটা, কিন্তু কাউকে সামনে দেখতে না-পেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ছে।

বাহুতে ঝাঁকি দিয়ে লোকটাকে জাগাল জেফ। 'পরের স্টেজ ছাড়বে কখন?'

তন্দ্রালু দৃষ্টিতে জেফকে কয়েক মুহূর্ত দেখল কেরানি, রাত জেগেছে বোধহয়, মাথা সচল হয়নি এখনও। শেষে, ধড়মড় করে সিধে হয়ে বসল। 'কোন্ দিকের স্টেজ?'

'যে-কোন দিকে।'

'দক্ষিণমুখী একটা স্টেজ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসবে,' দ্রুত বলল সে। 'অ্যান্টিলোপ স্প্রিং যাবে।' বলেই থেমে গেল সে, মুখ দেখে মনে হলো পাপ করে ফেলেছে। ডেস্কের উপর রাখা পুরু স্টিলের রিমের চশমা তুলে নিয়ে চোখ সরু করে তাকাল লরেটার দিকে। 'আরে! গ্যারি টার্বেলকে বিয়ে করতে গতকাল এসেছিল যে মেয়েটা, তুমি সে-ই নও? আর তুমি হচ্ছ সেই কাউবয়, যাকে জেলে ভরা হয়েছিল...'

'হজম করে ফেলো সব!' তীক্ষ্ণ স্বরে কেরানিকে থামিয়ে দিল জেফ। 'লেডির জন্য স্টেজে একটা টিকেটের ব্যবস্থা করো।'

কাউন্টারের উপর একটা সোনার মুদ্রা রাখল জেফ।

লোকটার ইতস্তত ভাবের বিনিময়ে কড়া চাহনি হানল। কিন্তু দ্বিধা কাটছে না তার, বোধহয় গ্যারি টার্বেলের সঙ্গে এই মেয়ের সম্ভাব্য সম্পর্ক বা জেফের সঙ্গে টার্বেলদের টক্কর লাগার ঘটনা তাকে সাবধানী করে তুলেছে।

এদিকে জেফের সামর্থ্য সম্পর্কেও পুরোপুরি ওয়াকিবহাল সে, বিলক্ষণ বুঝতে পারছে বেপরোয়া এ মানুষটিকে ঘাঁটানোর পরিণাম ভাল হবে না। টার্বেলরা, বিশেষ করে পিটার টার্বেল এটা ঠেকে শিখেছে। গতকালের ঘটনা কিংডম সিটিতে জেফকে ভয়ঙ্কর ও একরোখা মানুষ হিসাবে খ্যাতি এনে দিয়েছে। তবে মার্শালের রোষানলে পড়াও যে চরম অস্বাস্থ্যকর, জানে সে; তাই সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

'ইয়ে...হয়েছে কী, অ্যান্টিলোপের স্টেজ আজ...' তোতলাতে শুরু করল কেরানি।

'সবাই গুছিয়ে মিছে বলতে পারে না,' লোকটার চোখে চোখ রাখল জেফ, ওর চাহনিতে ভর্ৎসনা। 'যৌক্তিক কোন অজুহাত যেহেতু দেখাতে পারবে না, চেষ্টা না-করাই ভাল। আমার ধৈর্য কম, শেষে হয়তো এই লেডির সামনে তোমার উপর চড়াও হয়ে যেতে পারি। বুঝেছ?'

থতমত খেয়ে মাথা ঝাঁকাল কেরানি। 'একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই?' কাঁচুমাচু স্বরে জানতে চাইল সে। 'দেখো, ভাই, গ্যারি টার্বেলকে খেপিয়ে তোলার কোন ইচ্ছে আমার নেই! মামুলি উসিলা পেলেই...'

'কেন, টার্বেল কি সব টিকেট বুকিং করে ফেলেছে?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল জেফ।

'ন্-না, তা নয়! হয়েছে কী, ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গেলে...'

'ওর ইচ্ছেটা কী, শুনি?'

'মার্শাল চায় না এই লেডি শহর ছেড়ে যাক...'

'তাই বলেছে তোমাকে?' আবারও লোকটাকে থামিয়ে দিল জেফ। 'তুমি ওর চাকুরি করো?'

'না।'

'এই লেডিকে আপসে একটা টিকেট দেবে নাকি তোমাকে বাধ্য করতে হবে?'

চুপসে গেল লোকটা, পরাজয় মেনে নিয়েছে। বুঝে গেছে জেফকে কোনভাবে নিরস্ত করা যাবে না। গা ছাড়াভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনের কাউন্টারে চলে গেল সে, একটা ড্রয়ার খুলে টিকেটের বই বের করল, এক পাতা থেকে টিকেট ছিঁড়ে নিতান্ত অনীহার সঙ্গে এগিয়ে দিল জেফের দিকে। তারপর সোনার মুদ্রা নিয়ে খুচরো পয়সা ফেরত দিল।

'মুখটা বন্ধ রাখলে ঝামেলায় পড়বে না,' পরামর্শ দিল জেফ। 'তুমি কাউকে না-বললে কেউ জানতেও পারবে না। বুঝেছ?'

'কিন্তু মার্শাল যদি জিজ্ঞেস করে...'

'বোলো আমি টিকেট কেটেছি। কার জন্য কেটেছি সেটা নিশ্চয়ই বলার নিয়ম নেই? ব্যস, ল্যাঠা চুকে যাবে। আমার কাছে টিকেট বেচতে তো নিষেধ নেই। আর যদি শুনি তুমি নিজে চাউর করেছ কথাটা, তা হলে এর জবাবদিহি তোমার আমার কাছে করতে হবে! এবার বলো তো, স্টেজ আসার আগ পর্যন্ত লেডিকে কোথায় জায়গা দিতে পারি, কেউ যাতে ওকে দেখতে না পায়?'

'ডাইনিং রূমে থাকা যেতে পারে,' দ্রুত বলল কেরানি। 'ওই যে, ওখানে। ওদিকে নজর দেয় না কেউ, তাই কারও চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনাও কম।'

লবির পিছন দিকে, করিডরের এক পাশে ডাইনিং রূম। লম্বা কামরায় বেশ কয়েকটা টেবিল আর চেয়ার সাজিয়ে রাখা। ডজন

খানেক হবে। এ-মুহূর্তে কোন খদ্দের নেই। ভিতরে ঢুকে এক কোণে চলে এল ওরা, জানালা এড়িয়ে বসল। লাগোয়া রান্নাঘর থেকে অ্যাপ্রন পরা এক ওয়েট্রেস বেরিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

'কী দেব তোমাদের?'

হালকা নাশতার ফরমাশ দিল লরেটা। আর মাংস, আলু, রুটি এবং পেট-চুক্তি কফির চাহিদা জানাল জেফ। ওয়েট্রেস মেয়েটা চলে যেতে ওর দিকে ফিরল লরেটা।

'অ্যান্টিলোপ স্প্রিং কেমন শহর, জানো কিছু?'

'শহর নয় ওটা, মামুলি একটা রিলে স্টেশন। ঘোড়াকে পানি খাওয়ানো বা ঘোড়া বদল করার জন্য থামে বেশিরভাগ স্টেজ। গত কয়েক বছরে স্টেশনটাকে ঘিরে কয়েকটা ঘর-বাড়ি খাড়া হয়েছে। দু'একটা পরিবার থাকে, তবে সম্ভবত সবাই কোম্পানির চাকুরে।

'যাই হোক, ওখানে গিয়ে অন্য এক শহরের টিকেট কিনে নিয়ো। কেরানি ব্যাটাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি, তাই জানতে দিতে চাইনি আসলে কোথায় যাচ্ছ। গ্যারি টার্বেলের এক ধমক খেলে ব্যাটা নির্ঘাত সব উগরে দেবে। সেজন্যই অ্যান্টিলোপের টিকেট কেটেছি। সে জানবে অ্যান্টিলোপে যাচ্ছ, কিন্তু তারপর কোথায় যাবে জানবে না। তুমিও বোধহয় মনস্থির করোনি। অ্যান্টিলোপে পৌঁছানোর পর পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ো।'

'আচ্ছা, পরের শহর কোনটা? কোথায় যাওয়া উচিত আমার?'

'ফ্রাঙ্কলিন অর্থাৎ এল পাসোয় যেতে পারো। এখানকার লোকেরা অবশ্য শহরটাকে এল পাসো বলে। ওখান থেকে পুবে ফিরে যেতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। টাকা নিয়ে চিন্তা কোরো

না, আরও কিছু টাকা দেব...'

'না!' আঁতকে উঠে মানা করল লরেটা, অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। 'এরইমধ্যে অনেক খরচ করে ফেলেছ! যা দিয়েছ তাতে অনায়াসে এল পাসো পর্যন্ত চলে যেতে পারব। ভাবছি ওখানে গিয়ে একটা কাজ জুটিয়ে নেব, সেই ফুরসতে সিদ্ধান্ত নেব কোন্ দিকে যাওয়া যায়।'

'কী কাজ নেবে? ভদ্রঘরের একটা মেয়ের জন্য সম্মানজনক কাজ পাওয়া একটু কঠিন হবে।'

'অনাথ হতে পারি, কিন্তু একেবারে অকর্মা নই আমি। বেশ কয়েকটা কাজ জানি। স্কুলে পড়াতে পারব। ভাগ্য যদি চরম খারাপ হয়, অর্থাৎ কোন কাজ না-পেলে অন্তত ওয়েট্রেস তো হতে পারব।'

খাবার এসে গেল। ইতোমধ্যে ছোট্ট ওঅশরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসেছে দু'জনেই। খাওয়া শুরু করল ওরা, আর কোন কথা হলো না।

খাওয়ার ইচ্ছে মরে গেছে বলে প্রায় কিছুই খেল না লরেটা। কিন্তু জেফ ঠিক উল্টো—অর্থাৎ খাবারের পুরোদস্তুর সদ্ব্যবহার করল। যখন সময় পাবে ভাল মত ঘুমিয়ে নেবে আর সুযোগ হলে পেট পুরে খেয়ে নেবে—এই নীতিতে বিশ্বাসী ও—কখন আবার ঠিক মত ওই দুটোর সুযোগ হয় বলা মুশকিল। বিশেষ করে ওর পেশায়।

ভবঘুরে মানুষের খাওয়া বা বিশ্রামের ঠিক-ঠিকানা থাকে না।

'এখান থেকে চলে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না আমার,' কফি খাওয়ার সময় বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল লরেটা। 'যাবই বা কোথায়? কোন গন্তব্য নেই। যেখানেই যাব শুধু অনিশ্চয়তা! কিন্তু উপায়ও নেই। জানি এ-মুহূর্তে এটাই আমার করণীয়।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো জেফ। 'এখানে থাকা মানেই

নিশ্চিত বিপদের মুখে পড়া।'

'তোমার ঝামেলাও বাড়বে তাতে। আমার জন্য ইতোমধ্যে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তোমাকে।'

মাথা নাড়ল জেফ। 'কী জানো, ম্যা'ম, বিপদ বা ঝামেলা নতুন কিছু নয় আমার কাছে। এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। বছরকে বছর ধরে এভাবেই চলছে। এ-নিয়ে কোন অনুতাপ বা অভিযোগ নেই আমার।'

দৃষ্টি তুলে জেফের মুখের দিকে তাকাল লরেটা, ভিজে গেছে দুই চোখ। 'ধন্যবাদ, জেফ। কথাটা শুনে স্বস্তি পাচ্ছি মনে। যা কিছু করেছ আমার জন্য, জীবনে কখনও এই ঋণ শোধ করতে পারব না!'

'হয়তো অন্য কোন সময়ে দেখা হয়ে যাবে। এল পাসোয় যাওয়ার ইচ্ছে আছে আমার। তখনও যদি ওখানে থাকো, দেখা হতে পারে আমাদের।'

'তা হলে দারুণ হবে!'

কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল জেফ, উঠে দাঁড়াল। 'কারও চোখে পড়ার আগেই ঘোড়া দুটোকে গায়েব করে দেওয়া দরকার। লোকজন বেরিয়ে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে। গ্যারি টার্বেলের ঘোড়াটা নিশ্চয়ই চেনে এরা, কেউ দেখে ফেললে সন্দেহ...'

লবিতে চোখ পড়তে বাক্যের মাঝপথে থেমে গেল ও। রাস্তা থেকে এইমাত্র হোটেলে ঢুকেছে এক লোক, ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পোশাকে ধুলোর আস্তর পড়েছে, বাম কাঁধের উপর ফেলে রাখা জীর্ণ স্যাডলব্যাগ বেশ স্বাস্থ্যবান—বোঝা যায় বাড়তি কাপড়-চোপড়ে ভরা। তার প্রশ্নের উত্তরে মাথা ঝাঁকাল কেরানি, মোটা রেজিস্ট্রার খাতা ঠেলে দিল আগন্তুকের দিকে।

'কী হয়েছে?' জেফের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল লরেটা।

আগন্তুকের উপর জেফের সমগ্র মনোযোগ। চাবি নিয়ে ধীর ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। একই মুহূর্তে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল লিউ বার্গেস আর মন্টি জ্যাকসন। আগন্তুকের সামনে পৌঁছে গেল। নিচু স্বরে কী যেন বলল বার্গেস, কিন্তু অচেনা লোকটা তার জবাব দিল না, বলা যায় ফিরেই তাকাল না।

'ক্রাকফ...ডেভ ক্রাকফ,' বিড়বিড় করল জেফ।

'জেফ!' শঙ্কিত স্বরে ডাকল লরেটা। 'কী হয়েছে, বলো তো?'

'আমার পরিচিত এক লোক,' নিচু স্বরে জানাল ও।

'বন্ধু?'

'তা বলা যাবে না।' মুখ নির্বিকার ওর, দেখে বোঝার উপায় নেই মনের ভিতরে কী ভাবনা চলছে।

ততক্ষণে জেফকে দেখে ফেলেছে আগন্তুক, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সুঠামদেহী মানুষ সে, জুলফিতে পাক ধরেছে। ধূসর চুল, চওড়া কাঁধ। চল্লিশ ছুঁইছুঁই বয়স। লবি ত্যাগ করে দৃঢ় পায়ে ডাইনিংরুমে ঢুকে পড়ল, পিছনে ফেলে এল কিংডম সিটির দুই ব্যবসায়ীকে।

ওদের টেবিলের সামনে এসে থামল ক্রাকফ। সাবধানী, ধূসর চোখে আপাদমস্তক মাপল জেফকে।

'ফাটা কপাল! তোমাকে এখানে দেখতে পাব সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল!' তির্যক সুরে মন্তব্য করল সে।

এগারো

জবাব দিল না জেফ।

স্যাডলব্যাগ দুটোকে অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক পজিশনে নিয়ে গেল ক্রাকফ। মিটিমিটি হাসি খেলা করছে তার মুখে, চাহনিতে চাপা আনন্দ। 'অনেক দিন পর দেখা হলো,' আবার বলল সে।

'খুব বেশিদিন তো না,' উত্তর দিল জেফ।

লরেটার দিকে দৃষ্টি সরে গেল ক্রাকফের। হাত তুলে হ্যাটের ব্রিমে আঙুল ছোঁয়াল সে। 'হাউডি, ম্যা'ম!' দায়সারা গোছের শুভেচ্ছা জানিয়ে পিছন পিছন আসা দুই ব্যবসায়ীর দিকে আধ-পাক ঘুরে দাঁড়াল। 'হ্যামিল্টন আর আমি বেশ পুরানো পার্টনার,' শেষ শব্দটার উপর জোর দিল সে। 'সিমারন এলাকায় পরিচয় হয়েছিল আমাদের।'

'তোমাদের তা হলে জানাশোনা আছে!?' চওড়া হাসি দেখা গেল মন্টি জ্যাকসনের মুখে। 'আগে যখন পার্টনার ছিলে, চাইলে এখানেও একসঙ্গে কাজ করতে পারো তোমরা। বার্গেস গতকালই বলছিল টাউন মার্শাল হিসাবে হ্যামিল্টনের যোগ দেওয়ার জোরাল সম্ভাবনা...'

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়,' দ্রুত বলে উঠল বার্গেস, পলকের জন্য শঙ্কিত চাহনি হানল জেফের দিকে। 'আমি আশা করছিলাম যে ও হয়তো...'

'হ্যামিল্টন আইনের লোক হবে?' ঠা ঠা করে হেসে উঠল ডেভ ক্রাকফ, দুনিয়াতে যেন সবচেয়ে অসম্ভব ও অতি আশ্চর্য ঘটনা এটা। বিদ্রূপের ভঙ্গিতে মুখটা বাঁকিয়ে খেই ধরল: 'জেফ ল-ম্যান হবে? এও বিশ্বাস করতে হবে! আচ্ছা, আমার অবস্থান তা হলে কী দাঁড়াবে? যাহ্, জেফ হ্যামিল্টন হবে একটা শহরের মার্শাল! উহু, এটাও দেখতে হবে আমাকে!'

'ওর নাম-ডাক সম্পর্কে যথেষ্ট শুনেছি আমরা...' বলতে গেল বার্গেস। কিন্তু বাধা দিল ক্রাকফ।

'ভেবেছ ওর স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে?' আবারও হেসে উঠল সে, ভঙ্গিটাতে তাচ্ছিল্যের ভাব স্পষ্ট। 'ভাইয়েরা, এবার তা হলে আমার কাছ থেকে একটা কথা শুনে নাও। প্রায় সারা জীবন ধরে ওর মত লোককে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছি, তাই ওকে হাড়ে-হাড়ে চিনতে বাকি নেই আমার। জেফ হ্যামিল্টনের মত মানুষের স্বভাব কখনও বদলায় না। পিস্তল ওদের কাছে অসুখের মত, কখনও যা ছেড়ে যায় না এবং একসময় সেটা ওদের মৃত্যুর কারণ হয়ে...'

'আমাকে ঘাঁটাতে এসো না, ডেভ!' নিচু, শীতল স্বরে জানিয়ে দিল জেফ। বলার ভঙ্গিতে যুগপৎ হুমকি এবং প্রতিজ্ঞার ছাপ।

প্রেয়ারিতে হিমেল বাতাস যেভাবে বয় বা প্রভাব ফেলে, ব্যাপারটা তাই ঘটাল এখানে। চট করে পাল্টে গেল ক্রাকফের আচরণ, নিজেকে সামলে নিল সে। 'শহর ছেড়ে চলে যাও, জেফ,' অসন্তুষ্ট কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল। 'সময় থাকতে থাকতেই! নইলে আমার সাথে টক্কর লেগে যাবে তোমার।'

ধীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জেফ। নিউ মেক্সিকো এলাকায় শেষ দেখা হয়েছিল গোমড়ামুখো ব্যাংক ডিটেকটিভের সঙ্গে। ব্যক্তিত্ব, অধিকার আর মর্যাদার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল ওরা।

তখনও যেমন সংঘাত বেধে গিয়েছিল, এখানেও প্রায় তেমন পরিস্থিতি। উঁহুঁ, এবার বোধহয় তারচেয়েও খারাপ, ভাবল জেফ, এবার হয়তো চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে।

'নিজের মর্জি মত চলি আমি, ডেভ, এটা খুব ভাল করে জানো,' শান্ত, নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল জেফ। 'এখানে থাকার যৌক্তিক ও জোরাল কারণ আছে আমার। তোমার বা কারও ইচ্ছেয় এখান থেকে যাব না।'

'সম্ভবত যার কারণে এখানে এসেছি আমি, ঠিক তার ব্যাপারে স্বার্থ তোমার,' আগাম সম্ভাবনা বাতলে দিল ডেভ ক্রাকফ। 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি, রাইফেলস্টকের ব্যাংক লুটের ঘটনা তোমাকে এখানে এনেছে! মনে পড়ছে খুন হওয়া দু'জনের একজনের নাম ছিল কী এক হ্যামিল্টন। শোনার সময় অবশ্য বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে তোমার ভাই।'

'ব্যাংক লুটের ঘটনা তদন্ত করার জন্য মি. ক্রাকফকে নিয়োগ দিয়েছেন গভর্নর,' ব্যাখ্যা করল জ্যাকসন। 'গভর্নরের একটা চিঠি দেখিয়েছে ও, যাতে ওকে সব ধরনের সাহায্য করার অনুরোধ করা হয়েছে আমাদের। গত কয়েক বছর ধরে কাউন্টিতে বেশ কয়েকটা লুটের ঘটনা ঘটেছে এবং মি. ক্রাকফের ধারণা এসবের হোতা যে দলটা, তাদের একেবারে কাছে পৌঁছে গেছে ও...'

'কিছু মনে কোরো না,' মুখর ব্যবসায়ীকে থামিয়ে দিল ব্যাংক ডিটেকটিভ, তারপর জেফের দিকে ফিরল। 'আসল কথা হচ্ছে, এখানে এসেছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে এবং যে-কোন মূল্যে কাজটা শেষ করতে আমি বদ্ধপরিকর। বহুদিন লেগেছে, কিন্তু সব গুছিয়ে এনেছি, আসল হোতাদের পরিচয় জানি। জালটাও ধীরে ধীরে গুটিয়ে এনেছি। এখন শুধু মাছ ধরার পালা। আমি চাই না ব্যক্তিগত শত্রুতা বা রেষারেষির

উসিলায় কেউ আমার পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিক। তুমি তো এজন্যই এখানে এসেছ, জেফ, তাই না? ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে?'

'সেটা আমার ব্যাপার,' নির্বিকার মুখে জানিয়ে দিল জেফ। 'কাউকে সেটা বলতে বয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমার উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনার পথে অন্তরায় হতে দেব না!' সাফ জানিয়ে দিল ক্রাকফ। 'প্রয়োজনে বা পরিস্থিতি খারাপ দেখলে একজন ফেডারেল মার্শালকে ডেকে পাঠাব। আগেই বলেছি, ব্যাংক ও স্টেজ লুটের সব ঘটনার সুরাহা করে ফেলেছি আমি এবং আসল অপরাধীদের ধরব বলে, এখন কেউ ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে এসে সবকিছু ভজকট করে দেবে সেটা কোন ক্রমেই হতে দেব না!'

'আমার তো মনে হচ্ছে রাইফেলস্টকের ঘটনা আলাদা নয়,' মন্তব্য করল জ্যাকসন। 'সব ঘটনার মূলে একটাই সংঘবদ্ধ দল। ব্যাংক ডাকাতির হোতাদের যদি মি. ক্রাকফ ধরতে সক্ষম হয় তা হলে তো তোমার ভাইয়ের খুনিকেও ধরা হবে, তাই না?'

'ধন্যবাদ,' দৃঢ় স্বরে বলল জেফ। 'নিজের কাজ আমি নিজে করি, মি. ক্রাকফের সাহায্য প্রয়োজন হবে না।'

'কিন্তু জেফ!' আচমকা উঠে দাঁড়াল লরেটা মর্গান, প্রতিবাদ ওর উত্তেজিত কণ্ঠে। 'অযথা অধীর হয়ে পড়ছ তুমি! মি. ক্রাকফ যখন অপরাধীকে ধরবেনই, তুমি কেন কাজটা করতে গিয়ে ঝুঁকি নেবে? তারচেয়ে কি আইনের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়? মি. ক্রাকফ বা কর্তৃপক্ষই যা করার...'

'কর্তৃপক্ষ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মেয়েটিকে বাধা দিল জেফ। 'ক্রাকফ বা ওর মত দু'চারজনকে তুমি কর্তৃপক্ষ বলছ? ওদের কাজকারবার সম্পর্কে জানি আমি, দেখেছি ওরা কীভাবে কাজ সারে...চুনোপুটি ধরে ওরা, রাঘব বোয়ালদের ঘাঁটাতে সাহস

পায় না। পর্দার অন্তরাল থেকে যারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে, আসল হোতারা ঠিকই পার পেয়ে যায়। জানি না কেন ব্যাপারটা ঘটে, হয়তো ওদের যথেষ্ট সাহস নেই কিংবা ইচ্ছাও নেই। ক্রাকফ বাহাদুরি করে সবসময় বলে আমার মত মানুষকে নাকি চরিয়ে খায়, আমার নাড়ি-নক্ষত্র ওর জানা। একই কথা আমিও বলতে পারি। ওর মত মানুষের দৌড় খুব ভাল করে জানি।'

'কিন্তু আইনকে তার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করতে না-দিয়ে নিজে খুনোখুনি করার যৌক্তিকতা কোথায়?' মৃদু স্বরে বলল লরেটা, নিজেকে সামলে নিয়েছে। 'আর এখন যা পরিস্থিতি, তুমি উতলা না-হলেও পারো। দেখে যাও মি. ক্রাকফ কতটা কী করতে পারেন।'

'অযথাই চাপা ব্যথা করছ, লেডি,' শ্রাগ করে বলল ক্রাকফ। 'তোমার বা অন্য কারও কথা ওর কানে ঢুকবে না। মাথা মোটা! নিজে যা ভাল বোঝে আজীবন তাই করে এসেছে ও। অন্যদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে জেফ, সবকিছুতে ওর নিজস্ব কায়দা আছে কি-না। আর এক রত্তি বিশ্বাস করে না কাউকে। ও হচ্ছে সেই মানুষ যে চোখের বদলে চোখে বিশ্বাস করে। খুনের বদলে খুন। ওর মত মানুষের আস্থা বা বিশ্বাস শুধু পিস্তলে, আর কিছুতে নেই।'

নীরবে কথাগুলো হজম করল জেফ, পাল্টা জবাব দিল না। তাগিদ বোধ করছে না। ডেভ ক্রাকফ ওর সম্পর্কে কী ভাবল তাতে কিছু যায়-আসে না। হয়তো ঠিকই বলেছে সে—জেফ অতি মাত্রায় একরোখা, বিদ্বেষী ও মারকুটে; সংঘাতপ্রিয়ও বলতে পারে, কিন্তু পরোয়া করে না জেফ। এটাই ওর রীতি। নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করে, অন্যের মুখাপেক্ষী হতে রাজি নয়।

জেফের দুনিয়ায় কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া এক ধরনের পাপ, এবং তার প্রতিকার সময় ও পরিস্থিতির সর্বোচ্চ দাবি। বদ

মানুষকে বশে আনতে গেলে তার নিজস্ব ভাষাতে কথা বলতে হয়; অর্থাৎ খুনির সঙ্গে নরম ভাষার ব্যবহার অনর্থক ও পণ্ডশ্রম। বরং পিস্তল হাতে যে খুনি অন্যের প্রাণ কেড়ে নেয়, সে একটাই ভাষা বোঝে—অস্ত্রের ভাষা। শুধু ওতেই তার সমীহ, আর কিছুতে নয়।

তাই পিস্তলে ক্ষিপ্রতা বা নিপুণ লক্ষ্যভেদের কোন বিকল্প নেই। বৈরী পশ্চিমে বেঁচে থাকার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে পিস্তল।

এমন মারকুটে হওয়ার ইচ্ছে ওর কখনোই ছিল না, কিন্তু পরিস্থিতি ওকে বাধ্য করেছে। বেঁচে থাকার তাগিদে, নিজের অধিকার রক্ষা করতে, আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পিস্তলের সাহায্য নিতে হয়েছে। রুক্ষ জীবনে অভ্যস্ত হতে হয়েছে। নইলে বহু আগেই একটা বুটহিল বা ট্রেইলের পাশে অচেনা কোন কবরে ওর চিরস্থায়ী ঠিকানা হয়ে যেত।

গৃহযুদ্ধ ওর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। ঠেকে শিখেছে অস্ত্র সবচেয়ে কার্যকরী ও মোক্ষম ভাষায় কথা বলে, বিশেষ করে চরম অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কোন একদিন হয়তো শান্তি আসবে, আইনের শাসন কায়েম হবে, নিরাপত্তা বা নিরুপদ্রব ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য অস্ত্রের দ্বারস্থ হওয়া লাগবে না, কিন্তু তার আগ পর্যন্ত অস্ত্রই কঠিন জীবনে অভ্যস্ত সচেতন ও প্রতিবাদী মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু।

'শেষবারের মত বলছি, জেফ,' তীক্ষ্ণ, অসহিষ্ণু স্বরে ঘোষণা করল ডেভ ক্রাকফ। 'আমার কাজে নাক গলাতে এসো না!'

'একই উত্তর দিচ্ছি আবার,' নির্লিপ্ত স্বরে জানিয়ে দিল জেফ। 'আমার যা খুশি করব, লক্ষ্য থেকে আমাকে টলাতে পারবে না কেউ। জানি চাও না, কিন্তু একটা পরামর্শ দিচ্ছি–আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ো না।'

ত্যক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল ব্যাংক ডিটেকটিভ, দুই ব্যবসায়ীর মুখোমুখি হলো। 'অযথা সময় নষ্ট হলো! যাক্‌গে, ওর ব্যাপারে মাথা না-ঘামালেও চলবে। যা বলেছি, ট্রিপটা আয়োজন করা যাবে তো? আমি তৈরি আছি।'

'ইয়ে, দুঃখিত, কাজ পড়ে যাওয়ায় আমি নিজে যেতে পারব না,' দ্রুত জানাল মন্টি জ্যাকসন, লবির উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করেছে ডিটেকটিভের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। 'তবে লিউ তোমাকে নিয়ে যাবে...'

তখনই দু'জনকে অনুসরণ করল না লিউ বার্গেস। জেফের দিকে এক পা এগিয়ে এল সে, মুখ থমথমে দেখাচ্ছে। 'ক্রাকফের কথায় যুক্তি আছে, অন্তত আমার কাছে ন্যায্য মনে হয়েছে, জেফ। তুমি বরং ব্যাপারটা ওর উপর ছেড়ে দিলে ভাল করবে।'

স্মিত হাসল জেফ। 'ক্ষণিকের বন্ধুত্বের জন্য ধন্যবাদ,' বিস্বাদ কণ্ঠে বলল ও। 'তবে নিজস্ব রীতিতে কাজটা করব আমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল সেলুন মালিক, ক্রাকফ আর জ্যাকসনকে ধরার জন্য দ্রুত পা চালাল। হোটেলের মূল ফটকে তার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে দু'জন।

পোর্চ হয়ে তাদের বেরিয়ে যেতে দেখল জেফ।

'এর সবই সত্যি, জেফ?'

লরেটার কণ্ঠে ওর দিকে মনোযোগ দিল জেফ। 'কীসের সত্যি?'

'মি. ক্রাকফ তোমার সম্পর্কে যা বলল...আইনকে অপরাধী ধরতে না-দিয়ে তুমি নিজে আরও একটা খুন করবে।'

'তোমার কাছে যদি তাই মনে হয় ভাবতে পারো। কিন্তু নিজে যা বিশ্বাস করি, সেটা করার অধিকার আছে আমার। যে-

কারোই থাকে।'

'এমনকী তাতে যদি সে মানুষ হত্যা করে বা খুনিতে পরিণত হয়, তারপরও?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেফ, মুখ খোলার আগে সামান্য ভাবল। 'লরেটা, এখানে অনেক কিছুই ভিন্ন, দুনিয়ার অন্য কোথাও এমন দেখতে পাবে না। ভাল-মন্দের হিসাব এত সহজ নয়। সাদা চোখে যেটা দেখা যায়, তার আড়ালে অনেক কিছু থাকে। এসব দেখতে হবে তোমার...'

'আমি তো শুধু একটা জিনিসই দেখতে পাচ্ছি! আইনকে তার দায়িত্ব পালন করতে না-দিয়ে তুমি নিজে মানুষ হত্যা করতে চাইছ! হ্যাঁ, মানুষ খুন...ওটাই তোমার লক্ষ্য, কারণ ওতে তুমি আনন্দ পাও...'

'তাই যদি তোমার ধারণা হয়ে থাকে,' শান্ত কণ্ঠে লরেটাকে থামিয়ে দিল জেফ। 'তা হলে এ-নিয়ে আলাপ না-করাই ভাল। ভালয়-ভালয় তোমাকে স্টেজে উঠিয়ে দিলে নিশ্চিন্ত হব আমি, তারপর নিজের কাজে চলে যাব।'

'অতটা কষ্ট তোমার না-করলেও চলবে,' আড়ষ্ট, রুক্ষ কণ্ঠে বলল লরেটা। 'আমি নিজেই স্টেজে চড়তে পারব। আমার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে তোমার কাজে দেরি হয়ে যাবে, তোমাকে দেরি করিয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক হবে না!'

ছোট্ট নড করল জেফ, মুখ নির্বিকার, তবে ভিতরে ভিতরে আহত বোধ করেছে মেয়েটির কথায়। হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে হ্যাট তুলে নিয়ে মাথায় চাপাল। তারপর লবির দিকে পা বাড়াল।

পাঁচ-ছয় কদম এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। এক চিলতে হেসে 'গুডলাক,' বলে মোড় ঘুরে হলওয়ে হয়ে পিছন দরজার দিকে দ্রুত পা চালাল।

বারো

হোটেলের পিছনের ল্যাণ্ডিঙে পা রাখল জেফ হ্যামিল্টন। থেমে চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল। বাড়ি বা দালানের পিছন দিক বলে লোকজনের চলাচল এমনিতে কম, আর এখন তো সবে সকাল হয়েছে; স্বভাবতই কেউ নেই ধারে-কাছে, অন্তত জেফ দেখতে পাচ্ছে না। লরেটার রাইডিঙের জন্য নেওয়া গ্যারি টার্বেলের ঘোড়া আর ওর সোরেল, দুটো ঘোড়াই রেইলে বাঁধা।

দৃষ্টিসীমায় কেউ নেই বটে, তবে বেশিক্ষণ এমন থাকার জো নেই। শিগ্‌গিরই লোকজন বেরিয়ে আসবে। পুবদিকে তাকাল ও, ঢাল বরাবর অনেকটা দূর পর্যন্ত চোখে পড়ছে। হোটেলের কেরানি বলেছিল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে স্টেজ পৌঁছবে। নির্দিষ্ট সময় ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে। হয়তো যে-কোন মুহূর্তে ঢালের উপর ধুলোর মেঘের আড়ালে স্টেজের অবয়ব ফুটে উঠবে।

স্টেজটা আরও দেরি না করলেই হয়!

মার্শালও ফাঁকিটা ধরে ফেলতে পারবে, এবং অনুমান করে নেবে আসলে কী ঘটেছে। তুফান বেগে ছুটে আসবে শহরে, যেহেতু জানে লরেটা মর্গানের পক্ষে কিংডম সিটির সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে স্টেজ—ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাবে না। লরেটা স্টেজে ওঠার আগেই যদি ওরা শহরে পৌঁছে যায়, নির্ঘাত ঝামেলা হবে। বড়সড় ঝামেলা।

তবে এখন বোধহয় লরেটার ব্যাপারে অত উদ্বিগ্ন হওয়া ঠিক

হবে না। মেয়েটি সামলে নিতে পারবে, বিশেষ করে স্টেজে উঠে যেতে পারলে আর চিন্তা নেই। উপরন্তু জেফ সম্পর্কে ওর মনোভাব স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা, জেফের নিজের সমস্যার সমাধান হয়নি, বরং যে তিমিরে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে; তায় শত্রু হিসাবে জুটিয়ে ফেলেছে আইন এবং টার্বেলদের। আর এখন গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মত উপস্থিত হয়েছে ডেভ ক্রাকফ। জেফ জান বাজি রেখে বলতে পারবে লোকটার সঙ্গে ওর টক্কর বাধবেই, আগে-পরে যখনই হোক।

ব্যাংক আর স্টেজ লুটের সুরাহা করতে এখানে এসেছে ব্যাংক ডিটেকটিভ। দৃশ্যত, এর সঙ্গে কিংডম সিটির এক বা একাধিক নাগরিক জড়িত। হয়তো জেফ আর ক্রাকফ একই লোকের হদিশ করছে। সেক্ষেত্রে, শিকার নিয়ে ওদের মধ্যে কামড়াকামড়ি লেগে যেতে পারে। জেফ যেমন শিকারকে হাতছাড়া করবে না, তেমনি ক্রাকফও নাছোড়বান্দা ও একরোখা—কোনভাবেই জেফকে খুনির গায়ে আঁচড়ও লাগাতে দেবে না। যা করার নিজে করবে সে। স্বয়ং গভর্নর যেহেতু নির্দেশনামা দিয়েছেন তাকে, প্রয়োজনে জেফের উপর জোর বা প্রভাব খাটাবে ক্রাকফ, এমনকী জেফকে গ্রেফতার পর্যন্ত করতে পারে—দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা দূর করার উসিলা খাড়া করলেই হবে।

তবে ডেভ ক্রাকফের সাফল্য সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান জেফ। এর আগেও ডিটেকটিভকে সক্রিয় অবস্থায় বা অ্যাকশনে দেখেছে ও, দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতা বা চেষ্টায় ত্রুটি না-থাকলেও প্রায় প্রতিবার রাঘব বোয়ালরা ক্রাকফের আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছে—সিমারন এলাকায় যেমন ঘটেছে শেষবার; অথচ ক্রাকফের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। এখানেই একই

ব্যাপার ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে কার্কের খুনিও পরিত্রাণ পেয়ে যেতে পারে, কারণ ক্রাকফকে ফাঁকি দেওয়া লোকগুলোর মধ্যে সেও থাকতে পারে।

সহসা চিন্তাটা খেলে গেল জেফের মাথায়—কার্কের খুনিকে ধরতে হলে দ্রুত সক্রিয় হতে হবে, ক্রাকফের কার্যকলাপে লোকটা সতর্ক হয়ে কেটে পড়ার আগেই!

কিন্তু কীভাবে বা কোন্ জায়গা থেকে শুরু করবে? কার্যকরী একমাত্র সূত্র যেটা ছিল, পিটার টার্বেলের মৃত্যুতে ছিন্ন হয়ে গেছে; তবে এতে নতুন একটা নির্দেশনাও পেয়েছে জেফ–অন্ধকার থেকে ওকে গুলি করেছিল লুকিয়ে থাকা লোকটা, অ্যাম্বুশ করার আগে সম্ভবত সে-ই খুন করেছে পিটারকে। লোকটার পরিচয় উদ্ধার করা এখন হয়তো কঠিন হবে, কিন্তু এটাই হাতের একমাত্র সূত্র। শুরু করার আর কোন জায়গা নেই।

ল্যাণ্ডিং থেকে নেমে ঘোড়ার কাছে চলে এল ও, সোরেলের পিঠে চড়ে টার্বেলের ঘোড়াকে লীড করে গলি ধরে লিভারি বার্নের উদ্দেশে এগোল। দালানের কোণে পৌঁছতে পিছনের রাস্তায় একটা চিৎকার শুনে থামতে বাধ্য হলো।

'পিটার টার্বেল খুন হয়েছে!'

ডেপুটির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছনে দৃষ্টি চালাল জেফ। গলিতে বা রাস্তার যেটুকু দেখা যাচ্ছে, সেখানে কাউকে দেখতে পেল না। এখন পর্যন্ত ওকে দেখতে পায়নি কেউ।

'গ্যারিকে দেখেছ কেউ?' জানতে চাইল একজন।

'বন্দি পালিয়ে গেছে! নির্ঘাত সে-ই খুন করেছে ডেপুটিকে!'

'গ্যারিকে বোধহয় ওর বাড়িতে পাওয়া যাবে। গতরাতে ওকে বাথানের দিকে যেতে দেখেছি আমি।'

'কেউ একজন গিয়ে ওকে খবরটা দেবে?'

পিটার টার্বেলের লাশ একসময় আবিস্কৃত হতই, লোকজনের কথা শুনতে শুনতে ভাবছে জেফ, তবে আরও ঘন্টাখানেক পর সেটা ঘটলে ভাল হত। বাড়তি এই এক ঘন্টাকে কাজে লাগাতে পারত।

প্লেইন্সম্যান হোটেলের সামনের রাস্তায় দৃষ্টি চালাল ও। স্টেজ আসেনি কেন এখনও? কেরানি কি মিথ্যে বলেছে? না পথে অন্য কোন কারণে দেরি হচ্ছে? মূল্যবান সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, এদিকে দলবল নিয়ে শহরের দিকে এগিয়ে আসছে মার্শাল টার্বেল, যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে।

লরেটা মর্গানের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করা উচিত হবে না, কিন্তু ব্যাপারটা এড়াতেও পারছে না জেফ। ওর সম্পর্কে মেয়েটির মনোভাব যাই হোক, নিঃস্বার্থভাবে এ-পর্যন্ত সাহায্য করেছে, এবং পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী কিংডম সিটি থেকে লরেটার নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট প্রস্থান নিশ্চিত করা উচিত।

বার্টসন'স লিভারি বার্নের দিকে এগোল জেফ।

দূরত্ব বেশি নয়, রাস্তায় থাকতে হসল্যারকে বাইরে দেখতে পেল। ডেপুটির মৃত্যুর খবর তখন পুরো শহর চাউর হয়ে গেছে, বেশিরভাগ কৌতূহলী লোকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। আগ্রহ হওয়ার মত খবরই বটে, বিশেষ করে লোকটা যেহেতু পিট টার্বেল!

'খবর শুনেছ?' উত্তেজিত স্বরে জেফকে জিজ্ঞেস করল সে, দ্রুত হাঁটায় হাঁপাচ্ছে। 'গতরাতে খুন হয়ে গেছে পিটার টার্বেল! একটা ছুরি ওর পিঠে আমূল ঢুকিয়ে দিয়েছে খুনি। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে কিছুই টের পায়নি পিট। সবার ধারণা বন্দিদের কেউ খুনটা করেছে।'

একটু সরে গিয়ে মুখোমুখি হলো জেফ, হসল্যারকে ওর মুখ

ভাল করে দেখার সুযোগ দিল। লোকটার চেহারায় কোনরকম বিস্ময় বা সতর্কতার ছাপ পড়ল না। দৃশ্যত, জেফ আর জেল হাউসে বন্দি সেই খুনি যে একই ব্যক্তি সেটা সে জানে না বা ভাবছে না।

'এই যে তোমার ঘোড়া,' স্যাডল ছেড়ে বলল জেফ। 'ধন্যবাদ তোমাকে। আমার কালো ঘোড়াটাকে স্যাডল পরিয়ে দিলে কৃতার্থ হব এবার। ওটার যত্ন-আত্তির করার খরচ আর সোরেলের ভাড়া মিলিয়ে মোট কত দিতে হবে?'

'আচ্ছা, এখনই ওটাকে স্যাডল পরিয়ে দিচ্ছি,' লিভারির দিকে উল্টো ঘুরল সে, দ্রুত পা চালাচ্ছে। 'সব মিলিয়ে দুই ডলার।' তারপর আচমকা থমকে দাঁড়াল সে, ঘুরল চরকির মত, পিছু পিছু আসা জেফের পাশে বে ঘোড়ার দিকে তাকাল তীক্ষ্ণ ও বিস্মিত চাহনিতে। 'আরে! এটা গ্যারির ঘোড়া না? গ্যারি এসেছে নাকি তোমার সঙ্গে? সবাই তো ওর খোঁজ করছে! পিটের ব্যাপারে এখনও জানে না সে।'

'আমার সঙ্গে আসেনি, তবে শহরে পৌঁছতেও বেশি দেরি হবে না ওর,' টাকা পরিশোধ করার সময় বলল জেফ। ফুটপাতের কাছে সরে গিয়ে, প্ল্যাঙ্কের দেয়ালের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল, পকেট থেকে তামাক-কাগজ বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল।

'একটু আগে লিউ বার্গেস এসেছিল নাকি এখানে?' জানতে চাইল ও। হোটেলে শোনা ক্রাকফ আর জ্যাকসনের একটা কথা মনে পড়ে গেছে।

'হ্যাঁ, অচেনা এক লোককে নিয়ে এসেছিল,' জানাল হসল্যার। 'লিউর বাগি নিয়ে শহর ছেড়ে গেছে ওরা।'

হয়তো এতে কিছুই প্রমাণ হয় না, আবার কার্কের খুনিকে খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে চমৎকার পদক্ষেপ হতে পারে। পকেট

থেকে দেয়াশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালল জেফ, সিগারেট ধরাল। নীলচে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল বাতাসে।

'কোথায় গেছে ওরা, জানো?'

'না। তবে পুবের রাস্তা ধরে যেতে দেখেছি।'

পুবের রাস্তা। শহর থেকে পুব দিকে সার্কেল-টির অবস্থান। ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে। ভুরু কুঁচকে বার্নের মেঝের দিকে তাকাল জেফ, ডেভ ক্রাকফের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাবছে। ব্যাংক ডিটেকটিভ বলছিল সিরিজ-ডাকাতির সুরাহা করে ফেলেছে সে, এখন কেবল আসামী ধরতে বাকি। সেও কি টার্বেলদের মূল অপরাধী ভাবছে বা সাব্যস্ত করেছে? টার্বেলদের ধরার জন্য ফাঁদ পাততে গেছে?

মাথা নেড়ে চিন্তাটা বাতিল করে দিল জেফ। উঁহুঁ, ক্রাকফের কাজের ধাত নয় এটা। টার্বেলরা কঠিন চীজ বটে, কিন্তু ব্যাংক বা স্টেজ ডাকাতির সঙ্গে তাদের জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম। বিশেষ করে গ্যারি টার্বেল বা পিট। অন্তত সংঘবদ্ধ দল হতে পারে না। তবে ওর নিজের ধারণা ছিল পিট টার্বেল কার্কের খুনি। যদি সত্যি হয়ে থাকে সেটা, সেক্ষেত্রে পিটই রাইফেলস্টক ব্যাংকে ডাকাতি করেছে।

নানাভাবে বিশ্লেষণ করলেও, আসলে কী ঘটেছে সেটা বোঝা মুশকিল; এবং সমসাময়িক বিশ্লেষণ থেকে নিজের কর্মপন্থা ঠিক করাও উচিত হবে না। সবচেয়ে বড় কথা, পিটার টার্বেলের মৃত্যুর কারণে অনেক কিছুই বদলে গেছে, আগে যেভাবে ভেবেছে জেফ, তা বাতিল করে দিয়ে ভিন্ন পথে চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছে।

পিটের খুন, জেল থেকে জেফের অপ্রত্যাশিত মুক্তির সুযোগ কিংবা ল-হাউস থেকে বেরিয়ে রাতের অন্ধকারে অ্যাম্বুশে পড়া, এর কোনটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং খুবই পরিকল্পিত এবং

একই লোকের কাজ। একজনই এত কিছু ঘটিয়েছে। পিটকে খুনের দায় জেফের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছে, নিজে অলক্ষ্যে থেকে গেছে এবং একইসঙ্গে জেফকে পরপারে পাঠিয়ে দেওয়ার পাকা আয়োজনও করেছিল।

ভাগ্যিস, সফল হয়নি! কাজ খতম হলে সে সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে দিত—আসামীকে বেরিয়ে যেতে দেখে গুলি করেছে। জেল থেকে পলায়নরত বিপজ্জনক আসামীকে গুলি করা সচেতন যে-কোন নাগরিকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, বিশেষ করে পশ্চিমে। এরচেয়ে সহজ ব্যাখ্যাও ছিল: আত্মরক্ষার খাতিরে গুলি করেছে। জেল থেকে বেরোনোর সময় তার হাতে ধরা পড়ে যায় জেফ, এবং সেটা এড়ানোর জন্য খুন করতে চায় লোকটাকে আর নিজেকে রক্ষা করতে পাল্টা গুলি করেছে। কেই-বা আসবে সবকিছু খুঁচিয়ে বের করতে? জেফ হ্যামিল্টন এখানকার কেউ নয়, ওর ব্যাপারে তাই কারও মাথা ব্যথাও থাকার কথা নয়। বরং উটকো ঝামেলা বিদায় করা গেছে বলে সাধারণ কিংডম সিটিবাসী স্বস্তি বোধ করবে।

তবে পিটের খুনি বা অ্যাম্বুশকারীকে ডাকাতদের সদস্য মনে করে না জেফ, ওর ধারণা লোকটা আদপে কার্কের খুনি। জেফকে গ্যাঁড়াকলে ফেলে নিজের পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে। সফল হলে নিজের চেহারা না-দেখিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারত সে।

তবে সংঘবদ্ধ দলের একজনও হতে পারে লোকটা, হয়তো টাকা ভাগাভাগির পর ক্ষুব্ধ হয়েছে পিটের উপর, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে খুন করে ফেলেছে, আর নিজে সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে চলে যেতে জেফকে ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছে।

আদপে যাই হোক, আপাতত ওই লোকটাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, ভাবছে জেফ।

'আমার ঘোড়াটা নিয়ে আসতে পারবে?' ঘুরে হসল্যারকে জিজ্ঞেস করল ও। 'আমি নিজে স্যাডল চাপাব।'

'এই যাব আর আসব!' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্টলের দিকে চলে গেল হসল্যার।

ভাড়া করা সোরেলের পিঠ থেকে নিজের গিয়ার নামাল জেফ। সবকিছু নামানো শেষ হতে দেখল ওর কালো ঘোড়া নিয়ে পৌঁছে গেছে হসল্যার।

'ক্লান্তি কাটিয়ে উঠেছে ওটা, তাই না?' জানতে চাইল লোকটা।

মাথা ঝাঁকাল জেফ। 'ভাল কাজ দেখিয়েছ।'

'যা ধকল গেছে ওটার উপর দিয়ে! কিছু মনে কোরো না, দোস্ত, একটা কথা না-বলে পারছি না। ঘোড়ার দিকে আরও খেয়াল রাখা উচিত তোমার। তবে তোমার ঘোড়া তো দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল, কিন্তু লুকাস টার্বেলের ঘোড়াটা যদি দেখতে! অমানুষের মত খাটিয়েছে। রাতে যখন আমার এখানে এল, দেখে মনে হচ্ছিল এই বুঝি জান বেরিয়ে যাবে ওটার।'

রোয়ানকে ব্রিডল পরাচ্ছিল জেফ, কথাটা শুনে স্থির হয়ে গেল ওর হাত। তারপর ধীর ভঙ্গিতে ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাল। 'লুকাস টার্বেলের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। সাপারের সময় এসেছিল লুকাস।'

সাপারের সময়!

তারমানে সার্কেল-টি র‍্যাঞ্চে জেফের সঙ্গে মারপিটের কয়েক ঘণ্টা আগে কিংডম সিটিতে ছিল লুকাস! এর বিশেষ তাৎপর্য থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত—কার্কের খুনিকে অনুসরণ করে বিকালে কিংডম সিটিতে ঢুকেছে জেফ, ধরে নিয়েছিল পিটই সেই লোক, কিন্তু আসলে কাছাকাছি সময়ে পিটের ভাই লুকাসও অজানা কোন জায়গা

থেকে শহরে ঢুকেছে। র‍্যাঞ্চে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ শহরে ছিল সে।

'তুমি নিশ্চিত যে লোকটা লুকাস ছিল?'

'কী যে বলো! দেখো, দোস্ত, আমি মদ খাই না, চোখেও কম দেখি না। নিজে ওর ঘোড়ার যত্ন করেছি। এখান থেকে সাপার করতে চলে গিয়েছিল সে, ঠিক দুই ঘণ্টা পর ফিরে এসে ঘোড়াটা নিয়ে চলে গেছে আবার। পরে অবশ্য আবার দেখেছি ওকে, সন্ধ্যার কয়েক ঘণ্টা পর।'

'কোথায় দেখেছ? এখানে এসেছিল?'

'না। জেল থেকে বেরোতে দেখলাম। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লেগেছে। একই ঘোড়া তখন ওর সঙ্গে ছিল। আমার কাছে মনে হলো মেয়ারটাকে বিশ্রাম দিয়ে অন্য একটা ঘোড়া নিচ্ছে না কেন? আরও অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে: জেল হাউসের পিছনে মেয়ারটাকে বেঁধে রেখেছিল, অথচ অন্য যে-কোন সময়ে ওকে সামনের রেইল ব্যবহার করতে দেখেছি।'

সেক্ষেত্রে, পিটের সম্ভাব্য খুনি হতে পারে লুকাস!

ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব ঠেকছে। মায়ের পেটের ভাইকে কেন খুন করবে? লিউ বার্গেসের কথা মনে পড়ল জেফের, টার্বেলদের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক নেই বললে চলে; একসঙ্গে বাস করে ওরা, কিন্তু সারাক্ষণ কাটে মারপিট, ঝগড়া আর রেষারেষির মধ্যে। ঠিক যেন ঝগড়াটে তিন নেকড়ে! আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্কের দরদ বা আন্তরিকতার সামান্য নমুনাও দেখা যায় না ওদের মধ্যে।

ল-হাউসে চেয়ারে আসীন পিটার টার্বেলের লাশের কথা মনে পড়ল জেফের। অন্তিম মুহূর্তের আগ পর্যন্ত পিট আঁচ করতে পারেনি মরতে যাচ্ছে, বিস্ময় লেগে ছিল তার চাহনি ও মুখে। এর একটাই মানে: খুব চেনা এবং বিশ্বস্ত কেউ তাকে খুন

করেছে।

জেফের যেমন ধারণা হয়েছে: লুকাসই কি তার ভাইয়ের খুনি?

সম্ভব। অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর হলেও এমনটা ঘটে থাকতে পারে। লিউ বার্গেসের কথা অনুযায়ী কয়েকদিনের জন্য তল্লাটের বাইরে ছিল লুকাস, তারপর কিংডম সিটিতে ফিরে এসেছে, এমন এক সময়ে যখন কার্ক হ্যামিল্টনের খুনিরও এখানে পৌঁছানোর কথা ছিল...ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে।

'সব তৈরি হয়ে গেছে,' জানাল হসল্যার। 'আবার আসবে নাকি?'

'ঠিক বলতে পারছি না, তবে আবার আসার সম্ভাবনাই বেশি,' স্যাডলে চাপতে চাপতে বলল জেফ। দরজার দিকে এগোনোর সময় ক্ষণিকের জন্য থামল। ফিরে তাকাল হসল্যারের দিকে। 'লুকাস যে-মেয়ারে চড়েছে, ওটার রং কেমন ছিল?'

'মেয়ারটার? ওটা একটা বাকস্কিন। চালু ঘোড়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা...'

বাকস্কিন! একেও কি দৈবাৎ ব্যাপার বলা উচিত হবে? অল্প সময়ের মধ্যে পরপর দুটো কাকতালীয় ঘটনা খুব কমই ঘটে। রোয়ানের পাছায় স্পারের আলতো খোঁচা দিল জেফ, ধীর পায়ে রাস্তার দিকে পা বাড়াল ওটা।

কার্ক হ্যামিল্টনের খুনিকে খুঁজে বের করা ওর আসল উদ্দেশ্য, তবে পিটের খুনি বা ওর অ্যাম্বুশারের নামও আছে তালিকায়। কে জানে, হয়তো এরা সবাই একজনই!

কিন্তু লুকাস টার্বেলই যে ওর হিটলিস্টের প্রথম নাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তেরো

সিমারন এলাকার মত পরিস্থিতি। চরম উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা আর বিপদের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে হচ্ছে। জানা নেই কে প্রকৃত বন্ধু—আদৌ বন্ধু বলে কেউ যদি থাকে—বরং সম্ভাব্য শত্রুর খোঁজে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতি জেফের কাছে নতুন নয়। সচরাচর যা করে তাই করছে এখন। কাউকে বিশ্বাস করছে না, এবং সবাইকে সন্দেহ করছে। বিশ্বাস করলেই ঠকতে হতে পারে। কে যে পিছন থেকে চরম সর্বনাশ করবে ঠিক নেই। চলার পথে সবসময়ই বন্ধ দরজা বা জানালা কিংবা পাথুরে দেয়াল পিছনে রাখছে, আর নিচু করে উরুতে বাঁধা পিস্তল তৈরি রাখছে যে-কোন মুহূর্তে ড্র করার জন্য—সিমারন এলাকায় যেমন রেখেছিল।

রানওয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছল জেফ, উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত রাস্তায় বেরিয়ে এল; এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। ল-হাউসের সামনে সমবেত হয়েছে দশ-বারোজন। তবে উৎসাহী লোকজন বাড়ির পোর্চ বা ফুটপাতে বিচ্ছিন্নভাবে ভিড় করেছে। ইয়েলো জ্যাকেট সেলুনের সামনেও বড়সড় একটা ভিড়। এদের প্রত্যেকের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রায় একই: পিটার টার্বেলের খুন।

পশ্চিমে এমন ঘটনা হামেশা ঘটে। বিভিন্ন পক্ষের দ্বন্দ্ব ক্রমে সহিংস সংঘর্ষে রূপ নেয়। সাধারণ মানুষ সেটা নিয়ে আলোচনা

করে, নিরাপদ দূরত্বে থেকে দেখে যায়, কখনও কখনও পরিণতি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা বা পূর্বানুমান করে, তবে ভুলেও এতে জড়ায় না। চায় সত্যের জয় হোক, অত্যাচারীর পতন হোক, কিন্তু সেটা নিশ্চিত করতে নিজেরা এগিয়ে আসে না, সাহায্যের হাত বাড়ায় না। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তারা শিখেছে যে ব্যর্থ হওয়ার পরিণতি সবসময় রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেয়।

এজন্য তাদের মোটেও দোষ দেওয়া যায় না, অন্তত তাই মনে করে জেফ। কিন্তু ওর প্রত্যাশা এমন চরম সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে ন্যূনতম কিছু সময়ের জন্য, অন্তত একজন মানুষকে যদি বিশ্বাস করতে পারত! রৌদ্রালোকিত রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে এই উপলব্ধি হচ্ছে ওর, কিন্তু জানে কেউ আসবে না। কাউকে পাশে পাবে না। আজীবনের মত একাই সামাল দিতে হবে সবকিছু।

এই মন্দ বন্ধু-ভাগ্যের ব্যর্থতা ওর নিজের, হোটেলে বলা ডেভ ক্রাকফের কথাগুলো মনে পড়তে উপলব্ধি করল জেফ। বরাবরই একা বা নিঃসঙ্গভাবে থাকতে অভ্যস্ত ও, এভাবে থাকতে শিখেছে এবং জীবনকেও গড়ে নিয়েছে—বিশেষ করে সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে। কিছু সময় আছে যখন অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়, আস্থা রাখা যায় এমন কেউ পাশে থাকলে কাজ সহজ হয়; কিন্তু নির্ভরযোগ্য বা আস্থাবান মানুষই যদি না থাকে? আরেকজনের গাফিলতি বা অদক্ষতার জন্য ঠকতে চায় না জেফ, চরম মূল্য দিতে অনিচ্ছুক, তাই কারও উপর নির্ভর করতে অনীহা জাগে। সবসময় ওর মনে হয় এই যে একা আছে, বিরূপ পরিস্থিতি একা সামাল দিচ্ছে; এই ভাল। কোন পিছুটান বা দুশ্চিন্তা নেই। শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবলে হলো।

তবে একাকীত্ব খুব জ্বালায় কখনও কখনও। হতাশা জাগে তখন, যদিও খুব অল্প সময়ের জন্য।

মূল রাস্তা ধরে এগোল জেফ, শহর ছাড়িয়ে পুব-মুখী ট্রেইল ধরবে। আচমকা ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। রাস্তার অন্য পাশে, এইমাত্র ইয়েলো জ্যাকেট সেলুনের রেইলের সামনে পৌঁছেছে চার রাইডার। পোর্চে দাঁড়িয়ে থাকা ভিড়ের মধ্যে একজন কী যেন বলল, কিন্তু গ্রাহ্য করল না তাদের কেউ, গটগট করে হেঁটে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

গ্যারি ও লুকাস টার্বেল। সঙ্গে তাদের দুই স্যাঙাৎ।

সারা রাত ছোটাছুটি করাই সার হয়েছে, জেফদের টিকিটিও ছুঁতে পারেনি। ব্যর্থতার হতাশা আর ক্লান্তিতে খাপ্পা হয়ে আছে মার্শালের মেজাজ। কোন দিকে মনোযোগ দেওয়ার মেজাজ নেই তার, আগে হুইস্কি গিলে তটস্থ স্নায়ু জুড়াতে হবে, তারপর অন্য কিছু...

নিচু স্বরে খিস্তি করল জেফ, হতাশা বোধ করছে। যে-কারণে হোক, স্টেজ আসতে দেরি করায় দলবল নিয়ে শহরে পৌঁছানোর সুযোগ পেয়ে গেছে ল-ম্যান। আক্ষরিক অর্থে ভয়াবহ হয়ে গেছে পরিস্থিতি, এখন আর সহজে শহর ছাড়তে পারবে না লরেটা। প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রথমে নিশ্চয়ই স্টেজ অফিসে, অর্থাৎ প্লেইন্সম্যান হোটেলে যাবে মার্শাল টার্বেল, স্টেজের খোঁজ নেবে।

ঘোড়াকে ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল জেফ, স্টেবলে ঢুকে পড়ল।

'মত বদলেছ?' খুশি খুশি গলায় জানতে চাইল হসল্যার।

প্রশ্নটা গ্রাহ্য করল না জেফ, স্যাডল ছেড়ে রোয়ানের লাগাম লোকটার হাতে ধরিয়ে দিল। 'সবসময় তৈরি রেখো ওকে, যে-কোন মুহূর্তে আবার চলে যেতে পারি।'

স্টেবলের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল জেফ, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। ও একরকম স্থির নিশ্চিত যে লরেটা এই স্টেজে উঠতে ব্যর্থ হবে, মার্শাল কোনভাবেই তা হতে দেবে না। তামাক-কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল ও। সিগারেট ধরানোর পরপরই

উত্তরমুখী ট্রেইলে ঘড়ঘড় শব্দ আর ধুলোর মেঘ দেখতে পেল।

শালা! বিরক্তি ও ক্ষোভে ড্রাইভারকে গাল দিল জেফ। এক ঘণ্টা আগে এলে এতক্ষণে নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে পারত অসহায় মেয়েটা। অবশ্য ড্রাইভার লোকটার হয়তো এতে কিছুই করার ছিল না, এমনও হতে পারে কোন সমস্যা হয়েছিল যার কারণে দেরি হয়েছে। স্টেজ চলাচলে এমন হতেই পারে।

শক্ত হয়ে গেল জেফের চোয়াল। কোনকিছুই প্রত্যাশামাফিক ঘটছে না, ভাগ্য ওদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে যেন। পরিকল্পনা মাঠে মারা যাচ্ছে।

তবে ক্ষীণ হলেও একটা সম্ভাবনা রয়ে গেছে এখনও। ছেলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে হয়তো খুবই হতাশ হয়ে পড়বে গ্যারি টার্বেল, এতটাই যে স্টেজ অফিসে খোঁজ নেওয়ার বা কে কোচে উঠল বা নামল তাতে খেয়াল নাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে, কোন বাধা ছাড়া স্টেজে চড়তে সক্ষম হবে লরেটা মর্গান।

বার্টসন'র লিভারি স্টেবলের দরজার একটু ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরের রোদের তুলনায় ভিতরের ছায়ায় অবস্থান ওর, তাই একেবারে কাছ থেকে না-হলে কেউ দেখতে পাবে না ওকে।

ধীর গতিতে প্লেইন্সম্যান হোটেলের সামনে এসে থামল স্টেজকোচ। সামনে ঝুঁকে পড়ল ড্রাইভার, সব ঘোড়ার লাগাম একত্র করে হুইপস্টকে জড়িয়ে রাখল, তারপর থোক্ করে তামাকের রস মিশ্রিত থুথু ফেলল বালিময় মাটিতে। এবার লাফ দিয়ে মাটিতে নামল সে। গাট্টাগোট্টা, খাটো মানুষ; হাঁটুর কাছে পা খানিক বাঁকা। ত্রস্ত পায়ে কোচের এক পাশে চলে গেল সে, দরজা মেলে ধরল। মৃদু স্বরে যাত্রীদের কী যেন বলল, দূরে থাকায় শুনতে পেল না জেফ।

শেষে, ইয়েলো জ্যাকেট সেলুনের উদ্দেশে হাঁটা ধরল সে, তেষ্টা মেটাতে যাচ্ছে।

পরিপাটি, দামী পোশাক পরা এক ভদ্রলোক আর লেডি নামল কোচ থেকে। রৌদ্রোজ্জ্বল রাস্তায় নেমে চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল, তারপর প্লেইন্সম্যানের পোর্চে উঠে গেল। স্বল্প সময়ের বিরতি করা হবে এখানে, ড্রাইভার জানিয়েছে তাদের।

সহসা হোটেল থেকে বেরিয়ে এল লরেটা মর্গান।

গ্যারি টার্বেলের দিকে চকিত দৃষ্টি হানল জেফ। পোর্চে দাঁড়িয়ে রয়েছে ল-ম্যান, রাস্তার দিকে পিঠ। এখনও কোচ বা আশপাশে কী ঘটছে জানে না। কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করল জেফ, মেয়েটির দিকে দৃষ্টি সরে গেল ওর।

মাথা নিচু করে গ্যালারি পেরোল লরেটা। হাঁটার ভঙ্গিতে প্রত্যয় বা দৃঢ়তা নেই, অসহায় ও নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে ওকে। জেফ অনুভব করল দলা পাকিয়ে গলায় কী যেন উঠে এসেছে, অভিমান জাগছে। এখানে না-থাকলেই ভাল হত! ওর সামনে দিয়ে বিদায় নিতে হবে কেন? কিন্তু এটাই বোধহয় নিয়তি।

হয়তো এটাই শেষ দেখা। শুধু কিংডম সিটি ছেড়ে যাচ্ছে না লরেটা, যেন ওর জীবন থেকে চলে যাচ্ছে! জেফ টের পেল তিক্ত এ উপলব্ধিটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

হঠাৎ জেলের দিক থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল। গ্যারি টার্বেল। কেউ একজন দেখিয়ে দিয়েছে লরেটাকে।

নির্জলা রাগ আর শীতল আক্রোশ অনুভব করল জেফ, ল-ম্যানকে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াতে দেখে প্রমাদ গুনল। টানটান স্নায়ুর চাপ অনুভব করছে ও। এদিকে কোচের দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছে গ্যারি টার্বেল, পিছু নিয়েছে লুকাস আর দুই ক্রু। যাদের সঙ্গে কথা বলছিল এতক্ষণ, তারাও ছুটছে।

'এই যে সিস্টার, থামো তো!' নীরবতা ছাপিয়ে উঠল গ্যারি টার্বেলের কর্কশ কণ্ঠ। 'কোথায় যাওয়ার পাঁয়তারা করেছ তুমি? এখানকার চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা কোন্ চুলোয় পাবে, শুনি?'

নিচু স্বরে কী যেন বলল লরেটা, কথাগুলো শোনা গেল না। একেবারে বেকুব বনে গেছে। হতাশায় নুয়ে পড়েছে কাঁধ, প্রবল অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে চাহনিতে। বেশ কয়েকজন যাত্রী ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল কোচের কাছে, ঠেলাঠেলি করে উঠতে গেল; অস্থির হয়ে পড়েছে যেন বুঝতে পেরেছে এখনই সংঘাত ঘটে যাবে এখানে—নিরাপত্তার জন্য স্টেজে ওঠা ছাড়া উপায় নেই! অন্যের কলহের মধ্যে পড়ে খামোকা দুর্ভোগ পোহানোর মানে হয় না।

ইয়েলো জ্যাকেটের ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ছিটকে বেরিয়ে এল ড্রাইভার, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে কোচের দিকে এগিয়ে গেল দ্রুত পায়ে। উৎসুক লোকজনের ভিড়ে একবার চকিত দৃষ্টি চালাল সে, তারপর নিজের আসনে উঠে পড়ল।

লরেটার পাশে পৌঁছে গেছে মার্শাল। লুকাস আর অন্যরা ইয়েলো জ্যাকেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আগ্রহ নিয়ে দেখছে কী ঘটে। শোরগোল শুনে আরও লোকজন চলে এসেছে চৌহদ্দিতে, ভিড় বেড়ে গেছে।

হুইপস্টক থেকে লাগামের গুচ্ছ হাতে তুলে নিল ড্রাইভার, সবুট লাথি চালিয়ে ব্রেক রিলিজ করে নিল। কোচ ছাড়ার জন্য সব আয়োজন সম্পন্ন হয়ে গেছে। লাগাম ঢিলে দেওয়ার আগে বোধহয় খেয়াল করল লরেটাকে, পাশ ফিরে ঝুঁকে পড়ল সে, কী যেন বলল।

স্টেজের পাদানিতে পা রেখে উঠতে গেল মেয়েটা, কিন্তু লোমশ হাতে থাবা মারল মার্শাল, খামচে ধরল লরেটার বাহু। টান ও ঝাঁকির কারণে টলে উঠল মেয়েটা, পড়তে গিয়েও কীভাবে যেন সামলে নিল। অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল শুধু, আর কিছু বলল না।

লম্বা কয়েক কদম ফেলে এগিয়ে গেল জেফ, খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল।

'টার্বেল!' হাঁক ছাড়ল ও।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল প্রকাণ্ডদেহী ল-ম্যান। এদিকে কোচের দিকে পা বাড়াল লুকাস আর দুই ক্রু। কী ঘটতে যাচ্ছে, আগাম অনুমান করে নিতে কষ্ট হলো না লোকজনের, কেউ কেউ আগ্রহ হারিয়ে সরে যেতে শুরু করল।

'মেয়েটাকে ওর মত থাকতে দাও!' নিচু কিন্তু কর্তৃত্বের সুরে বলল জেফ। 'স্টেজে উঠতে দাও ওকে!'

জেফের মুখোমুখি হলো মার্শাল। দু'জনের মাঝখানে ধূলিময়, বিক্ষত রাস্তা। পেশিবহুল লোমশ প্রকাণ্ড দু'হাত দেহের দু'পাশে শিথিলভাবে ঝুলছে, ধড়ের উপর বিশাল মাথাটা কিছুটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে।

তীক্ষ্ণ চোখে ল-ম্যানকে দেখছে জেফ। টানটান ওর দেহ, পা জোড়া সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, শরীরের সব পেশি অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য তৈরি। ড্র করতে প্রস্তুত। হাতের মুঠো পিস্তলের বাঁট ছুঁইছুঁই করছে। ঠিক করেছে মার্শাল অস্ত্রে হাত দিলে কোন কিছুর পরোয়া করবে না। নিজে মরার আগে যে-কয়টাকে পারে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

মনে মনে প্রার্থনা করছে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে লরেটা, কারণ এ-মুহূর্তে জেফকে নিয়ে ব্যস্ত মার্শাল, লরেটার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। আরও কিছু সময় যদি তাকে ব্যস্ত রাখতে পারে জেফ, হয়তো কোচে উঠতে সক্ষম হবে মেয়েটা এবং স্টেজও যাত্রা করবে। সেক্ষেত্রে, বিপদ কেটে যাবে লরেটার...

'আচ্ছা, তুমি! তোমাকেই তো খুঁজছিলাম!' চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলল মার্শাল, আগুনে-দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে জেফের উপর। 'ক্যানিয়নে ভালই ঘোল খাইয়েছ আমাদের।'

'হ্যাঁ, এই তো পেয়ে গেছ আমাকে,' শুকনো স্বরে বলল জেফ, মনে মনে ভাবছে যেভাবে হোক স্টেজের কাছ থেকে মার্শাল আর

অন্যদের সরিয়ে নিতে হবে। বিশেষ করে লরেটার স্বার্থে...যদি গোলাগুলি হয়, এলোপাতাড়ি একটা-দুটো বুলেট কোচের দিকেও ছুটে যেতে পারে। লাইন-অভ-ফায়ারের মধ্যে আছে কোচটা।

মনে উদ্বেগ, আশঙ্কা আর অনিশ্চয়তা নিয়ে গানফাইটে জড়ানো কঠিন হয়ে পড়বে জেফের জন্য, বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যেহেতু দলে ভারী। পরিস্থিতি এমন যে, প্রতিটি গুলি নিখুঁত লক্ষ্যে পাঠাতে হবে, সময়ের সামান্য হেরফেরও করা চলবে না। কিন্তু তারপরও যে জেফ বেঁচে থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, বরং সেই সম্ভাবনা নেহাতই কম। বিপক্ষে অন্তত চারজন!

তা ছাড়া, কোচটা কাছে থাকলে লরেটার শুধু হতাহত হওয়ার সম্ভাবনা নয়, বরং ওকে জিম্মি হিসাবেও ব্যবহার করতে পারে মার্শাল। সেক্ষেত্রে, পাশার দান মুহূর্তে উল্টে যাবে। যেজন্য লড়াই সেটাই অর্থহীন হয়ে পড়বে।

'কয়েকটা ব্যাপারে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেওয়া দরকার,' চালিয়াতির সুরে বলল মার্শাল। 'বারবার আমার কাজে নাক গলাচ্ছ, আর এখন জানলাম আমার এক ছেলেকে তুমি খুনই করে বসেছ!'

মেয়েটা কোচে চড়ছে না কেন?

'উঁহু, পিটারকে আমি খুন করিনি,' বলে থামল জেফ, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল মার্শালের কাছ থেকে সরে গেছে লরেটা, কোচে চড়তে উদ্যত হয়েছে। সত্যিকার স্বস্তি অনুভব করল ও, খেই ধরে বলল: 'ঘটনার সময় সেলের ভিতর অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম। বাইরে কী ঘটেছে জানার কোন উপায় ছিল না। আমার তো ধারণা, আমাকে জেলে ঢোকানোর সময় তুমিও ছিলে, তখন নিশ্চয়ই আমার অবস্থা দেখেছ। অন্তত কয়েক ঘণ্টার আগে আমার জ্ঞান ফেরেনি।'

'ঘটনা তো বলছে অন্য কথা!' বিরক্তির সুরে বলল মার্শাল।

'তুমি যদি পিটকে খুন নাই করবে, জেল থেকে বেরোলে কীভাবে? আমি নিজে তোমাকে তালা আটকে রেখেছিলাম।'

'তা রাখতে পারো। কিন্তু এটা তো মানবে, সেলের ভিতর থেকে আমার পক্ষে সামনের কামরার ডেস্কে বসা পিটকে খুন করা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না!'

'তা হলে নিশ্চয়ই দেখেছ খুনটা কে করেছে?' বাঁকা সুরে জিজ্ঞেস করল মার্শাল, বোঝা যাচ্ছে জেফের কথা বিশ্বাস করছে না।

'দেখিনি। কারণটা বলেছি, আমি অজ্ঞান ছিলাম। তবে একটা ধারণা আছে: অনুমান করতে পারব খুনটা কে করেছে। লুকাসকে জিজ্ঞেস করো তো গতকাল রাত ন'টার সময় কোথায় ছিল ও।'

'লুকাস?' ফাঁকা স্বরে জানতে চাইল গ্যারি টার্বেল। 'ওর সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? গতকাল বেশ রাতে ফিরেছে ও, র‍্যাঞ্চে ঢোকার সময় তোমার সঙ্গে বাতচিৎ হয়েছে ওর। রাত ন'টার সময় ওর শহরে থাকার প্রশ্নই আসে না।'

ড্রাইভারের দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল জেফ। নিখাদ বিরক্তির সঙ্গে ভাবছে ব্যাটা কেন যাত্রা করছে না! মজা দেখছে?

'আমার কথা শুনছ?' হাঁক ছাড়ল মার্শাল।

'শুনেছি,' বলল জেফ। 'তুমি যা ভাবছ তা নয়, বরং সন্ধ্যার আগেই ফিরেছে লুকাস। অনেক রাত পর্যন্ত শহরে ছিল ও। কয়েকবার ওকে শহরে দেখা গেছে, সবচেয়ে বড় ব্যাপার রাত ন'টার সময় জেল হাউস থেকে বেরিয়েছে ও।'

'কিন্তু এত কিছু তুমি জানলে কী করে? একটু আগেই বলেছ অজ্ঞান হয়ে সেলের ভিতর পড়ে ছিলে।'

'আমি ছাড়াও তো লোকজন আছে, নাকি? তারাও রাস্তা-ঘাটে লোকজন দেখে, এমনকী আগ্রহ না-থাকলেও বা তাৎপর্য বুঝতে না-পারলেও অনেক ঘটনার সাক্ষী হয়ে যায়।'

গুঞ্জন উঠল লোকজনের মধ্যে। ইতোমধ্যে বেশিরভাগ লোক আগ্রহ হারিয়ে ফেললেও মার্শালের চড়া কণ্ঠ আর দু'জনের তর্ক শুনে ফিরে এসেছে কেউ কেউ। গুঞ্জনের পরপরই অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। দূরে কোথাও ডেকে উঠল একটা কুকুর, কিন্তু ডাকটা জোরাল শোনা গেল।

সামান্য পাশ ফিরে ছেলেকে কী যেন বলল মার্শাল, রাস্তার উল্টোদিক থেকে শুনতে পেল না জেফ। উত্তরে একই রকম নিচু স্বরে জবাব দিল লুকাস, স্যাডল ছেড়ে স্খলিত পায়ে বাপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দুর্বলতার কারণ—সম্ভবত—গতরাতে জেফের সঙ্গে মারপিটের ধকল। সামান্য পাশে সরে গেল সে, তারপর আঙুল দিয়ে ঠেলে হ্যাট পিছনে সরিয়ে দিল, মুখোমুখি হলো জেফের। চাহনিতে ঔদ্ধত্য, চ্যালেঞ্জ আর আক্রোশ ফুটে উঠেছে।

'তুমি যা বলেছ তার কোনটাই করিনি আমি!' চেঁচাল সে, রাস্তার ধারে-কাছে সবাই শুনতে পেল কথাগুলো। 'আশ্চর্য কথা! আমি খুন করেছি পিটকে! আরে, মায়ের পেটের ভাইকে কেউ খুন করে? কেনই বা করব? গাঁজাখুরি গল্প বললেই কেউ বিশ্বাস করবে? তারউপর গল্পটা বিশ্বাস করাতে চাইছ আমাদেরই–যারা কিনা পিটের বাপ আর ভাই! তুমি একটা ডাঁহা মিথ্যুক, মিস্টার!'

বিদ্যুৎ খেলে গেল লুকাসের হাতে, চোখের পলকে পিস্তল উঠে এল। পিস্তলের নলে সূর্যের আলোক ঝিলিক দেখতে পেয়েই ছোবল হানল জেফের হাত। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল ও। টার্বেলদের ঠিক পিছনে রয়েছে স্টেজকোচ। ওর পিস্তল থেকে বের হওয়া গুলি যদি লক্ষ্যচ্যুত হয়, নির্ঘাত কোচে আঘাত করবে। সেক্ষেত্রে লরেটো বা যাত্রীদের অন্য কারও গায়ে লাগতে পারে। এত বড় ঝুঁকি নেওয়া যাবে না!

জেফ দেখল কোমরের উপর উঠে এসেছে লুকাসের পিস্তল। পরমুহূর্তে নিশানা স্থির করল সে, ট্রিগার টেনে দিল। একইসঙ্গে

জেফও ঝাঁপ দিল। মাটিতে পড়েই গড়ান খেয়ে কয়েক হাত দূরে সরে গেল ও, খুনি বুলেট ছুটে গেল পাশ দিয়ে, ধুলো চটকাল।

এদিকে গ্যারি টার্বেলও পিস্তল বের করে ফেলেছে। মওকা পেয়ে একটা গুলি করল সে জেফকে, কিন্তু গড়ায়মান কাঠামো বলে লাগাতে পারল না।

মনে মনে ড্রাইভারের উদ্দেশে খিস্তি করে চলেছে জেফ: ব্যাটা এখনও কোচ ছোটাচ্ছে না কেন?

দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানল লুকাস। খুব কাছ দিয়ে গেল গুলিটা, এত কাছে যে শিউরে উঠল জেফ–অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। কানে তপ্ত হল্কা লাগিয়ে চলে গেছে সীসা। আরও একটা গুলি শার্টের আস্তিন ফুটো করল। সহসা, আসলে কী ঘটছে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো জেফ।

নিজের কর্তৃত্ব ফলিয়ে স্টেজটাকে আটকে রেখেছে মার্শাল, জানে লরেটার গায়ে গুলি লাগার আশঙ্কায় পাল্টা গুলি করবে না জেফ।

নিতান্ত বাধ্য হয়ে, প্রাণ হাতে নিয়ে পিছু হটল জেফ। পাল্টা গুলি করতে পারছে না। করার প্রশ্নই আসে না। কারণ টার্বেলদের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে স্টেজটা। জেফের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে কোচে গিয়ে লাগবে।

স্টেবলের কাছে পৌঁছে গেল ও, তারপর দু'হাত দূর থেকে ডাইভ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। দীর্ঘ রানওয়ের এ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল হসল্যার, জেফকে এভাবে ঢুকে যেতে দেখে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল।

'বেরিয়ে যাও!' দাবড়ানির সুরে নির্দেশ দিল জেফ। 'গুলি খেতে না-চাইলে বেরিয়ে যাও জলদি!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল স্টেবল-ম্যান, তারপর ছুটে চলে গেল আরও ভিতরে। সেকেণ্ড কয়েক পর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে খুলে গেল

পিছনের দরজা, সপাটে বন্ধও হলো। তারমানে লোকটা বেরিয়ে গেছে।

একা হয়ে পড়েছে ও, এবং সেজন্য স্বস্তিও বোধ করছে। কারও উপর নির্ভর করতে হবে না, কারও সাহায্য প্রত্যাশা করছে না, কাউকে নিয়ে দুশ্চিন্তাও করা লাগবে না। দরজার ফ্রেমের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল ও, তাকাল টার্বেলদের দিকে। কোয়ান আর বার্লো মাটিতে পড়ে আছে, স্টেবলের দিকে মুখ করে অবস্থান নিয়েছে।

চারজনই সশস্ত্র এবং অ্যাকশনে নেমে গেছে। চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে মার্শাল। ধীর ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। দুই ক্রুকে খোলা জায়গায় রেখেছে টার্বেলরা, নিজেরা সরে পড়েছে এক দিকে। টোপ হিসাবে ব্যবহার করছে কার্লো আর কোয়ানকে। জেফ তাদের কাউকে গুলি করতে বেরোলে অন্যরা ওকে দেখামাত্র গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে। সহজ পরিকল্পনা।

কিন্তু কাজ হলো না।

জেফের পক্ষ থেকে কোন চাল না-আসায় ভিন্ন পথ অবলম্বন করল ওরা। চারজনে ভাগ হয়ে, বড়সড় একটা বৃত্তের আকারে এগিয়ে আসতে শুরু করল বার্নের দিকে। চারটা ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে হামলা করে কোণঠাসা করতে চাইছে মার্শাল, ক্রসফায়ারে ফেলে দেবে জেফকে।

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জেফ। চাইলে গ্যারি টার্বেলের মত একই খেলা খেলতে পারে উপলব্ধি করে মনে মনে হাসল একচোট। বিশাল দরজার আড়াআড়ি খিড়কি তুলে নিয়ে চট করে বার্নের দরজা বন্ধ করে দিল, বোর্ডের প্যানেল নামিয়ে ফেলেছে। হলওয়ে ধরে অন্য প্রান্তে এসে এখানকার দরজাও নামিয়ে দিল। তারপর পিছন-দরজার কথা মনে পড়ল, হসল্যার একটু আগে ভেগে গেছে ওই পথে। দরজা নিশ্চয়ই খোলা রয়ে গেছে এখনও।

দৌড়ে পিছন দিকে চলে এল ও, দ্রুত ভিজিয়ে রাখা কবাটের বিপরীতে খিড়কি তুলে দরজা আটকে দিল। সন্তুষ্ট মনে এবার সামনে চলে এল। বার্নে ঢুকতে হলে এখন গ্যারি টার্বেল আর তার স্যাঙাৎদের কাঠখড় পোড়াতে হবে।

সামনের দেয়ালের সঙ্গে গাদাগাদি করে রাখা গিয়ারের স্তূপ সরিয়ে জায়গা করে নিল ও এক জানালার কাছে। বিস্তর ধুলো জমেছে গরাদে, তবে গ্রাহ্য করল না। পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে আঘাত করতে কাচ ভেঙে গেল।

শব্দটা শুনে টার্বেলরা যে যেখানে ছিল, থমকে দাঁড়াল।

'মার্শাল?' হাঁক ছাড়ল জেফ।

উত্তর এল না।

উত্তর আশাও করেনি ও। ব্যাটারা গুলি খাওয়ার আতঙ্কে আছে। ওর সঠিক অবস্থান না-জেনে মুখ খোলা সমীচীন হবে না মনে করে নীরব রয়েছে।

'আজ খুনোখুনি হয়ে যাবে এখানে, মার্শাল,' চড়া স্বরে বলল জেফ। 'অথচ এর কোন মানে হয় না। তোমার সঙ্গে ঝগড়া বা শত্রুতা নেই আমার। কার্ক, মানে আমার ভাইয়ের খুনির খোঁজে কিংডম সিটি এসেছি। ব্যস, এর মধ্যে অন্য কোন ব্যাপার নেই। খুনিকে ধরতে পারলে চলেও যাব, তোমাদের হতচ্ছাড়া শহরে থাকার বা তোমার কাজে নাক গলানোর খায়েশ আমার নেই।'

'কিন্তু ইতোমধ্যে একটা খুন তুমি করে বসেছ!' তপ্ত স্বরে বলল মার্শাল। জেফের মনে হলো দেয়ালের উল্টোদিকে রয়েছে সে।

'উঁহুঁ, পিটারের পিঠে ছোরা আমি বসাইনি। এ-পর্যন্ত যা বলেছি, এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি।'

মাথা নাড়ল মার্শাল। 'ভাবলে কী করে যা বলবে, তাই গিলব আমি? যাক্‌গে,আজকের পরিস্থিতি গতকালের চেয়ে ঢের ভিন্ন। ব্যক্তিগতভাবে আমরা দু'জনেই জড়িয়ে পড়েছি। যা খুশি করে

বেড়িয়েছ তুমি, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তোমার লম্বা নাকটা ডুবিয়েছ। কোনভাবে তুমি পার পাবে না!'

অন্য এক জানালার কাছে সরে গেল জেফ, হোটেলের দিকে উঁকি দিল। স্টেজকোচটা এখনও আগের মতই আছে, অদ্ভুত বা অজানা কোন কারণে যাত্রা করেনি।

'সুযোগ পেলে আমার মত একই কাজ অন্যরাও করত,' তর্ক করল জেফ। 'অযথাই আমার উপর খেপে গেছ।'

'ভুল করছ, কাউবয়। এখানে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর হিম্মত কারও নেই।'

'হয়তো, কিন্তু এও তো ঠিক যা হওয়ার হয়ে গেছে, এ-নিয়ে খুনোখুনি করার অর্থ হয় না। লরেটা যেহেতু মত পাল্টে ফেলেছে, ওকে জোর করে বিয়ে করার কোন অধিকার নেই তোমার, বরং ওকে যেখানে খুশি চলে যেতে দেওয়া উচিত। ল-ম্যান হিসাবে সেটা তোমার কর্তব্য। ভদ্রলোক হিসাবে একজন লেডির ইচ্ছের প্রতি সম্মানও দেখানো উচিত!'

'যা দেখিয়েছি, তারচেয়ে বেশি সম্মানই তো দেখাতে চাই!' খরখরে স্বরে হেসে উঠল মার্শাল। 'ওকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে চাই। কিংডম সিটির মার্শালের বউ হবে ও! এরচেয়ে বেশি সম্মান আর কোথায় পাবে, শুনি? উঁহুঁ, ওই মেয়ের পরিণতি ঠিক হয়ে গেছে, কপালের খণ্ডন বদলাতে পারবে না কেউ। আমার বউ হবে বলেই এতদূর থেকে এসেছে এবং সেটা ঘটবেই! যে-কোন মূল্যে আমি ওকে বিয়ে করব।

'আর তোমার ব্যাপারেও সাফ বলে দিচ্ছি, কিছুতে পার পাবে না। আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে চালিয়াতি করে পার পায়নি কেউ।'

'আগেও বলেছি পিটারকে আমি খুন করিনি...'

'দূর! আমি অন্য ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছি!'

হ্যাঁ, গ্যারি টার্বেলের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক, হঠাৎ উপলব্ধি

করল জেফ, আগেই বোঝা উচিত ছিল। ছেলের খুনের কিনারা করা নিয়ে তার আগ্রহ নেই, বরং নিজের অহঙ্কার নিয়ে যত মাথা ব্যথা। জেফ তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, মার্শালকে খাটো ও খেলো করে তুলেছে পুরো কিংডম সিটিবাসীর কাছে, কেউ কেউ যে মুখ টিপে হাসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন জেফকে আচ্ছামত শায়েস্তা করে হারানো সম্মান ফিরে পেতে চায়।

বুনো পশুর মত সঙ্কীর্ণতা, হীন স্বার্থপরতা আর অদ্ভুত এই মানসিক বৈকল্য টার্বেলদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সত্যিকার রক্তের বন্ধন নেই ওদের মাঝে, বরং নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে ওদের দিন কাটে। এরা জানে না স্বার্থত্যাগ করতে, আপনজনের জন্য বিসর্জন দিতে; ভোগ আর ব্যক্তিগত অর্জনের লক্ষ্যে চরম অন্যায় ঘটাতেও পিছ-পা হয় না।

গ্যারি টার্বেলের কাছে ছেলের চেয়ে ব্যক্তিগত সম্মানই বড়। কিংডম সিটিতে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে সে, দোর্দণ্ড প্রতাপ চালাচ্ছে চৌহদ্দিতে, তার কথাই এখানে আইন। বিচ্ছিন্ন কিংবা ব্যক্তিগত বিরোধিতা বা প্রতিরোধ নির্মম ও নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিয়েছে, কখনোই বাড়তে দেয়নি; কারণ টার্বেল জানে কর্তৃত্বের প্রশ্নে সেটা অপরিহার্য। ইস্পাতদৃঢ় কাঠিন্য নিয়ে শহর চালায় সে, অন্যের মাঝে সামান্য বিরোধিতা দেখলেই পরাজয়ের আশঙ্কায় ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে যায়, আক্ষরিক অর্থে যা তার সাম্রাজ্য পতনের জন্য আদৌ হুমকি নয়।

পতনের এই ভয় নিয়ে দিন কাটায় সে, দুর্বলতা প্রকাশ করে না সামান্যও, পাছে যদি উৎসাহিত হয় সচেতন মানুষ! যতদিন লোকের মনে তাকে নিয়ে আতঙ্ক থাকবে, ততদিন সে এখানকার মুকুটহীন সম্রাট। কর্তৃত্বের প্রশ্নে তাই সামান্য বিরোধিতাও আমলে নিতে হয়, অঙ্কুরে বিনাশ করতে হয়; নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করতে হয় চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সক্ষম যে-কোন লোককে।

অন্যের হিম্মত গ্যারি টার্বেলকে খেপিয়ে তোলে, এমনকী তা ছেলেদের হলেও। দমন-পীড়ন তাই ঘর থেকে শুরু হয়, কিংডম সিটি কেবলই বড় একটা জায়গা—যেখানে দু'জন নয়, শত মানুষের দিকে চোখ রাঙাতে হয়।

নিয়তির পরিহাস যে ছেলে দুটোও অবিকল একই মানসিকতা পেয়েছে। বেপরোয়া, হিংসুটে, নিষ্ঠুর, আগ্রাসী ও স্বার্থপর। ঘরে বাপের সঙ্গে পেরে ওঠে না বলে বাইরে তক্কে তক্কে থাকে, সুযোগ পেলেই হিংস্র হয়ে যায়, এমনকী দুই ভাইয়ের মধ্যেও তুমুল লেগে যায়। নিষ্ঠুরতা ও মারকুটে ধাত প্রদর্শনের অঘোষিত প্রতিযোগিতা চলে ওদের মধ্যে!

কিন্তু বাইরের কারও দ্বারা আক্রান্ত হলে বা একই স্বার্থের ব্যাপারে একাট্টা হতেও দেরি হয় না ওদের, রক্তের টান মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় তখন।

জেফ হ্যামিল্টনের মত মানুষ মার্শাল টার্বেলের জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক। একা হয়েও তার সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে, সমস্ত অহঙ্কার ধুলোয় লুটাচ্ছে। বুকে শঙ্কা-পতন আসন্ন! সময় থাকতে সামাল দিতে হবে, নইলে চরম সর্বনাশ ঘটে যাবে।

চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুলেছে রহস্যময় কাউবয়। একই দিনে দু'বার বেধড়ক পিটিয়েছে পিটকে, সার্কেল-টি র‍্যাঞ্চে হানা দিয়ে লরেটা মর্গানকে তুলে নিয়ে এসেছে—ঠিক যেন মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া—চারজনে মিলেও তাকে আটকাতে পারেনি। আর এখন কোণঠাসা অবস্থায়ও পাল্টা মার দেওয়ার তালে আছে।

পিটকেও বোধহয় সে-ই খুন করেছে।

যেভাবে হোক লোকটাকে খতম করতে হবে। ভুল হয়েছে, তিক্ত মনে ভাবছে গ্যারি টার্বেল, পিটের কথা মত গতকালই তাকে শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল। অজুহাতের অভাব হত না, পরে

একটা কিছু বলে দিলে হত। শহরবাসীর কী এমন মাথা ব্যথা যে কোন্ এক জেফ হ্যামিল্টনের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন করবে? অন্য সবকিছু যেভাবে চোখ বুজে সয়ে বা দেখে যায়, এক্ষেত্রেও তাই হত।

মহা ফ্যাসাদে পড়ে গেছে! সম্মান আর বাকি থাকল না। কিন্তু তারচেয়েও বড় ব্যাপার: নিষ্কণ্টক ভবিষ্যতের জন্য হ্যামিল্টনকে শায়েস্তা করা দরকার। এবং সেটা জনসমক্ষে করতে হবে। দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে তাকে দিয়ে। শহরবাসীকে দেখিয়ে দিতে হবে টার্বেলদের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পরিণত কত ভয়ঙ্কর!

নইলে লোকজন বুঝে ফেলবে গ্যারি টার্বেলও অন্য সবার মত সাধারণ মানুষ, ইস্পাতের খোলসের ভিতরটা ফাঁপা, বাইরে থেকে আঘাত করতে থাকলে খোলসটা ধসে পড়বে একসময়। হ্যামিল্টন নামের কাউবয়কে সেই পথটা দেখিয়ে দেওয়ার সুযোগ কোনমতে দেওয়া যাবে না।

যে-কোন মূল্যে তাকে থামাতে হবে।

পিটারের মৃত্যুর শোধ নিতে হবে। হয়তো সে করেনি জঘন্য কাজটা, কিন্তু তার কিংডম সিটিতে আগমনের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এটা–কিছুটা দায় তার থাকেই। সবচেয়ে বড় কথা, ন্যায়-অন্যায় বাছাই করার সময় নেই, গরজও অনুভব করছে না। কিংডম সিটি বা চৌহদ্দিতে কায়েম করা একচ্ছত্র আধিপত্য যে-কোন মূল্যে টিকিয়ে রাখা তার চাই! সেজন্য একটা নয়, প্রয়োজনে দশটা জেফ হ্যামিল্টনের লাশ ফেলে দেবে।

কিংডম সিটিতে আজই ব্যাটার শেষ দিন!

'লুকাস!' সিদ্ধান্ত নিতে পেরে সন্তুষ্ট বোধ করছে মার্শাল, হাঁক ছাড়ল ছেলের উদ্দেশে। মনের গভীরে বুনো ও পাশবিক আমোদ অনুভব করছে, কতদিন এভাবে মানুষ শিকার করেনি! বহুদিন পব সুযোগ পেল। কোণঠাসা লোকটার মনের সীমাহীন উদ্বেগ, শঙ্কা আর মৃত্যুভয়ের কথা চিন্তা করে আনন্দটা আরও বেড়ে যাচ্ছে।

ব্যাটা এখন টের পাবি!

'বার্নের পিছন দরজায় চলে যাও, লুকাস!' নির্দেশ দিল সে। 'আমি বলার আগে ওকে বেরোতে দিয়ো না। ভিতরে আটকে রাখো। কোয়ান, তুমি যাবে পশ্চিম দিকে। বার্লো,' অন্যজনকে ফরমাশ করল মার্শাল। 'পুব দিকটায় খেয়াল রেখো। দেখি ব্যাটা কোন্ দিক দিয়ে বেরোয়! ধোঁয়া দিয়ে গর্তের ইঁদুর বের করার মত ওকেও বার্ন থেকে বের করব।'

ছুটন্ত বুটের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল জেফ, নির্দিষ্ট দিকে চলে গেল তিনজন। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই অবস্থান নিল ওরা। বার্নের সামনের, অর্থাৎ মূল প্রবেশপথে আছে স্বয়ং মার্শাল গ্যারি টার্বেল। চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলেছে লিভারি বার্নটাকে, তবে মোটেই দুশ্চিন্তা করছে না জেফ। পালানোর ইচ্ছে নেই ওর। আদপে ব্যাপারটা ওর জন্য শাপেবর হয়ে দেখা দিয়েছে।

ভাঙা কাচের জানালা দিয়ে আবারও বাইরে দৃষ্টি চালাল ও। গ্যারি টার্বেলের দশাসই দেহের একাংশ দেখতে পাচ্ছে।

জানালা থেকে সরে দরজার কাছে চলে এল জেফ। মার্শালকে সামাল দেওয়ার চমৎকার একটা বুদ্ধি এঁটেছে।

চোদ্দ

চওড়া প্যানেলের পাশে অবস্থান নেওয়ার কথা ভাবল জেফ হ্যামিল্টন, তেমন জুতসই হবে না ভেবে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। অনুমান করল সামনে-পিছনে কোন্ দরজাটা খুলতে সুবিধা

হবে—দ্রুত ও অনায়াসে খুলতে পারবে। বাম দিকেরটা। অবস্থান বদলে দুই দরজার মাঝামাঝি, বার্নের প্রায় কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াল ও।

হার্নেস নাড়াচাড়ার ধাতব ঝনঝন শুনতে পেল প্রথমে, তারপর খুরের ভোঁতা শব্দ হলো। চড়া স্বরে স্টেজ ছাড়ার ঘোষণা দিল ড্রাইভার, গড়াতে শুরু করল চাকাগুলো।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল জেফ। শেষপর্যন্ত যাত্রা করেছে কোচ। লরেটা নিশ্চয়ই চড়েছে—এল পাসোর উদ্দেশে নিরাপদ যাত্রা করেছে। ওকে থামানোর সুযোগ পাবে না গ্যারি টার্বেল। নিজের সম্মান আর অহঙ্কার পুনরুদ্ধারে অতি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মার্শাল। জেফ হ্যামিল্টনকে শায়েস্তা করা ছাড়া দুনিয়ার বাকি সব কাজ গৌণ হয়ে গেছে তার কাছে।

লরেটার বিদায়ে সামান্য হলেও বিষণ্ণতা বোধ করছে জেফ। অস্বীকার করতে পারবে না মেয়েটির প্রতি কিছুটা আগ্রহও বোধ করতে শুরু করেছিল। সচেতন সত্তার দায়িত্বোধ থেকে চেয়েছিল লরেটা নিরাপদে কিংডম সিটি থেকে বিদায় নিক, অথচ অবচেতন মন চাইছিল মেয়েটা থেকে যাক।

জেফের রুক্ষ ও অনিশ্চিত জীবনে মেয়েদের স্থান হয়নি কখনও, আসলে ফুরসতই মেলেনি। জীবিকা ও অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় চলার পথে কেটে গেছে, আজ এখানে তো কাল ওখানে। রোমান্সের সুযোগ হলেও অগ্রাহ্য করেছে।

কিন্তু লরেটা মর্গানের ব্যাপারে তা বলা যাবে না। অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে পরিচয় দু'জনের, না-চাইলেও একে অন্যের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ওরা। অসহায় মেয়েটিকে চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে অন্তস্তলে ঠাঁই দিয়ে ফেলেছে নিজেও জানত না জেফ, এখন টের পাচ্ছে। আবেগটা গভীর নয় বটে, আবার একেবারে অগ্রাহ্য করার মতও নয়। যেভাবে হোক, ওর মনে দাগ কাটতে পেরেছে লরেটা···

অথচ লরেটা চলে যাচ্ছে! মনের গভীরে এক ধরনের শূন্যতা বোধ করছে জেফ। আবিষ্কার করল মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে হবে, অচিরেই–কিংডম সিটিতে কাজ শেষ হয়ে গেলে, কার্কের প্রতি দায়িত্ব পালন শেষে এল পাসোয় চলে যাবে, লরেটার সঙ্গে কথা বলতে হবে। তরুণ বয়সে কম-বেশি সবাই খামখেয়ালি হয়, কিন্তু একসময় ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে, গুরুত্ব দিয়ে ভাবে জীবন আর নিজের কর্মপন্থা। ওর বোধহয় সময় হয়ে গেল!

লরেটা মর্গানের মনোভাব কী হতে পারে, তাতে কিছু যায়-আসে না ওর। মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে হবে এবং বলতে হবে ওকে নিয়ে একটা পরিকল্পনা করেছে। ব্যাপারটা হুট করে হলেও অগ্রাহ্য করতে পারছে না জেফ, বরং উৎসাহ বোধ করছে। দিনের পর দিন অনিশ্চয়তায় ভরা লক্ষ্যহীন পথ চলার চেয়েও জীবনে ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে–জেফের জীবনে এই উপলব্ধি সম্পূর্ণ নতুন, রোমাঞ্চকর এবং অতি তাৎপর্যপূর্ণ।

লরেটার সঙ্গে ওর মতপার্থক্য থাকলেও সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, অন্তত তাই মনে করে জেফ। এই ব্যস্ততার মধ্যে মেয়েটিকে সবকিছু ব্যাখ্যা করার ফুরসত হয়নি, তবে এল পাসো গেলে নিশ্চয়ই বিস্তর সময় পাবে; নিজের জীবন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে, হয়তো লরেটাকেও বোঝাতে পারবে—কেন, কীভাবে বা কোন্ পরিস্থিতিতে এমন জীবন বেছে নিতে হয়েছে। লরেটা বুঝুক বা না-বুঝুক, অন্তত চেষ্টা তো করতে পারবে···

বার্নের সামনের শক্ত, এঁটেল মাটিতে বুটের চাপা শব্দ শুনতে পেয়ে সংবিৎ ফিরে পেল জেফ। দরজার দুই কবাটের ফাঁকে সামান্য চেরা রয়েছে, ফাঁক বরাবর দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকি দিল ও। গ্যারি টার্বেলের ডান কাঁধ চোখে পড়ল। দরজা থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে সন্তর্পণে, সিক্সগান হাতে এগিয়ে আসছে দৈত্যাকার ল-ম্যান।

'টার্বেল?' হাঁক ছাড়ল জেফ।

বুটের শব্দ থেমে গেল। 'কী বলবে?'

'শান্তিপূর্ণ উপায়ে সবকিছু মিটিয়ে ফেলার এটাই শেষ সুযোগ, মার্শাল,' নিচু, কিন্তু জোরাল কণ্ঠে বলল ও। 'তুমি চাইলে এখনই শেষ হয়ে যেতে পারে এই অর্থহীন সংঘর্ষ, নয়তো খুনোখুনি ঘটে যাবে। রক্তপাত না শান্তি চাও, সেটা তোমার ব্যাপার। তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি, এই খেলা যখন শেষ হবে লাশ শুধু একটা নয়, কয়েকটাই পড়বে।'

'ফাঁন্দে পড়িয়া বগা তো কান্দবেই!' খিকখিক করে হাসতে শুরু করল মার্শাল। 'পরিস্থিতি সুবিধের নয় টের পেয়ে এখন রফা করতে চাইছ? ভয়ে পেচ্ছাব করে দাওনি তো?'

'তাই মনে হচ্ছে তোমার?' জেফের কণ্ঠে বিদ্রূপ। 'অথচ কী আশ্চর্য, সবক'টা ভাল তাস আমার হাতে! উঁহুঁ, আমি রফা করতে চাই না কিংবা হালও ছেড়ে দিচ্ছি না। চারজন আছ তোমরা, কিন্তু আমি আছি সুবিধাজনক অবস্থায়। বলেছি না, অন্তত কয়েকটাকে নিয়ে যাব আমার পায়ের কাছে বসে কবর পাহারা দেওয়ার জন্য? কে জানে, হয়তো তোমাকেই পেয়ে যাব! অথচ আদপে এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। স্রেফ হুজুগের বশে আমার পিছু লেগেছ, তোমার উচিত বরং আসল খুনির খোঁজ করা।'

'আমার এক ছেলেকে খুন করেছে আরেক ছেলে, এটা বিশ্বাস করতে বলছ?'

'বিশ্বাস করো বা না-করো সেটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু এটাই ঘটেছে। ল-ম্যান হিসাবে তোমার এর বিহিত করা উচিত।'

'মনে হচ্ছে আমি নই, তুমিই ল-ম্যান!' টিটকারির সুর মার্শাল টার্বেলের কণ্ঠে। 'ভণ্ডামির একটা সীমা থাকা উচিত! আজ পর্যন্ত আমাকে টেক্কা দিয়ে কেউ পার পায়নি, তুমিও পাবে না।'

'হয়তো, কিন্তু গল্পটা অন্য কাউকে বলার সৌভাগ্য তোমার

হবে না, টার্বেল!' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল জেফ। 'আর কোন খাতির করব না, ল-ম্যান বলে তুমিও পার পাবে না! কেউ হামলা করতে এলে এবার পাল্টা খুন করার জন্য গুলি করব আমি!'

'অযথাই কথা বাড়াচ্ছ,' সাফ জানিয়ে দিল মার্শাল। 'আমার ছেলেকে খুন করার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতেই হবে!'

'জেনে-শুনে দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছ। হলফ করে বলতে পারি লুকাসকে এ-ব্যাপারে ঠিকমত জিজ্ঞাসাও করোনি, অথচ তাই করা উচিত ছিল। আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছে সেটা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য। খুনের সময়ে লুকাসকে ল-অফিস থেকে বেরোতে দেখা গেছে জেনেও আমলে নিচ্ছ না।

'আসল কথাটা বলছ না কেন? লরেটা মর্গানকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি বলে আমার উপর যত রাগ, তাই না? কিন্তু সেটা হালে পানি পাবে না বলে পিটারের খুনের উসিলায় আমার উপর চড়াও হতে চাইছ। অথচ তুমি খুব ভাল করে জানো বা বুঝতে পারছ যে খুনটা আমি করিনি। আমার পক্ষে সম্ভবও ছিল না।'

'লুকাস নিজের মুখে বলেছে কাজটা ও করেনি। তা হলে কে করল? আমার কাছে ওর মুখের কথাই সার। সবচেয়ে বড় কথা, দুই ভাই যত ঝগড়া বা মারপিটই করুক, কেউ কাউকে খুন করার লোক নয়।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, পুরোপুরি নিশ্চিত। ওরা আমার ছেলে, আমার রক্তের। আমার চেয়ে বেশি ওদের সম্পর্কে কে জানবে!'

'নিজের প্রতি সুবিচার যখন কেউ করতে পারে না, সেটাই হয়ে দাঁড়ায় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ভুল। এবং এ ধরনের লোকের পক্ষে সবচেয়ে জঘন্য কাজও করা সম্ভব। নিজের কাছে তোমার সৎ থাকা উচিত। বিবেক বলে একটা কথা আছে না? আর আমার ব্যাপারে পুরোপুরিই ভুল ধারণা করে বসে আছ। সেল থেকে বের

হয়ে পিটারকে আমি মৃত পেয়েছি।'

'আসলে তোমার উদ্দেশ্য কী? আমাকে কথার প্যাঁচে ফেলে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চাইছ? কিন্তু জেনে রাখো, মুখের কথায় চিড়ে ভিজবে না। কোণঠাসা করেছি যখন, বাকি কাজও সারব। একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে আজ, এখানেই!'

'বেশ, তোমার যেমন মর্জি!'

নীরবতা নেমে এল। জেফ আগ্রহ পাচ্ছে না, আর বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে বোধহয় পরিস্থিতি বিবেচনা করছে মার্শাল। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল সে, দালান ও বাড়ির সামনে দাঁড়ানো বা জানালায় উৎসুক মুখের অভাব নেই; ফলাফল দেখার অপেক্ষায় রয়েছে সবাই।

'হ্যামিল্টন?'

মার্শালের ডাকে সাড়া দিল না জেফ।

'শুনছ? আমি বলি কী, পিস্তল ফেলে বেরিয়ে এসো। কথা দিচ্ছি, ন্যায্য ট্রায়ালের ব্যবস্থা করব তোমার জন্য।'

হেসে উঠল জেফ। 'দুঃখিত, তোমার কথায় ভরসা পাচ্ছি না।'

আর কিছু বলল না মার্শাল।

দুই কবাটের চেরা দিয়ে আবার বাইরে দৃষ্টি রাখল জেফ, দেখল সতর্ক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে গ্যারি টার্বেল। দূরত্ব হিসাব করল ও। উঁহুঁ, ত্বরিত কিন্তু কার্যকরী গানফাইটের জন্য যথেষ্ট কাছে আসেনি।

লুকাস, বার্লো বা কোয়ান এখন ঠিক কোথায়? আচমকা যদি দরজা খুলে গুলি করতে করতে বেরিয়ে যায় ও, হয়তো মার্শালকে ফেলে দিতে পারবে, কিন্তু বাকিদের নিয়ে কী করবে? অন্যদের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে আগে নিশ্চিত হতে হবে, তারপর হিসাব করা যাবে আদৌ সফল হওয়ার সম্ভাবনা কতটা; নইলে আপাত নিরাপদ বার্ন থেকে বেরোনো ঠিক হবে না। অন্তত কিছু সময়ের

জন্য হলেও এখানে ওকে ছুঁতে পারবে না কেউ।

বার্ন থেকে তখনই বেরোবে, যখন লড়াইয়ের অসম সমীকরণ পাল্টে দেওয়ার জোরাল সম্ভাবনা থাকবে।

মার্শালের মত বাকিরাও সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে, নাকি দূর থেকে লক্ষ রাখছে? বার্নে ঢোকার ফিকিরে যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। চেষ্টা চালাবেই ওরা। যদি সফল হয়, সেক্ষেত্রে দান ওর বিরুদ্ধে চলে যাবে নির্ঘাত। আচমকা আক্রান্ত হওয়ার চিন্তা জেফের মনে অস্বস্তি ধরিয়ে দিল। আধো-অন্ধকার স্টেবলের ভিতরে পিস্তল হাতে ওর খোঁজ করবে কেউ, হয়তো পিছন থেকে...বড্ড অস্বাস্থ্যকর!

তবে এ-নিয়ে অতটা দুশ্চিন্তা না-করলেও চলবে বোধহয়। সম্ভবত গ্যারি টার্বেলের নির্দেশ অমান্য করবে না লুকাস বা দুই ক্রু, অতি উৎসাহী হয়ে বার্নে ঢোকার দুঃসাহস করবে না। মার্শাল নির্দেশ দিয়েছে স্রেফ নজর রাখতে আর কোনক্রমে জেফকে বের হতে না-দিতে, তিনজনের জন্য এমন আদেশই যথেষ্ট, বিশেষ করে পাল্টা যেহেতু জেফের গুলি খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনজন নজর রাখবে, মার্শালকে জেফের উপর চড়াও হওয়ার মওকা করে দেবে—বোধহয় এটাই পরিকল্পনা। একা হামলা করার মুরোদ বোধহয় তিনজনের কারও নেই, অন্তত জেফের কাছে তাই মনে হচ্ছে।

আরও একবার মার্শালকে দেখে নিল জেফ। আর কয়েক পা এগোলে কাঙ্ক্ষিত দূরত্বে চলে আসবে সে।

হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে পরখ করল ও, পুরো লোডেড। দরজা থেকে এবার দুই পা পিছিয়ে এল জেফ। মনে মনে নিজের একমাত্র অসুবিধার কথা ভাবছে। বার্ন থেকে বাইরে পা রাখলে সূর্যের আলো সরাসরি ওর চোখে পড়বে, আর এখন আছে আধো-অন্ধকারে। হঠাৎ তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে,

সেক্ষেত্রে টার্গেট দেখতে পাওয়ার আগেই পাল্টা প্রতিপক্ষের গুলি হজম করতে পারে...

মার্শালের ব্যাপারে ভাবছে না। জেফ তার অবস্থান সম্পর্কে অবগত এবং সুবিধাজনক সময়ে বাইরে পা রাখবে যখন বাড়তি কোন সুবিধা পাবে না টার্বেল। জেফের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট না-হলে, বলা চলে গ্যারি টার্বেলের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে...

আঙুল তুলে হ্যাটের ব্রিম চেপে ধরল জেফ, তারপর অনুমানে সেট করে নিল যাতে বাইরে গেলে সূর্যের আলো সরাসরি চোখে না-পড়ে।

'বার্লো? কোয়ান?' হাঁক ছাড়ল মার্শাল। 'জানালায় চোখ রেখেছ তোমরা?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল দু'জন। দালানের পশ্চিম দিকে থাকা কোয়ান উত্তরে জানাল: 'এখনও ভিতরে আছে ব্যাটা! বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেনি।'

'চোখ-কান খোলা রেখো। আর পিস্তল যেন হাতে থাকে। ওকে বেরোতে দেখলেই গুলি করবে। লুকাস, ওই দরজার কাছে আছ তো?'

'আছি, বাবা,' বাপকে নিশ্চিন্ত করল ছোট ছেলে।

'আমি যখন এদিক থেকে চড়াও হব, সম্ভবত তোমার ওদিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে সে। সাবধান! কোনভাবেই ওকে বেরোতে দেওয়া যাবে না। বুঝেছ?'

'আমার লাশের উপর দিয়ে যেতে হবে ওকে!'

ব্যাটার নার্ভ আছে! স্বীকার করতেই হবে এমন দুঃসাহস জেফ নিজেও করত কি-না সন্দেহ। বন্ধ দরজায় হামলে পড়া চাট্টিখানি কথা নয়, যেখানে জানার উপায় নেই প্রতিপক্ষ পিস্তল হাতে ঠিক কোথায় অবস্থান নিয়েছে। দরজা ভাঙতে গিয়ে যত কম সময়ই লাগুক, ততক্ষণে অন্তত কয়েকটা গুলি করার সুযোগ

পাবে জেফ, অথচ মার্শাল তাতে আমলই দিচ্ছে না! নির্বিকার মুখে ঘোষণা করে দিয়েছে নিজের পরিকল্পনা। এক দরজা ভেঙে বার্নে ঢোকার চেষ্টা চালাবে সে, জেফকে কুপোকাত করবে, কিন্তু অন্য দরজা বা জানালায় সঙ্গীদের রেখেছে যাতে ওদিক দিয়ে পালাতে না-পারে জেফ...

পাল্টা গুলি খেতে হতে পারে সেটা ভাবছে না কেন? ধাপ্পা দিচ্ছে না তো, হয়তো অন্য কোন প্ল্যান করেছে? বোঝার উপায় নেই। তবে গ্যারি টার্বেল যেমন মারকুটে মানুষ, জেফের কাছে মনে হচ্ছে যা বলেছে তাই করবে সে! ধাপ্পা দিচ্ছে না, বরং চড়া গলায় সেটা জানিয়ে দিয়ে জেফকে তটস্থ রাখতে চাইছে, ওর আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরাতে চাইছে; তা হলে আসল কাজের সময়, অর্থাৎ মার্শাল যখন দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকবে—প্রয়োজন বা পরিস্থিতি অনুযায়ী কারিশমা দেখাতে ব্যর্থ হবে।

প্রতিপক্ষের আত্মবিশ্বাস গুঁড়িয়ে দেওয়ার অনেক পুরানো রীতি এটা। তবে ইণ্ডিয়ানরা এরচেয়ে এক কাঠি বাড়া। এমন অবস্থায় ওরা বিভিন্ন দিক থেকে হামলা করে, শত্রুর উপর চড়াও হয় যাতে ওদের সাফল্য শতভাগ নিশ্চিত থাকে। এখানেও তাই হবে, যদি মার্শালের সঙ্গে লুকাস বা অন্যরাও তিন-চারদিক থেকে একই সময়ে বার্নে ঢোকার চেষ্টা চালায়। একা কোন্ দিকে বা কার উপর নজর রাখবে জেফ? প্রথমে যাকে দেখতে পাবে, হয়তো তাকে ফেলে দিতে পারবে, কিন্তু ততক্ষণে অন্যরা ঠিকই ঘায়েল করে ফেলবে ওকে।

ভাগ্যিস, ইণ্ডিয়ানদের মত অত দুঃসাহসী নয় লুকাস বা দুই ক্রু!

কান খাড়া করে শব্দ শুনল জেফ। মার্শাল এগিয়ে আসছে। জুত হয়ে দাঁড়াল ও, শোডাউনের জন্য তৈরি। লম্বা শ্বাস নিয়ে বুক ভরে নিল। ভেল্কি দেখাতে হবে, চমকের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে

হবে ওকে। শুধু বিদ্যুৎ গতিতে ড্র করলেই হবে না, নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি পাঠাতে হবে। নিজে অক্ষত থেকে মোকাবিলা করতে হবে পরিস্থিতি, পটল তুললে হবে না, কারণ কার্কের খুনের কিনারা করতে হবে। যে লক্ষ্য নিয়ে কিংডম সিটিতে এসেছিল তা শেষ করতে হবে। তারপর...

একটা মিনিট কেটে গেল। বড় দীর্ঘ মনে হলো সময়টুকু।

নিঃশব্দে দরজার খিড়কি নামিয়ে দিল জেফ। জোড়া কবাট নড়ল না, আগের মতই রয়ে গেছে। ডান পা তুলে দুই কবাটের মাঝখানে ঠেকাল ও, তারপর সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলা দিল। সপাটে সরে গেল দরজা আর তার পিছু নিয়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল জেফ।

'টার্বেল!' চমকটা সম্পূর্ণ করতে হাঁক ছাড়ল ও।

পঁচিশ ফুট দূরে থমকে দাঁড়াল মার্শাল। জেফের অপ্রত্যাশিত, আচমকা আবির্ভাবে ভূত দেখার মত চমকে গেছে। সহজাত রিফ্লেক্স সামান্য সময়ের জন্য শ্লথ হয়ে গেল। ডান কোমরের সামান্য উঁচুতে মাটির সমান্তরালে নিশানা করা ছিল পিস্তল, ট্রিগারে চেপে বসেছিল আঙুল, জেফকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে দেবে; কিন্তু চমকের কারণে শক্ত মুঠিতে পিস্তলটা চেপে ধরল সে।

একইসঙ্গে গুলি করল দু'জন। দুটো পিস্তলের গর্জন শুনে মনে হলো গুলি একটাই হয়েছে। টলে উঠল গ্যারি টার্বেল, বুকে ভারী বুলেটের ধাক্কায় এক পা পিছিয়ে গেল। চরম বিস্ময় ও অবিশ্বাস ফুটে উঠেছে চাহনিতে।

বুনো আক্রোশে দগ্ধ হলো তার হৃদয়। পিস্তল তুলল সে, মুখ কুঁচকে গেছে–প্রথমে লালচে হলো, তারপর দ্রুত রক্তশূন্য দেখাল: যন্ত্রণা বা ব্যথা কিছুই অনুভব করছে না। যা ঘটে গেছে কোনমতে সেটা বিশ্বাস করতে পারছে না। এও কি সম্ভব? কেন দুর্বল বোধ

করছে? হাতে জোর পাচ্ছে না কেন? ধেত্তেরি!

প্রবল মনের জোরে পিস্তল উঁচিয়ে ধরল সে, জেফের বুকে নিশানা করল। 'হারামীর বাচ্চা...নিকুচি করি তোর! আজ তোকে শেষই করে দেব...' গাল বকে ট্রিগার টানার সময় কুৎসিত হয়ে গেল গ্যারি টার্বেলের মুখ।

বাম পাঁজরের সামান্য নীচে টান অনুভব করল জেফ, ঠিক আগ মুহূর্তে গুলি করেছে। দেখল ঝাঁকি খেল টার্বেলের দশাসই দেহ, শিথিল মুঠি থেকে খসে পড়ল পিস্তল, আর আধ-পাক ঘুরে ভূপতিত হলো সে।

বার্নের দু'পাশ থেকে ধুপধাপ দৌড়ে আসছে কেউ, বুটের শব্দ কানে এল। দ্রুত কয়েক পা পাশে সরে গেল জেফ, এমন এক জায়গায় এল যেখান থেকে দু'দিকে ভাল দেখতে পায়।

বার্নের বাম দিক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল স্টিভ কোয়ান, কোণ ঘুরে আসা মাত্র সামনে কয়েক হাত দূরে দেখতে পেল জেফ হ্যামিল্টনকে। আতঙ্ক অনুভব করল কোয়ান। তড়িঘড়ি গুলি করল এবং মিস্‌ও করল। দ্বিতীয় গুলি করার সুযোগ তাকে দিল না জেফ, তার আগেই তাকে পেড়ে ফেলল।

চরকির মত উল্টো ঘুরল ও, জানে অন্য পাশ দিয়ে যে-কোন মুহূর্তে উদয় হবে হেনরি বার্লো। কিন্তু লুকাস কোথায়? বার্নের ঠিক উল্টোদিকে, পিছন-দরজায় থাকার কথা তার। এখানে আসতে বার্লো বা কোয়ানের চেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করতে হবে তাকে, সেক্ষেত্রে খানিকটা দেরি হতে পারে, বিশেষ করে কোয়ান বা বার্লোর তুলনায়।

আসুক। কিন্তু কথা হচ্ছে, অন্য কোন ফিকির করছে না তো?

'গুলি কোরো না!'

বার্লোর আতঙ্কিত কণ্ঠ। দেখা যাচ্ছে না তাকে, তবে কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল বার্নের ঠিক কোণে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে

বসে আছে।

'পিস্তল ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল জেফ। 'হাত মাথার উপর তুলে রাখবে।'

দু'জন গেল . লুকাস টার্বেল কোথায়? যুক্তি অনুসারে এখানে ছুটে আসার কথা লুকাসের, অথচ তার নমুনাও নেই কিংবা অন্য কোন তৎপরতার প্রমাণও পায়নি জেফ; ব্যাপারটা অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে ওর মনে। আশঙ্কা হচ্ছে। ব্যাটা কোন্ মতলবে আছে কে জানে!

লুকাসকে না-দেখা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

কোনভাবে বার্নে ঢুকে গেছে, আলো-আঁধারির মাঝে এগিয়ে আসছে এদিকে? সেক্ষেত্রে, যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, নিজেকে নগ্ন ও সহজ টার্গেট হিসাবে উপস্থাপন করছে—উপলব্ধি করল জেফ। মাঠে মারা যাবে সব শ্রম, স্রেফ এক গুলিতে ওর কারবার খতম করে দেবে লুকাস। আড়াল থেকে কারও পিঠে গুলি করতে দক্ষ বা দুঃসাহসী মার্কসম্যান হওয়া লাগে না।

দ্রুত পায়ে বার্নের দেয়ালের দিকে সরে গেল জেফ, বিপদের সম্ভাবনা আপাতত কমে গেল তাতে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল ডান পাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে হেনরি বার্লো, মাথার উপর দু'হাত, আর পিস্তল বার্নের কোণে মাটিতে পড়ে আছে। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে সে, মুখে অনিশ্চয়তার ছাপ।

তাকে কাছাকাছি আসতে দিল জেফ। সতর্ক ও সন্দিহান ও। এটা একটা কৌশলও হতে পারে। মুলোর লোভ দেখানো। বার্লো ইচ্ছে করে ধরা দিচ্ছে, আর অন্য কোন দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছে লুকাস? যদি তাই হয়, মহা ধুরন্ধর বলতে হবে তরুণ টার্বেলকে।

সন্দেহ এমনি এমনি করছে না জেফ। আপসে ধরা দিয়েছে বার্লো, একবারও ট্রিগার টেপেনি, জেফকেও গুলি খরচা করতে হয়নি!

ধূর্ত কয়োটের কৌশল! খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে শিকারের মনোযোগ ধরে রাখে একটা কয়োট, আর আড়াল থেকে চুপিসারে এগিয়ে আসে ওটার সঙ্গী, আচমকা চড়াও হয় হতভাগ্য শিকারের উপর।

বার্নের পুব দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল জেফ, স্বস্তি বোধ করছে নতুন অবস্থানে। ওর মোকাবিলা করতে হলে লুকাস টার্বেলকে পুরোপুরি খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে হবে এখন।

এবার নিশ্চিন্ত মনে হেনরি বার্লোর দিকে মনোযোগ দিল জেফ। আঙিনায় চলে এসেছে সার্কেল-টি ক্রু।

'হয়েছে,' বলল ও। 'এবার থামো। আমার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও, হাত মাথার উপর থাকুক। লুকাস কোথায়?'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'বার্নের অন্য পাশে আছে বোধহয়। শেষ ওকে ওখানেই দেখেছি।'

'মিছে বলে লাভ হবে না,' কঠিন সুরে বলল জেফ। 'মেজাজ হারিয়ে ফেলতে পারি। আর এটা যদি কোন ফাঁদ বা কৌশল হয়ে থাকে, প্রথম বুলেটটা কিন্তু তোমার জন্য বরাদ্দ থাকল। কথাটা মনে রেখো।'

'সত্যি কথাই বলছি!' আতঙ্কিত স্বরে চেঁচাল বার্লো। 'গ্যারি যেমন নির্দেশ দিয়েছে, বার্নের ওদিকের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল লুকাস।'

'বেশ। যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে থাকো। প্রয়োজন হলে যাতে অনায়াসে তোমার পিঠে একটা গুলি করতে পারি। শিগ্গিরই দেখা যাবে মিছে বলেছ কি-না।'

তলে তলে স্বস্তি বোধ করছে জেফ। একটু আগেও সীমাহীন উদ্বেগ আর মানসিক চাপ অনুভব করছিল, চারজন সশস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সহজ কথা নয়; চালে সামান্য এদিক-ওদিক হলে গ্যারি টার্বেল বা অন্য কারও হাতে খুন হয়ে যেত, এখন ওর লাশ

পড়ে থাকত এখানে। ধকলটা গেছে মনের উপর দিয়ে, নিরুদ্যম ও পর্যুদস্ত মনে হচ্ছে নিজেকে।

ক্রমশ তটস্থ স্নায়ুগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে, শিথিল হয়ে আসছে পেশি, অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ করে পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। আশপাশে ভিড় করে থাকা উৎসুক দর্শক একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ঘটনাস্থলের দিকে। মনে করেছে লড়াই শেষ।

কিন্তু আদপে তা হয়নি।

হাত তুলে তাদের থামার ইশারা করল জেফ। লুকাস টার্বেল ধারে-কাছে থাকা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই।

আরও একটা ব্যাপারে সচেতন হলো ও, সতর্কঘণ্টী বাজছে মস্তিষ্কে—বিপজ্জনক লোক আরও আছে! ডান পাশে কেউ অবস্থান নিয়েছে।

ঘাড় ফেরাতে পঞ্চাশ গজ দূরে এসে দাঁড়ানো বাগিটা দেখতে পেল জেফ। দু'জন লোক বসে আছে আসনে। ডেভ ক্রাকফ আর লিউ বার্গেস।

পনেরো

অনায়াস দক্ষতায় লাফিয়ে বাগি থেকে নামল ডেভ ক্রাকফ, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল জেফের দিকে। হাঁটার ধরনেই বোঝা যাচ্ছে তলে তলে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। মুখ থমথমে, যুগপৎ রাগ আর বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে চাহনিতে।

উদ্বিগ্ন মুখে তাকে একবার দেখল সেলুনম্যান লিউ বার্গেস, পরিস্থিতি কোন্ দিকে যেতে পারে আঁচ করতে কষ্ট হলো না। ঘোড়ার লাগাম হাত থেকে ফেলে লাফ দিয়ে বাগি থেকে নামল সে, প্রায় দৌড়ে ক্রাকফের পিছু নিল। 'ডেভ, একটা মিনিট! দাঁড়াও না! যা বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা আলোচনা করে মিটিয়ে...'

'আলোচনা?' বিস্ফোরিত হলো ব্যাংক ডিটেকটিভ, ফিরেও তাকাল না সেলুনম্যানের দিকে। জেফের সামনে চলে গেছে সে। 'আলোচনা করে কী লাভ হবে শুনি? অনেক করেছি, ফলাফল তো চোখের সামনে দেখতেই পাচ্ছ!'

'হুট করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে আমাদের আরও একটু অপেক্ষা করা উচিত!' পিছন থেকে বলল বার্গেস।

'অপেক্ষা করব?' খেঁকিয়ে উঠল ক্রাকফ। 'কীসের জন্য? কার জন্য? হ্যাঁ, যথেষ্ট করেছি। এবং সেটাই ছিল চরম ভুল সিদ্ধান্ত। হ্যামিল্টনকে এখানে দেখেই ফেডারেল মার্শালকে খবর দেওয়া উচিত ছিল আমার। তা হলে সবকিছু এভাবে লেজেগোবরে করে দিতে পারত না ও।'

নির্বিকার মুখে ডিটেকটিভের দিকে ফিরল জেফ, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রাণান্ত চেষ্টার পরও অসহিষ্ণু চাহনি ফুটল চোখে। 'গ্যারি টার্বেলের ব্যাপারে বলছ তো?' নিচু স্বরে জানতে চাইল ও।

'কার কথা বলছি না বোঝার কী আছে? দু'দুটো খুন! বাপ-ব্যাটা দু'জন! আশ্চর্য, জেফ, আমার পথে কাঁটা না-দিলেই কি চলে না তোমার?'

'একই কথা তো আমিও বলতে পারি, শুরু থেকে আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছ! তবে এমন ঘটবে আমিও ভাবিনি। পরিকল্পনা মাফিক সবকিছু ঘটে না, এটা তুমিও জানো। বিশেষ করে পিটার টার্বেলের ক্ষেত্রে কিছু করার ছিল না আমার। হুট

করে খুন হয়ে গেল বেচারা, শেষ মুহূর্তের আগে সে নিজেও বুঝতে পারেনি। আর গ্যারি টার্বেলের ক্ষেত্রে আমি নাচার ছিলাম, সে-ই বাধ্য করেছে।'

'তা তো বলবেই! জবর দেখিয়েছ!' তির্যক সুরে বলল ডেভ ক্রাকফ। 'সারাক্ষণ এমন আশঙ্কা করেছি, মনে হচ্ছিল পিস্তলে কারিশমা দেখানোর সুযোগ তুমি হাতছাড়া করবে না। উচিত ছিল...'

'বলে ফেলো, কী করা উচিত ছিল তোমার?' তপ্ত, ক্ষুব্ধ স্বরে জানতে চাইল জেফ, একইরকম কঠিন দৃষ্টি ওর চোখে, ক্রাকফকে পরোয়া করছে না আর। কাঁহাতক উটকো ঝামেলা সহ্য করা যায়? ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে ওর, ঠিক করেছে ডিটেকটিভ বাড়াবাড়ি করলে মোটেও ছেড়ে কথা বলবে না।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছে লিউ বার্গেস। বুঝে গেছে দু'জনের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় যে-কোন মুহূর্তে ভয়াবহ সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে। দ্রুত সক্রিয় হওয়ার তাগিদ অনুভব করল সে।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' তীক্ষ্ণ, কিন্তু বুঝ দেওয়ার সুরে বলল লিউ বার্গেস। 'নিজেদের মধ্যে অযথা কামড়াকামড়ি করতে যেয়ো না। তুমি বোধহয় একটু বেশিই বলে ফেলেছ, ডেভ। গ্যারি টার্বেলকে হাড়ে হাড়ে চিনতাম আমি, জানি কী করতে পারে সে বা কতটা নীচে নামতে পারে। হলফ করে বলতে পারব যে লড়াইটা নিশ্চয়ই তার চাপাচাপিতে হয়েছে। যাক্‌গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন আর কোন কিছুই জোড়া লাগানো যাবে না। তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে, শুরু থেকে সবকিছু যদি হ্যামিল্টনকে পরিষ্কার করে দিতে, তা হলে হয়তো এমন পরিস্থিতি দাঁড়াত না।'

'তোমার তা হলে ধারণা সবকিছু খুলে বললে ও আমার পাশে এসে দাঁড়াত, সাহায্য করত আমাকে? মাথা খারাপ! বোকার স্বর্গে

বাস করছ! হোটেলে আমার সঙ্গে কীভাবে কথা বলেছে ও নিশ্চয়ই মনে আছে?'

'যদ্দূর মনে পড়ছে তুমিই ওর উপর চড়াও হয়েছিলে প্রথম, ডেভ। যেভাবে জেফের সমালোচনা করেছ, তাতে বেচারার মন বিষিয়ে গেলে বা পাল্টা চড়াও হওয়ার জন্য মোটেও দোষ দেওয়া যাবে না ওকে। যাই হোক, এখন আর তাতে কিছু যাবে-আসবে না।' থেমে মার্শাল গ্যারি টার্বেলের নিথর দেহের দিকে তাকাল সেলুনম্যান। 'মরে গেছে?'

নড করল জেফ।

'আমার সব পরিকল্পনা মাঠে মারা গেছে!' প্রবল বিতৃষ্ণা আর হতাশা প্রকাশ পেল ডিটেকটিভের কণ্ঠে।

'আমার মনে হয় ডেভের পরিকল্পনা সম্পর্কে তোমার জানা উচিত,' বলে জেফের দিকে ফিরল বার্গেস। 'যেমন বলেছে ডেভ, গভর্নরের বিশেষ নির্দেশে এখানে এসেছিল ও। উদ্দেশ্য ছিল ব্যাংক ও স্টেজ ডাকাতির সমস্ত কেসের কিনারা করা। যে-কাউকে আটক বা গ্রেফতার করার এক্তিয়ারও ওকে দিয়েছেন গভর্নর। দুই বছর যাবৎ শুধু এদিকে নয়, টেক্সাস আর অ্যারিজোনাতেও বেশ কয়েকটা লুটের ঘটনা ঘটেছে।'

'তদন্তে বেশ এগিয়ে গিয়েছিলাম,' থমথমে মুখে খেই ধরল ক্রাকফ। 'বিভিন্ন প্রমাণ ও লোকজনের দেওয়া বর্ণনা থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে এখান থেকে কয়েকজনের একটা দল সব ঘটনা ঘটাচ্ছে এবং এদের অন্তত একজনের সঙ্গে পিটার টার্বেলের চেহারা মিলে যায়। তাকে অনুসরণ করে কিংডম সিটি এসেছি আমি। কিন্তু এখানে এসে জেনে অবাকই হলাম যে পিটার মাঝে মধ্যে ডেপুটি হিসাবে কাজ করে এবং খোদ মার্শালের ছেলে সে।

'চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখলাম আমার তদন্তে ভুল হয়নি,

সব প্রমাণ পিটারের বিপক্ষে যায়। এখানে হয়তো সাচ্চা লোক সেজে আছে, কিন্তু কিংডম সিটি থেকে দূরে গেলে লুটেরা হয়ে যায়। তবে আমি নিশ্চিত ছিলাম না ওর সঙ্গে আর কে আছে, কিংবা দলটা আসলে কত বড়। ধারণার সপক্ষে প্রমাণও দরকার ছিল। সেজন্য বার্গেস আর জ্যাকসনের সাহায্য চেয়েছি।'

'সকালে বেরিয়ে সার্কেল-টিতে গিয়েছিলাম আমরা,' বলল বার্গেস। 'পুরো র‍্যাঞ্চ তল্লাশ করে নিশ্চিত হয়েছি যে স্টেজ বা ব্যাংক ডাকাতির সঙ্গে টার্বেলরাই জড়িত। আদালতে টিকবে এমন জোরাল প্রমাণ আর আলামত দরকার ছিল, তাই পেয়েছি ওখানে। আধ-পোড়া টাকার থলে, বান্ডিলের মোড়ক, কিছু ড্রাফট ছাড়াও নগদ টাকাও পাওয়া গেছে।

'যা বুঝেছি, মাঝে মধ্যেই বেরিয়ে যেত ছেলেরা, সম্ভবত দুই ক্রু বা অন্য কারও সাহায্য নিয়ে ডাকাতি করত। সব জায়গা কিংডম সিটি থেকে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে। কাজ শেষে দ্রুত ফিরে আসত ওরা, বাপের ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে পড়ত। গ্যারি টার্বেল মার্শাল বলে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা পেত ওরা।'

'কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাববে না যে ছোট্ট এক শহরের মার্শাল বা তার ছেলেরা ডাকাতির সঙ্গে জড়িত,' বলল ডেভ ক্রাকফ, কিছুটা শান্ত দেখাচ্ছে তাকে এখন। সম্ভবত নিজের কৃতিত্বের কথা বলতে পারায়। 'ভালই চলছিল। ছেলেরা রোজগার করছে, বাপ তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। আমার ধারণা, লুটের সব টাকা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে ওরা। যথেষ্ট জমানোর পর হয়তো এখান থেকে কেটে পড়ত। এজন্যই নামকাওয়াস্তে একটা র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছিল, অথচ কোন গরুই নেই ওখানে। র‍্যাঞ্চের কাজকর্মও করত না কেউ।'

থেমে মার্শাল টার্বেলের লাশের দিকে তাকাল সে, থোক্ করে থুথু ফেলল মাটিতে। হতাশায় নুয়ে পড়েছে তার কাঁধ। 'পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে গেল,' নিরুদ্যম কণ্ঠে বলল ডিটেকটিভ। 'আসলে

কত টাকা ওরা জমিয়েছে বা লুট করেছে তা জানা বোধহয় সম্ভব হবে না এখন, এও জানা যাবে না টার্বেলদের সঙ্গে আর কে কে জড়িত ছিল।'

'সার্কেল-টি র‍্যাঞ্চে কাজ সারার পর আর দেরি করিনি,' যোগ করল সেলুনম্যান। 'ভয় হচ্ছিল এখানে হয়তো একটা কিছু ঘটে যাবে। পরিকল্পনা ছিল মার্শালকে গ্রেফতার করার পর মুখ খুলতে বাধ্য করবে ডেভ। শহরের কাছাকাছি এসে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম।'

'তবে একটা ব্যাপার বোধহয় জানা যাবে,' বলল ক্রাকফ। 'অপেক্ষায় থাকতে হবে আর কোন ব্যাংকে ডাকাতি হয় কি-না। যদি হয় এবং ডাকাতির পদ্ধতি যদি আগের মতই হয়, তা হলে বোঝা যাবে টার্বেলরা ছাড়াও লোক আছে এতে।'

সারাক্ষণ চুপ করে পুরো গল্প শুনেছে জেফ, তবে সতর্ক ও, চারপাশে ঠিকই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। 'একটা ব্যাপার বোধহয় ভুলে গেছ তোমরা,' মনে করিয়ে দিল ও।

চট করে মুখ তুলে তাকাল ক্রাকফ, আর জেফের দিকে আরও কয়েক পা এগিয়ে এল সেলুনম্যান।

'কী?' দু'জনেই একযোগে প্রশ্ন করল।

'লুকাস টার্বেল। শোডাউনে সেও ছিল।'

'লুকাস?' বিস্মিত দেখাল বার্গেসকে। 'আমি তো ভেবেছি শহরে বা ধারে-কাছে নেই ও, মাঝে মধ্যে যেমন উধাও হয়ে যায়। ব্যাটা ফিরে এল কখন?'

'গতরাতে র‍্যাঞ্চে ওর সঙ্গে টক্কর বেধে গিয়েছিল আমার। আর সকালে মার্শাল ছাড়াও ওদের দুই ক্রুর সঙ্গে শহরে এসেছে।'

'দারুণ!' খুশি খুশি দেখাল ডিটেকটিভকে। 'হয়তো একেবারে খালি হাতে ফিরতে হবে না, আমার ভাগে অন্তত একটাকে পাব! কোথায় সে?'

জবাব দিল না জেফ। কার্কের আসল খুনি কে, এ-নিয়ে আর কোন সন্দেহ নেই ওর মনে। স্থির, নিশ্চিত হয়ে গেছে।

লুকাস টার্বেল।

ক্ষীণ যেটুকু সন্দেহ ছিল, একটু আগে ডেভ ক্রাকফের দেওয়া তথ্যে তাও নিরসন হয়ে গেছে। পিটার টার্বেলের পিছু নিয়ে টুকসনের ওদিক থেকে কিংডম সিটিতে পৌঁছেছে ক্রাকফ, প্রায় একদিন পিছনে থাকলেও ঠিকই ট্রেস করেছে পিটারকে; তাতে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল—রাইফেলস্টক শহরে যায়নি পিট, বরং সেখানে ছিল তারই ভাই লুকাস এবং সে-ই ডাকাতি এবং জোড়া খুন করেছে। সব প্রমাণ তাকেই নির্দেশ করে।

'ম্যান, বলো আমাকে! কোথায় আছে লুকাস?' অধৈর্য শোনাল ডিটেকটিভের কণ্ঠ। আসামী পাকড়াও করতে অধীর হয়ে পড়েছে, রীতিমত ছটফট করছে। 'চুপ করে আছ কেন? নাকি ওকেও নিজ হাতে শায়েস্তা করার মতলব করেছ?'

মুহূর্তের জন্য রাগ অনুভব করল জেফ, শেষে নিজেকে সামলে নিল। ঠাণ্ডা হয়ে গেল মাথা। উপলব্ধি করছে লুকাসকে গ্রেফতার বা শায়েস্তা করার ষোলোআনা অধিকার রয়েছে ডিটেকটিভের, ঠিক যতটা ওর রয়েছে।

নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন আবিষ্কার করছে জেফ। অতীত হলে কোনভাবে নিরস্ত হত না, লুকাস টার্বেলের হদিশ জানতে দিত না ক্রাকফকে, রবং নিজ হাতে ভাইয়ের খুনির শায়েস্তা করত ও। কিন্তু এখন বোধহয় ব্যতিক্রমের সময় হয়েছে। নিদেনপক্ষে একবার হলেও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো ব্যাপারটা দেখা উচিত এবং সেভাবেই আইনকে তার নিজস্ব দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

এল পাসোয় গিয়ে লরেটার সঙ্গে দেখা করে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সময় এ-ব্যাপারটা বলতে পারবে, দাবি করতে পারবে

অন্তত একবার হলেও শান্তিকামী, নিরীহ ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন মানুষের মত আচরণ করেছে। হয়তো ওর অতীতের প্রতি তখন এখনকার মত প্রশ্নবিদ্ধ চোখে তাকাবে না লরেটা।

'বার্নের পিছনে পাবে ওকে,' বলল জেফ। 'মানে ছিল আর কী। এখনও আছে কি-না বলতে পারব না। ওকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো, ডেভ, আমি ভাগ বসাব না বা নাকও গলাব না।'

পিছনে ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল ওরা। ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল জেফ, লরেটা মর্গানের অস্ফুট আনন্দিত কণ্ঠ কানে এল ওর:'ওহ্, জেফ, এ-কথা বলার জন্য হাজারো ধন্যবাদ তোমাকে! এমনটাই চেয়েছিলাম আমি!'

ষোলো

জেফ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুটে এসে ওর বুকে আছড়ে পড়ল লরেটা। দৃষ্টি নামিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল জেফ, অপ্রস্তুত বোধ করছে। আজব কাণ্ড! মেয়েটা এত আবেগপ্রবণ!

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালিয়ে জেফ দেখল ওদের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে কৌতূহলী লোকজন। ভিড় জমে গেছে। নিজেদের মধ্যে আলাপ শুরু করেছে এরা, রীতিমত শোরগোল উঠে গেছে।

'বার্নের পিছনে গিয়ে টার্বেলকে ধরতে চাই আমি,' কোলাহল ছাপিয়ে উঠল ডেভ ক্রাকফের কণ্ঠ। 'কে কে যাবে আমার সঙ্গে?'

ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে গ্যারি টার্বেলের লাশের

কাছে। একজন ঝুঁকে পরীক্ষা করল দেহটা। 'একেবারে মোক্ষম জায়গায় লেগেছে গুলি,' শেষে সমীহের সুরে মন্তব্য করল সে। 'ঠিক যেখানে লাগার কথা! হৃৎপিণ্ড ফুটো করে ফেলেছে। কোয়ান নামে লোকটার কী অবস্থা?'

'কাঁধে গুলি লেগেছে,' জানাল অন্য একজন। 'তেমন গুরুতর নয়। ডাক্তার কোথায়?'

কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকজনকে পেয়ে গেল ডেভ ক্রাকফ। যার যার পিস্তল পরখ করার পর দল বেঁধে বার্নের পিছন দিকে চলে গেল এরা। অন্য কয়েকজনের সঙ্গে কী নিয়ে যেন আলাপ করছে লিউ বার্গেস।

'তুমি ঠিক আছ তো?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল লরেটা, ওর চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে জেফের সারা দেহে।

মাথা ঝাঁকাল জেফ। 'সামান্য আঁচড় কেটে গেছে একটা বুলেট, তেমন কিছু নয়।' ভুরু কোঁচকাল ও। 'কিন্তু তোমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছি। ধরে নিয়েছিলাম স্টেজে উঠে গেছ।'

'ইচ্ছে ছিল,' খানিকটা অস্বস্তি ভর করল লরেটার কণ্ঠে। 'চেষ্টাও করেছিলাম...' থেমে গেল ও।

'কিন্তু?' জানতে চাইল জেফ, তাকিয়ে আছে।

অপ্রতিভ দেখাল লরেটাকে, মুখে রক্ত জমতে শুরু করেছে। 'কী করব, বলো? তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল! শেষপর্যন্ত কী হলো না-জেনে যেতে ইচ্ছে হলো না।'

'আমাকে নিয়ে অত দুশ্চিন্তা না-করলেও চলত,' মৃদু হেসে বলল জেফ। 'এরচেয়ে কঠিন বিপদ থেকেও বেরিয়ে এসেছি। এসব আমার কাছে নতুন নয়। ভেবেছি এখানকার কাজ শেষ হলে এল পাসোয় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব, যা কিছু ঘটেছে সময় নিয়ে তোমাকে ব্যাখ্যা করব...'

'না, জেফ, এখন আর ব্যাখ্যা করার মত কিছু নেই,' বাধা

দিয়ে বলল লরেটা। 'আমিই ভুল করেছি, দুনিয়ার অন্য জায়গার সাপেক্ষে এখানকার পরিস্থিতি বিবেচনা করেছি, যেটা মোটেও ঠিক হয়নি। প্রয়োজনের খাতিরে এখানে মানুষ কঠিন হতে বাধ্য হয়েছে। তুমি যখন ডিটেকটিভকে ওই কথা বললে, তখনই বুঝে গেছি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা তোমার মধ্যে এতটুকু কমতি নেই। জেদ বা রাগের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং আইনের নিষ্ক্রিয়তার কারণে দোষীকে শাস্তি দেওয়ার কথা চিন্তা করেছ।'

'জেফ,' ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেছে বার্গেস। 'পিটার টার্বেলের ব্যাপারে আলাপ করছিলাম আমরা। বার্টসন'স লিভারির হসল্যার অটি অ্যানজেল বলেছে পিটকে সেদিন রাতে দেখেছে ও। আমার মনে হয় তুমি যা বলেছ, তাই ঠিক। কোন ব্যাপার নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি বেধে গিয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে লুকাসের হাতে খুন হয়ে যায় পিট। একটা ব্যাপার অবশ্য পরিষ্কার হয়নি—তুমি কীভাবে জেল থেকে বেরিয়ে এলে?'

'আমি অজ্ঞান থাকা অবস্থায় সেলের দরজা খুলে দিয়েছিল কেউ, সেটা লুকাস হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ল-হাউসের বাইরে তক্কে তক্কে ছিল ও, আমি বেরোতেই গুলি করল। আরেকটু হলে কাজ সাবাড় করে ফেলেছিল, তবে আমি সতর্ক ছিলাম বলে বেঁচে গেছি, নইলে ওর পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল হয়ে যেত। লুকাস ভেবেছিল জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর, সেলের দরজা খোলা পেয়ে খুশি হয়ে যাব আমি, কোন কিছু না-ভেবে বেরিয়ে যাব, আর বাইরে থেকে আমাকে খতম করে দেবে ও। কিন্তু আমি পাল্টা গুলি শুরু করার পর লোকজন বেরিয়ে আসতে শুরু করে, বেচাল দেখে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে ও।'

'হ্যাঁ, এবার মিলছে,' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল বার্গেস। 'তোমাকে ফাঁসিয়ে দিতে চেয়েছিল লুকাস। ল-অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই যদি তোমাকে খুন করতে পারত সে,

তা হলে দাবি করত পিটকে খুন করে পালিয়ে যাওয়ার সময় গুলি করেছে তোমাকে, যে-কোন সচেতন নাগরিকের যা করা উচিত। তাতে খুনের দায় থেকে বেঁচে যেত সে, তোমাকেও শায়েস্তা করা হয়ে যেত। এক ঢিলে দুই পাখি শিকার!'

'আসলে আমাকে ওর ট্রেইল থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই সে পুরো আয়োজন করেছে, বিশেষ করে সেলের দরজা খুলে দিয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকাল সেলুনম্যান। 'হ্যাঁ, এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে লুকাসই তোমার ভাইকে খুন করেছে, রাইফেলস্টক শহরের ব্যাংক লুট করেছে। ফেডারেল মার্শাল বা ক্রাকফ ওকে ছিবলে সব ডাকাতি আর লুকিয়ে রাখা টাকার খবর বের করার পর নিশ্চয়ই ফাঁসিতে চড়িয়ে দেবে।'

'তার আগে তো ওকে ধরতে হবে,' মন্তব্য করল ভিড় করা এক লোক। 'ওই যে, আসছে ওরা। কই, আমি তো ওদের সঙ্গে কোন আসামী দেখতে পাচ্ছি না।'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল জেফ, বার্নের দিকে ফিরতে দেখতে পেল ডেভ ক্রাকফ সহ লোকজন ফিরে আসছে। উৎসাহে ভাটা পড়েছে তাদের, যতজন গিয়েছিল এরচেয়ে কমই ফিরে এসেছে।

'ব্যাটা পালিয়েছে,' কাছে এসে জানাল ব্যাংক ডিটেকটিভ। 'আমরা যখন আলোচনা করছিলাম, ওই সুযোগে সটকে পড়েছে। তবে বেশিদূর যেতে পারবে না, এখনই ওকে ধাওয়া করলে ঠিক ধরা পড়বে।'

জেফের দীর্ঘকায় দেহ আড়ষ্ট ও টানটান হয়ে যেতে দেখল লরেটা। দ্রুত জেফের বাহু চেপে ধরল ও, বলল: 'লোকটার পিছু নিয়ে তোমাকে যেতে হবে না, জেফ, কাজটা অন্যদের করার সুযোগ দাও। পুরো ব্যাপারটা ক্রাকফ সামাল দিক। ডিটেকটিভের নাম তো ওটাই, তাই না?'

মেয়েটির কণ্ঠে আশঙ্কা ঠিকই টের পেল জেফ, এবং পরিস্থিতির গুরুত্বও অনুধাবন করতে পারছে। এবারও বোধহয় ব্যর্থ হবে পাসি। এমনকী ডেভ ক্রাকফ থাকার পরও। 'কিন্তু এটা আমাদের সবার দায়িত্ব। এমন পরিস্থিতিতে সবাই সাহায্য না করলে আইনকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।'

ভিড়ের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে গেছে ডেভ ক্রাকফ, বক্তৃতা শুরু করেছে। 'তিন-চারজন লোক লাগবে আমার। তবে যেনতেন কেউ হলে চলবে না, এদের প্রত্যেকের মধ্যে নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও যথেষ্ট প্রত্যয় থাকতে হবে। লুকাস টার্বেলকে ধরার আগ পর্যন্ত আমরা ফিরে আসব না। তাই তিন-চারদিন লাগতে পারে, এমন মানসিক প্রস্তুতি নেওয়াই ভাল। তবে এখনও যেহেতু বেশিদূর যেতে পারেনি সে, আমার মনে হয় আজ বা আগামীকালের মধ্যে ওকে ধরে ফেলা সম্ভব।

'ভাইসব, আনাড়ি কেউ না-এলেই ভাল। হুজুগে না-মেতে বরং চিন্তা-ভাবনা করে এলে ভাল হয়। মরিয়া হয়ে পড়লে লুকাস পাল্টা গুলি করতে পারে, এমন চিন্তা তোমাদের করা উচিত। তাই আমি বলব যাদের বউ-বাচ্চা আছে, তাদের না-যাওয়াই ভাল।

'বার্গেস, তিন-চারজনের একটা দল নিয়ে সার্কেল-টি র‍্যাঞ্চে যাবে তুমি। কে জানে, হয়তো ওখানে গিয়ে লুকিয়ে পড়বে লুকাস টার্বেল। আসলে কী করে সেটা আগাম বলা মুশকিল। তবে প্ল্যান যা করেছি, আশা করি ব্যর্থ হব না। সবচেয়ে বড় কথা, এখনও শহর থেকে দূরে সরে যাওয়ার সময় পায়নি সে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে যাত্রা করতে পারব আমরা। তো, এই কথা রইল: এক দল আমার সঙ্গে সরাসরি লুকাস টার্বেলের ট্রেইল ধরবে, অন্য দল বার্গেসের সঙ্গে সার্কেল-টি র‍্যাঞ্চে যাবে।'

ইশারায় বার্গেসকে কাছে ডেকে নিল ডিটেকটিভ, নিচু স্বরে নির্দেশ দিল: 'যতটা সম্ভব গোপনে টাকার খোঁজ চালাতে হবে,

বেশি জানাজানি হলে রাজ্যের লোক হাজির হয়ে যাবে ওখানে। তবে আসল কথা কাউকেই বলা যাবে না, বোলো অন্য কিছুর খোঁজ করছ। আমি নিশ্চিত র‍্যাঞ্চের কোথাও লুকানো আছে সব টাকা। যে-কোন লুটেরার স্বভাব হচ্ছে লুটের মাল ধারে-কাছে, চোখের সামনে রাখা; যাতে প্রয়োজনে তুলে নিয়ে কেটে পড়তে পারে।

'সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারো র‍্যাঞ্চের দিকে যাবে লুকাস টার্বেল। এবার হয়তো তল্লাট ছেড়ে চলে যাবে এবং নির্ঘাত লুটের মাল নিয়ে কেটে পড়ার চেষ্টা করবে। ইতোমধ্যে সার্কেল-টি র‍্যাঞ্চে চলে গেছে কি-না কে জানে! যাই হোক, আমরা ওর ট্র্যাক অনুসরণ করব, আর তুমি লোকজন নিয়ে সরাসরি র‍্যাঞ্চে যাবে। সম্ভব হলে লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা কোরো। এমনও হতে পারে লুকাস হয়তো না-জেনে তোমাদের পাতা ফাঁদে গিয়ে পড়বে!'

'বেশ, তোমাদের মধ্যে কয়েকজন চলে এসো আমার সঙ্গে,' ঘোষণা দিল লিউ বার্গেস, উত্তেজনা ফুটেছে কণ্ঠে। 'এখন সবাই গিয়ে যার যার ঘোড়া নিয়ে এসো। পনেরো মিনিট পর আমার সেলুনের সামনে দেখা হবে।'

লোকজন বিদায় হতে জেফের কাছে চলে এল সেলুনম্যান, সবক'টা দাঁত বের করে হাসল। 'তোমার বোধহয় এবার হাত-পা গুটিয়ে থাকলেও চলবে। তুমি বরং ডাক্তারের কাছে গিয়ে ক্ষতটা দেখাও, অবহেলা করলে পরে ভুগতে হতে পারে। মনে হচ্ছে অত গুরুত্ব দিচ্ছ না? আমার কাছে দেখে কিন্তু সাধারণ মনে হচ্ছে না,' জেফের বগলের কাছে রক্তে ক্রমে ভিজে ওঠা শার্ট দেখাল। 'ওই যে, দেখো, এরইমধ্যে যথেষ্ট রক্ত ঝরেছে। যাক্‌গে, আমার কাছে মনে হচ্ছে একদিনের জন্য যথেষ্ট করেছ। বাকিটা আমাদের উপর ছেড়ে দাও।'

বিশ হাত দূরে পাসির জন্য লোক বাছাই করছে ডেভ ক্রাকফ। প্রায় দশ-বারোজন লোক জুটে গেছে। এরচেয়ে বেশি

আশাও করেনি।

'এ-পর্যন্ত এসে ইস্তফা দিতে আমারও আপত্তি নেই,' লরেটার দিকে তাকিয়ে বলল জেফ। 'দেখা যাক, কতটুকু কী করতে পারে ওরা। চলো, এক কাপ কফি খাওয়া যাক।'

'উঁহুঁ, আগে তুমি ডাক্তারের কাছে যাবে।'

'তার কাছে দশ মিনিট পরে গেলেও কিছু হবে না,' তর্ক করল জেফ। 'কফি খেতে খেতে কয়েকটা ব্যাপারে আলাপ করব।'

'যা বলেছি তাই করবে তুমি!'

'বাপরে! এখনই খবরদারি শুরু করেছ!'

'খবরদারি নয়, জেফ, কর্তব্য পালন করছি। যখনকার কাজ তখনই করা উচিত, ঝুলিয়ে রাখলে ঝামেলা বাড়ে। এটা নিশ্চয়ই তুমিও মানো?'

মাথা ঝাঁকাল জেফ। বাম বগলের কাছে ক্ষতে চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে, যদিও অগ্রাহ্য করছে ও। খানিকটা আড়ষ্টও বোধ হচ্ছে।

'ওই তো, ওই যে লুকাস! শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে ও!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল এক লোক।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল জেফ। হোটেলের দিকে দৃষ্টি চলে যেতে দেখল রেইলে রাখা ঘোড়ার স্যাডলে চড়ছে লুকাস টার্বেল। দৃশ্যত, বার্নের পিছন থেকে চক্কর কেটে রাস্তার ওপাশে চলে গেছে সে, প্লেইন্সম্যান হোটেলের পিছন-দরজা দিয়ে সামনে বেরিয়ে গিয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে চলে গেছে। কেউ তাকে দেখতে পায়নি।

নিক্ষিপ্ত তীরের মত ছিটকে ভিড় থেকে বেরিয়ে গেল ডেভ ক্রাকফ, তারপর ছুটতে শুরু করল। 'থামো!' চেঁচিয়ে হুমকি দিল সে। 'থামো, নইলে ঠিক...'

লুকাসের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল।

ছুটন্ত অবস্থায় ঝাঁকি খেল ডিটেকটিভ, তাল সামলাতে না-

পেরে হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল টার্বেল, তারপর আবার গুলি করল। উঠে দাঁড়াতে চাইছিল ক্রাকফ, হোলস্টারে চলে গেছে হাত, মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে। এবারের গুলি তার বুক ফুটো করল। কয়েক সেকেণ্ড হাঁটুয় ভর দিয়ে খাড়া থাকল সে, নিখাদ বিস্ময় নিয়ে বুকের ছোট্ট গর্তটা দেখছে। গলগল করে রক্ত ঝরছে। শেষে, হুড়মুড় করে বালির উপর মুখ থুবড়ে পড়ল। নিথর পড়ে থাকল।

ফের গুলি করল লুকাস। ক্রাকফের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে, আগুয়ান ভিড়ের কাছাকাছি ধুলো চটকাল গুলিটা।

সতর্ক করে দিতে গুলিটা করেছে সে। ভড়কে দিয়ে সাধারণ লোকজনকে নিরস্ত করতে চাইছে।

কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে, ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা বনে গেছে সবাই। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে লোকজন, ডিটেকটিভের করুণ পরিণতি তাদের স্তম্ভিত, বিমূঢ় ও বিহ্বল করে তুলেছে।

লরেটার কাছ থেকে সরে এল জেফ। মনটা তেতো হয়ে গেছে ওর। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখানেও ঘটে গেল: আসল অপরাধী ঠিকই পার পেয়ে যাচ্ছে, আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে ফেলল।

লরেটার দিকে ফিরল জেফ, দেখল এখনও বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারেনি মেয়েটি। ওর হাতে মৃদু চাপ দিল জেফ, বলল: 'দেখলে তো, কী পরিস্থিতি! এখন দায়িত্বটা আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে। জেনে-শুনে একজন অপরাধীকে আমি এভাবে পালাতে দিতে পারি না। জীবনের বেশিরভাগ সময়ই আমার এমন কারণে অস্ত্র তুলে নিতে হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল লরেটা। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে জেফকে যেতে দিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু এও বুঝতে পারছে এমন পরিস্থিতিতে দক্ষ ও যোগ্য মানুষের বসে থাকা চলে না, নিজ থেকে এগিয়ে যেতে

হয়: এমনকী শত ঝুঁকি থাকার পরও।

'তুমি যাও, জেফ,' নিচু স্বরে বলল ও। 'আমি তোমার জন্য অপেক্ষায় থাকব। আর...আমার কথা মাথায় রেখো, অযথা ঝুঁকি নিয়ো না।'

সতেরো

ছুটে স্টেবলে চলে গেল জেফ। স্যাডল পরানো অবস্থায় ছিল কালো রোয়ান, দৌড়ের মধ্যে উঠে গেল ওটার পিঠে। স্যাডল-ব্রিডল পরাতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট হলো না। হাঁটুর গুঁতোয় আগে বাড়াল ঘোড়াকে, স্টেবল থেকে বেরিয়ে এসে চকিত দৃষ্টি চালাল চারপাশে। বেশিরভাগ লোক এখনও বুঝে উঠতে পারেনি আসলে কী করা উচিত। এখনও রাস্তায় রয়ে গেছে।

লরেটা আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে ওর উদ্দেশে হাত নাড়ল জেফ। স্মিত হাসার প্রয়াস পেল মেয়েটি, কিন্তু পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ওর ফ্যাকাসে মুখে উদ্বেগ, শঙ্কা আর অসহায়ত্ব ঠিকই ধরা পড়ল জেফের চোখে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল জেফ। দুনিয়াটা এমনই, চাইলেও গা ছেড়ে দেওয়ার উপায় নেই। কর্তব্য মানুষকে ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ, স্বপ্ন বা সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। বিপদের সম্ভাবনাকে তখন তুচ্ছ জ্ঞান করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সভ্যতার ডাক সবাই উপেক্ষা করতে পারে না, জেফ হ্যামিল্টন তাদের একজন।

মুখে যতই বলুক, আদপে জেফের দায়িত্ববোধ বা দর্শন পুরোপুরি মেনে নিতে পারবে না লরেটা, কারণ এতে অভ্যস্ত নয় ও। পশ্চিমের অনেক কিছু ওর কাছে দুর্বোধ্য, বাড়াবাড়ি এবং বুনো মনে হতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। তবে সময়ে, যদি পশ্চিমে থাকে, হয়তো ধাতস্থ হয়ে যাবে। বহু মহিলা পছন্দের মানুষ বা স্বামীর হাত ধরে বুনো এই দেশে চলে এসেছে, কাটিয়ে দিয়েছে বাকি জীবন, অথচ এরা তার আগে পশ্চিম সম্পর্কে কেবল শুনেছেই। রুক্ষ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এরা, মানিয়ে নিয়েছে চরম বাস্তব ও কঠিন জীবনের সঙ্গে। কেউ কেউ ব্যর্থ হয়েছে, তা বলা বাহুল্য। তবে সংখ্যাটা কম।

লরেটা মর্গান হতে পারে সেই সব অগ্রণী নারীদের একজন, যারা স্বামীর পাশে চলার যোগ্য–যারা স্বামীকে শুধু প্রেরণাই দেয় না, বরং প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়ায়। এরা রাঁধতে যেমন জানে, তেমনি জানে নিখুঁত নিশানায় গুলি ছুঁড়তে বা বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে। জেফ এমন মহিলাকেও দেখেছে যে কোলের বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে জানালা দিয়ে হামলাকারী ইণ্ডিয়ানকে গুলি করেছে। এমন দৃঢ়চেতা স্বভাব জন্ম থেকে কেউ নিয়ে আসে না, বরং পশ্চিম তাদের দৃঢ় মনোবলের অধিকারী বানিয়ে দেয়।

তাই, এখন যতই অনভ্যস্ত হোক, আদপে লরেটা মর্গান হতে পারে পশ্চিমে একজন আদর্শ নারী। অন্তত তাই মনে করে জেফ। এর নমুনা ইতোমধ্যে মেয়েটির মধ্যে দেখতে পেয়েছে।

লরেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে কিংডম সিটির বর্তমান পরিস্থিতিতে সক্রিয় হওয়াই কর্তব্য ছিল জেফের। আইনকে দুষ্টের দমন করার সুযোগ দিয়েছিল নিজে নিষ্ক্রিয় হয়ে, কিন্তু সেটা কাজে আসেনি। এবার যে আইনের গাফিলতি বা অনীহা ছিল তা নয়, বরং ডেভ ক্রাকফের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা ছিল প্রশ্নাতীত; স্রেফ যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় করুণ পরিণতি হয়েছে তার।

অপরাধী পালিয়ে যেতে পেরেছে। ক্রাকফের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে লুক টার্বেল। ব্যাংক ডিটেকটিভ টার্বেলের মত বেপরোয়া, মারকুটে বা হিংস্র হলে আজ কিংডম সিটির রাস্তায় তার লাশ পড়ে থাকত না, *বিচারের বাণীও নিভৃতে কাঁদার* মত অবস্থা হত না।

পশ্চিমে আইনের অস্তিত্ব নামমাত্র এবং যাও-বা আছে, তার প্রয়োগ খুবই সীমিত। ল-ম্যানদের হতে হয় দূরদর্শী, মারকুটে এবং অস্ত্রে দক্ষ; নইলে আউটল বা দুর্বৃত্তদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারে না। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে বেশিরভাগ ল-ম্যানের মধ্যে এসব গুণের ঘাটতি রয়েছে; আবার লুকাস টার্বেলের মত এত হিংস্র ও বেপরোয়া আউটলর সংখ্যাও নেহাত কম।

দুর্বল আইনের কারণে বেশিরভাগ মানুষকে নিজের নিরাপত্তা নিজেকে নিশ্চিত করতে হয়। পশ্চিমে ল-ম্যানরা কেউই এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নয়, বরং সবাই সাধারণ মানুষের কাতার থেকে আসা; সচেতন বিবেকের তাগিদে, রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার নেশায় বা স্রেফ দায়িত্ব নিতে ভালবাসে বলে বুকে ব্যাজ এঁটে নিজের জীবন ও ভবিষ্যৎ তুচ্ছজ্ঞান করে ঝাঁপিয়ে পড়ে সভ্যতা নির্মাণের পথে।

কিংডম সিটিতে ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল লুকাস টার্বেলের, তার খুনে সীসা শুধু ডেভিড ক্রাকফকে স্তব্ধ করে দেয়নি, বরং শহরের তাবৎ লোককে বেকুব বানিয়ে দিয়েছে। এমন কিছু ঘটবে কেউ ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি; বরং সবাই মনে করেছিল অনায়াসে পাকড়াও করা যাবে লুকাসকে। দশ-বারোজনের পাসিকে ফাঁকি দিতে পারবে না সে।

কিন্তু সহজ-সরল কিংডমবাসীদের বোকা বানিয়ে চলে গেছে সে, দিব্যি পার পেয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ পাসিতে যোগ দিতে চেয়েছে বটে, তবে এদের কারও নেতৃত্ব দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তাই লোক থাকলেও, কার্যত লুকাস টার্বেলকে আটকানোর মত যোগ্য কেউ নেই; বিশেষ করে তৎক্ষণাৎ অগ্রণী ভূমিকা পালন

করার মত।

এমন পরিস্থিতিতে বসে থাকা চলে না, বিশেষ করে জেফের মত সচেতন মানুষের পক্ষে। তাই, দুষ্টের দমন আবার ওকেই করতে হবে, এবং বরাবরের মত একা।

ঘোড়াটা তুফান বেগে ছুটছে। রাতের বিশ্রাম পেয়ে তরতাজা হয়ে উঠেছে। ঘটনার আকস্মিকতা সামলে উঠেছে লোকজন, পিছনে শোরগোল আর হৈহল্লার আওয়াজ শুনতে পেয়ে অনুমান করল জেফ। আশা করা যায় লিউ বার্গেসের নেতৃত্বে একটা পাসি খাড়া করবে শহরবাসী, এবং তারপর টার্বেলের পিছু ধাওয়া করবে। তবে এ-ধরনের হুজুগে তৎপরতা তেমন ফলদায়ক হয় না। জেফের অতীত অভিজ্ঞতা তাই বলে। কারও পিছু নেওয়ার ক্ষেত্রে দলের চেয়ে বরং একাকী বা বড়জোর দু'তিনজনের পক্ষে সফলকাম হওয়া অনেক সহজ ও সম্ভাবনাময়।

ডেভ ক্রাকফের আঘাত কতটা গুরুতর? আচমকা গুলি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল সে। তার মত দক্ষ লোক পাল্টা গুলি করতে ব্যর্থ হয়েছে, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লেগেছে জেফের। এর একটাই তাৎপর্য হতে পারে: ক্রাকফের আঘাত বেশ গুরুতর, কিংবা আরও খারাপ...

ট্রেইল ধরে দৃষ্টি চালাল ও। আউটলকে দেখার আশা করছে না, তবে জানে সামনে রয়েছে লুকাস। দ্রুতগতিতে ধাবমান ক্যালিকো ঘোড়ার খুরের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। উত্তর দিকে যাচ্ছে সে, দিগন্তে বিলীন হয়ে যাওয়া পাহাড়শ্রেণী তার আপাত গন্তব্য, গতরাতে যেখানে লরেটাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল জেফ।

একবার পাহাড়ের লাগোয়া ঘন বনভূমি বা পাহাড়ে পৌঁছে যেতে পারলে তখন টার্বেলকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। তার আগেই ধরে ফেলতে হবে। স্যাডলের উপর ঝুঁকে বসল জেফ,

স্পার দাবিয়ে কালো রোয়ানকে গতি বাড়ানোর তাগাদা দিল।

মিনিট কয়েক পর লুকাসকে দেখতে পেল। টিলার মত উঁচু জমির চূড়া পেরোচ্ছে আউটল, ক্যালিকোর পিঠের সঙ্গে প্রায় লেপ্টে আছে। বড়জোর মাইল খানেক হবে। শুরুতে দূরত্ব এরচেয়ে বেশি ছিল, কিন্তু দুর্দান্ত গতির বদৌলতে দূরত্ব কমিয়ে এনেছে রোয়ান। চূড়া থেকে ওপাশের ঢালে নেমে যাওয়ার আগে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল লুকাস টার্বেল, তার মুখ দেখতে না-পেলেও প্রতিক্রিয়া অনুমান করতে কষ্ট হলো না–ঘোড়াকে আরও জোরে ছুটতে বাধ্য করল।

টিলার চূড়ায় উঠে আসার পর আউটলকে সামনের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কোথাও দেখতে পেল না জেফ। সবজু জমির বুক চিরে চলে গেছে ট্রেইল। আশপাশে আড়াল নেওয়ার মত জায়গা নেই, একেবারে খোলা জায়গা। অথচ লোকটা যেন ভোজবাজির মত উধাও হয়ে গেছে!

গতি কমিয়ে ফেলেছে জেফ। ঢাল ধরে কয়েক গজ এগোল, বাতাসে ধুলোর গন্ধ রয়েছে বটে, তবে ওর ধারণা ট্রেইল ধরে যায়নি টার্বেল, কারণ খুব বেশি এগিয়ে ছিল না সে। ট্রেইল ধরে গেলে বড়জোর কয়েকশো গজ যেতে পারত এই সময়ে, আর এখন সামনের খোলা জায়গায় তাকে দেখা যেত নির্ঘাত।

ওকে খসিয়ে ফেলার মতলব এঁটেছে।

ধীর গতিতে পিছিয়ে এল জেফ, ঢালের শুরু থেকে দু'পাশে তালাশ চালাল। পড়ে থাকা নুড়িপাথর আর ঝোপঝাড়ে চিহ্ন রয়ে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। ট্রেইলে অবশ্য তাজা খুরের ছাপ রয়েছে, কিন্তু সংখ্যায় অনেক বলে কোন্‌টা কার ঠাহর করা মুশকিল। লুক টার্বেলের ক্যালিকো ঘোড়ার খুরের ছাপ আলাদা করার উপায় নেই।

অগত্যা ধীর গতিতে এগিয়ে গেল ও। দুটো দুশ্চিন্তা কাজ

করছে মনে–অ্যাম্বুশের ভয় আর লুকাস টার্বেলকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা। আউটল হয়তো ট্রেইল ছেড়ে অন্য কোন পথ ধরেছে।

ঢালের পাদদেশে গিয়েও ট্র্যাক দেখতে পেল না জেফ। ত্যক্ত মনে চারপাশে তাকাল, বিতৃষ্ণা বোধ করছে নিজের উপর; মনে মনে নিজের সমালোচনা করছে–আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল!

সহসা ডানদিকে বেশ দূরে ছুটন্ত খুরের শব্দ শুনতে পেল।

ঘোড়ার রাশ টেনে পুরোপুরি থেমে গেল জেফ। লোকটা যদি লুকাস টার্বেল হয়ে থাকে, দ্বিগুণ বেগে পুবদিকে ছুটে গেছে, এবং চলার পথে সামান্য দক্ষিণে সরে গেছে। হঠাৎ ব্যাপারটা ওর মাথায় ঢুকল, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না। কেন সে এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে?

উত্তর একটাই: টাকা। লিউ বার্গেসকে নিয়ে র‍্যাঞ্চে তালাশ করেছিল ক্রাকফ, কিন্তু সফল হয়নি; হয়তো তাড়াহুড়োর কারণে। পরে আরও ভালভাবে খোঁজাখুঁজির ইচ্ছে ছিল তার। সেজন্য বার্গেসের নেতৃত্বে পাসির এক অংশকে র‍্যাঞ্চে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল।

নিশ্চয়ই টাকার জন্য সার্কেল-টি র‍্যাঞ্চের দিকে যাচ্ছে লুকাস টার্বেল।

. এতদিন ধরে জমানো লুটের টাকা র‍্যাঞ্চে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল টার্বেলরা। সব না-হলেও যথেষ্ট পরিমাণ নিয়ে কেটে পড়ার ধান্ধা করেছে লুকাস। নিশ্চয়ই জানে কোথায় আছে। জানাটাই স্বাভাবিক। ধরা পড়তে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা সেও চিন্তা করেছে, কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া মনস্থ করেছে; তারমানে টাকার অঙ্কটা বড়সড় ও লোভনীয়, এতটাই যে ধড়া পড়ে সর্বস্ব, এমনকী পৈত্রিক প্রাণ হারানোর ঝুঁকিও সে অনায়াসে নিচ্ছে।

নাকি ভেবেছে পাসি র‍্যাঞ্চে পৌঁছানোর আগেই টাকা নিয়ে সটকে পড়বে? জেফকে আমলে নিচ্ছে না, কিংবা আমলে নিলেও

এ-ছাড়া তার আর উপায় নেই? এত টাকার লোভ ত্যাগ করা সত্যি কঠিন। কোনরকমে শুধু পাহাড়ে চলে যেতে পারলেই হবে, কেউ আর লুকাসের টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকোয় পাড়ি জমালে কিংডম সিটিতে টার্বেলদের অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে। লুটের টাকায় মেক্সিকোয় দিব্যি নতুন জীবন শুরু করতে পারবে সে।

কিন্তু যে-ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে জেফ, ওটার আরোহী যদি লুকাস টার্বেল না হয়ে থাকে?

ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সামনের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় টার্বেলের চিহ্নও নেই, অন্য কোন দিক থেকে ধাবমান ঘোড়ার খুরের শব্দও কানে আসেনি। সেক্ষেত্রে, ধরে নেওয়া যায় এটাই ক্যালিকোর খুরের আওয়াজ।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে ট্রেইল থেকে সরে এল জেফ, অনুমানের উপর নির্ভর করে পুবমুখী ট্রেইল ধরল। কে জানে, ঠিক পথে এগোচ্ছে কি-না! তবে বিকল্পও নেই ওর সামনে।

ভুল হয়ে থাকলে, এই ট্রেইল অনুসরণ করে লুকাস টার্বেলকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে, কার্কের খুনির খোঁজ নতুন ভাবে শুরু করতে হবে। তবে এবার বাড়তি একটা সুবিধা পাবে, যেহেতু তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত জানে।

আবার এমনও হতে পারে: হয়তো সঠিক পথেই যাচ্ছে, কিন্তু ওকে ফাঁকি দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে টার্বেল; যেতে যেতে একসময় তার ট্রেইল আর খুঁজেই পাবে না। সার্কেল-টিতে পৌঁছানোর আগেই সেখান থেকে লুটের টাকা নিয়ে কেটে পড়তে পারে লুকাস।

ব্যাপারটা ঠেকাতে হলে সময়মত পৌঁছতে হবে জেফকে। গতি বাড়াতে তাগাদা দিল রোয়ানকে, নরম জায়গায় ঘোড়ার পা হড়কে যাওয়ার আশঙ্কা আমল দিচ্ছে না।

উপত্যকা ছাড়িয়ে এবড়োখেবড়ো প্রান্তর পাড়ি দিচ্ছে এখন। অপরিচিত জায়গা বলে সমস্যা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা সার্কেল-টি র‍্যাঞ্চটা কতদূরে জানা নেই, হয়তো কাছ দিয়ে পেরিয়ে যাবে অথচ জানতে পারবে না। একবারই গিয়েছিল এবং সেটাও রাতের বেলায়, তাই র‍্যাঞ্চটার সঠিক অবস্থান জানতে পারেনি। তা ছাড়া, ভিন্ন পথে যেতে হচ্ছে এখন। তাই র‍্যাঞ্চ ছাড়িয়ে যাওয়া কিংবা পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সিকি মাইল দূর দিয়ে চলে গেলেও বলতে পারবে না, কারণ পুরো এলাকা ওর অচেনা।

আরও একটা ব্যাপার, র‍্যাঞ্চে চুপিসারে ঢুকতে হবে, কোন ভাবে ওর আগমন লুকাসকে টের পেতে দেওয়া যাবে না। এ-কাজটাই সবচেয়ে কঠিন। জানবে কী করে র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, ওর আগমন আড়াল করার জন্য কোন্ স্থান থেকে ঘোড়াকে হাঁটাতে হবে?

পরিচিত জায়গায় এসব কাজ পানির মত সহজ, কিন্তু অচেনা হলে যত বিপত্তি বেধে যায়। এখানেও তাই ঘটার সমূহ সম্ভাবনা।

কান খাড়া করে ক্যালিকো ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনল জেফ। এটাই ওর একমাত্র ভরসা। ক্যালিকোর খুরের শব্দ থেমে গেলে ধরে নিতে হবে লুকাস থেমেছে, অর্থাৎ র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গেছে। ছুটতে বা হাঁটতে থাকা ঘোড়ার খুরের শব্দেও ভিন্নতা রয়েছে, দূর থেকে শুনে পার্থক্য করা সম্ভব।

তবে টার্বেলের থামার ভিন্ন তাৎপর্যও রয়েছে। হয়তো স্বেচ্ছায় থেমেছে। দেখেছে জেফ পিছনে লেগেছে, এতক্ষণে যখন খসাতে পারেনি এবার চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারে–অ্যাম্বুশে ঝামেলা খতম করে দিতেও থামতে পারে, কিংবা ধাপ্পা দেওয়ার জন্য। খুরের শব্দের উপর যেহেতু পুরোপুরি নির্ভর করছে জেফ, ওটা শুনতে না-পেলে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে ভুল পথে চলে যেতে বাধ্য, কিংবা ইস্তফা দিতে পারে। দুটোর যাই হোক, সেটা টার্বেলের পক্ষে যাবে।

কিছুক্ষণ পর হাঁটু সমান লম্বা ঘাসঅলা বিস্তীর্ণ এক উপত্যকা পেরোল জেফ, সরু ক্রীক পেরিয়ে হালকা বনাঞ্চলে প্রবেশ করল। ফের যখন খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল, সামনে বিস্তীর্ণ সমভূমি দেখতে পেল। ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে এগোল ও, বুঝতে পারছে এভাবে নিজেকে অ্যাম্বুশে পড়ার ঝুঁকি নিচ্ছে, কিন্তু টার্বেলের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে আনতে এ ছাড়া কোন উপায়ও দেখতে পাচ্ছে না।

ঢেউ খেলানো তৃণভূমি পেরিয়ে গেল জেফ। কখনও ঢালের তলায় থাকল, কখনও বিস্তীর্ণ ঢালু ঘেসো জমি ধরে ছুটল; আবার কখনও পাঁজরের হাড়ের মত সমান্তরাল ও উঁচু প্রকাণ্ড অ্যারোয়ো পাড়ি দিল।

শেষ অ্যারোয়ো পেরিয়ে যাওয়ার সময় ঘটল বিপত্তি। দেখে আগেরটার মতই নিরাপদ মনে হলো, কিন্তু ঘোড়ার গতি বাড়াতে পরমুহূর্তে টের পেল পায়ের নীচ থেকে সরে যাচ্ছে রোয়ানটা। হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। স্রেফ রিফ্লেক্সবশত শেষ মুহূর্তে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল জেফ, স্টিরাপ থেকে পা খুলে ঝাঁপ দিল।

দু'হাত দূরে ভূপতিত হলো ও। বাম কাঁধের উপর পড়েছে বলে তীব্র ব্যথার ঝলক ছড়িয়ে পড়ল কাঁধ আর বাহুতে, দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা হজম করল জেফ। গড়ান দিয়ে শরীর সিধে করল ও, তারপর চিৎ হয়ে পড়ে থাকল মাটিতে। বুকের সমস্ত বাতাস এক লহমায় বেরিয়ে গেছে।

গড়িয়ে সরে গেল জেফ, হাঁটু মুড়ে উঠে বসল। নিজেকে নিয়ে ভাবছে না, বরং রোয়ানের ভাল-মন্দ চিন্তা করে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তাকিয়ে দেখল চার হাত-পায়ে খাড়া হয়েছে রোয়ান, মাথা নাড়ল বার কয়েক, যেন বুঝতে পারছে না কী থেকে কী হলো; ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে।

সম্ভবত অক্ষত আছে ওটা।

উঠে দাঁড়াল জেফ। বাম কাঁধে ব্যথা হচ্ছে, এবং টের পাচ্ছে

পড়ে যাওয়ায় বগলের কাছে গ্যারি টার্বেলের বুলেটে তৈরি জখম থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে, কারণ উষ্ণ কী যেন শার্টের নীচে সড়সড় করে নেমে যাচ্ছে কোমরের দিকে। কোনটাই গ্রাহ্য করল না ও, বরং নিতান্ত নিস্পৃহতার সঙ্গে ঘোড়ার পাশে গিয়ে স্যাডলে চড়ে বসল।

নীরবে কান পাতল জেফ। উঁহুঁ, ক্যালিকোর খুরের শব্দ এখন আর শুনতে পাচ্ছে না। ভুরু কুঁচকে ভাবল ও, শেষে নিজের মন্দভাগ্যকে গাল দিল। আকস্মিক এ পতনের মূল্য অন্যভাবেও দিতে হয়েছে—ক্যালিকো ঘোড়ার সঙ্গে যোগাযোগের শেষ সুতোটা ছিঁড়ে গেছে। সামান্য একটা খরগোস বা ইঁদুরের গর্তে রোয়ানের পা পড়ার এমন চরম মূল্য দিতে হলো!

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল জেফ, বোঝার চেষ্টা করল কোন্ দিকে যাওয়া উচিত। ডানে, বহু দূরে নীলচে ধোঁয়ার ক্ষীণ রেখা উঠে যাচ্ছে আকাশে।

ওটা নিশ্চয়ই কিংডম সিটি। মনে মনে ওখান থেকে পুবমুখী কাল্পনিক একটা রেখা টানল জেফ, প্রায় তিন মাইল দূরে সার্কেল-ডি র‍্যাঞ্চটা থাকার কথা।

কে জানে, আকাশের বুকে কাল্পনিক রেখা টেনে শেষটায় কী লাভ হবে! তিক্ত মনে ভাবল জেফ। হাঁটুর গুঁতোয় আগে বাড়াল রোয়ানকে, খেয়াল করল ওটা খুঁড়িয়ে বা আড়ষ্টভাবে হাঁটে কি-না। না, পুরোপুরি স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

ঢালের উপর উঠে এল ও। কিছুদূর এগোনোর পর বালিময় ওঅশে নেমে পড়ল, তারপর ওটা পেরিয়ে ঢালু জমি ধরে উঠতে শুরু করল। আলগা বালির কারণে রোয়ানের খুর থেকে কোন শব্দ হচ্ছে না। ক্যালিকোর খুরও নীরব হয়ে আছে।

সিকি মাইল পেরিয়ে এল জেফ হ্যামিল্টন। ঝোপঝাড় আর গাছের সংখ্যা পাতলা হয়ে এসেছে, বোঝাই যায় একসময় চাষ

করা হত এখানে, কিন্তু এখন সবই পরিত্যক্ত, অবহেলিত।

মিনিট কয়েক পর ঝোপঝাড়ের ফাঁকে দূরে সার্কেল-টি র‍্যাঞ্চ হাউসের জীর্ণ, নোংরা ও মলিন কাঠামো দেখতে পেয়ে সারা দেহে স্বস্তির জোয়ার অনুভব করল জেফ। চট করে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, লাগাম হাতে সন্তর্পণে এগোল এবার। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে, চোখ-কান খোলা।

র‍্যাঞ্চ হাউসের অবস্থান নির্ণয়ে বা অনুমানে ভুল হয়নি। এখন দেখা যাক লুকাস টার্বেলের মতিগতির ব্যাপারে ওর আন্দাজ ঠিক আছে কি-না...

তখনই ক্যালিকো ঘোড়াটাকে দেখতে পেল।

আঠারো

ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়িয়ে পড়ল জেফ হ্যামিল্টন। যথেষ্ট আড়াল পাচ্ছে, কিন্তু তারপরও সরে গেল ঘন গ্রিজউড ঝোপের আড়ালে। রোয়ানকে গ্রাউণ্ড-হিচ করে ফিরে এল আগের জায়গায়, সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে পুরো লে-আউট দেখে নিল।

লুকাস টার্বেলের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। তারমানে বাড়ির ভিতরে আছে সে।

পিছিয়ে এসে আড়াল-আবডাল ব্যবহার করে বার্নের পিছন দিকে চলে এল জেফ, কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করছে। এখানে ওকে দেখতে পাবে না কেউ, অন্তত বাড়ি থেকে।

বার্নের দেয়াল ঘেঁষে সাবধানে এগোল ও, এক দরজার কাছে

পৌঁছে দেখল আংশিক খোলা আছে ওটা। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে শেষে ঢুকে পড়ল।

ভিতরে আবছা আঁধার আর আলো-ছায়ার কারসাজি। শুকনো লাদি ও খড়ের মিশ্র গন্ধ বাতাসে। সামনের স্টলে দুটো ঘোড়া রয়েছে। দ্রুত পায়ে ওগুলোর পাশে চলে এল জেফ, খুঁটিয়ে দেখল।

একটা ঘোড়া বাকস্কিন। দেখেই বোঝা যায় টানা রাইডিঙের ধকল গেছে বেচারার উপর দিয়ে। ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও।

এটাই সেই ঘোড়া, রাইফেলস্টক শহরে যাওয়ার সময় রাইড করেছে লুকাস, ফিরেও এসেছে এর পিঠে। জেফের ধাওয়া খেয়ে ঘোড়াটাকে নিষ্ঠুরের মত ছুটিয়েছে লুকাস। কিংডম সিটি হয়ে, গতরাতে এখানে পৌঁছানোর পর কোন এক ফাঁকে ঘোড়া বদল করে ক্যালিকোয় চড়েছে। সম্ভবত লরেটা আর জেফকে ধরতে পাহাড়ে ব্যর্থ অভিযান শেষে র‍্যাঞ্চে ফিরে ঘোড়া বদলেছে।

বার্নের সামনের দিকে চলে এল জেফ। খোলা দরজার কাছে থেমে মূল বাড়ির দিকে তাকাল। ঠিক সামনে সেই জানালা, যেটা দিয়ে গতরাতে গ্যারি টার্বেলকে দেখেছিল। সম্ভবত এই কামরায় আছে লুকাস। বাড়ির কাছে যেতে হলে খোলা আঙিনা পেরিয়ে যেতে হবে, জানালা মাঝখানে রেখে আঙিনা পেরোনো খুব কঠিন ও বিপজ্জনক হবে।

পিস্তল বের করে সিলিন্ডার পরখ করল ও। লুকাসকে ধাওয়া করার সময় এক ফাঁকে কিংডম সিটিতে ব্যবহৃত কার্তুজের খোল ফেলে তাজা কার্তুজ ভরেছে। তারপরও চেক করল, অভ্যাসবশত ব্যাপারটা সবসময়ই করে।

আবার বাড়ি আর সামনের খোলা আঙিনার দিকে মনোযোগ দিল জেফ। বেশ কয়েকটা ছোট ছোট কাঠামো রয়েছে, যার দুটো

কাঠের স্তূপ ও বাতিল মালপত্রে ভরা। গতরাতে বাড়ির দিকে এগোনোর সময় ওগুলোর আড়াল ব্যবহার করেছে। তবে এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। দিনের আলোয় লুকাসের অগোচরে বাড়ির কাছে যাওয়া সম্ভব হবে না। বার্ন থেকে বাইরে পা রাখা মাত্র ধরা পড়ে যেতে পারে।

কিন্তু বাড়ির কাছে যাওয়ার এটাই একমাত্র উপায়।

মূল বাড়ির চারপাশে শক্ত, কাদা মাটি লেপে দেওয়া। আঙিনা ঝকঝক করছে দুপুরের খরতাপে। পিস্তল হাতে লম্বা নিঃশ্বাসে বুক ভরে নিল জেফ। ধাপে ধাপে এগোতে হবে–পালাক্রমে ছোট ছোট কাঠামোর আড়াল নিয়ে যেতে হবে।

ছুটে বার্ন থেকে বেরোল ও, লক্ষ্য প্রথম কাঠের গাদা।

'এবার পেয়েছি তোমাকে, বাছাধন!'

লুকাস টার্বেলের তাচ্ছিল্য ও উল্লাসভরা কণ্ঠ। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার বাড়ি থেকে নয়, কণ্ঠটা এসেছে ওর পিছন দিক থেকে।

'মাথার উপর হাত তুলে ঘুরে দাঁড়াও, চাঁদ!' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল লুকাস। 'সামান্য বেতাল করলে পিঠ ফুটো করে ফেলব!'

থমকে দাঁড়াল জেফ। পিঠে গুলি খেতে চায় না। কাছে-পিঠে কোথাও লুকিয়ে ছিল হারামীটা!

'হ্যাঁ, এই তো! এবার ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াও!' লুকাসের কণ্ঠে আগ্রহ ঝরে পড়ছে। 'এত হন্যে হয়ে আমার পিছু নিয়েছ, কিন্তু কী আশ্চর্য এখন পর্যন্ত তোমার মুখটা ঠিকমত দেখাও হয়নি! কপালের ফের একেই বলে, ঘুরে-ফিরে কেবলই তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে!'

যথেষ্ট সতর্ক ছিল না বলে নিজেকে গাল বকছে জেফ, তবে নির্দেশ তামিল করতে দেরি করল না। ধীর ভঙ্গিতে মাথার উপর হাত তুলে ঘুরে দাঁড়াল।

বার্নের ছাদের নীচে, চিলেকোঠার খড়ের গাদায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে লুকাস টার্বেল। প্রমাণ সাইজের চেরা দিয়ে শরীরের অর্ধেক বের করে দিয়েছে, হাতে উদ্যত পিস্তল। খিকখিক করে হাসছে সে, উল্লাস চেপে রাখতে পারছে না।

'কী বোকা আমি!' হাসছে সে, চোখে-মুখে আমোদ। 'ভেবেছি উত্তরের ট্রেইলে ধোঁকা দিয়ে তোমাকে খসিয়ে ফেলতে পেরেছি। কিন্তু দেখাই যাচ্ছে ভুল করেছি। এলাকায় নতুন হলেও সেয়ানা লোক তুমি, গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হয়ে গেছ।'

'নরকে গেলেও হাজির হয়ে যেতাম,' তিক্ত মনে বলল জেফ। 'মরণ না-হওয়া পর্যন্ত তোমার ট্রেইল থেকে খসাতে পারবে না আমাকে!'

'হ্যাঁ, সেটার ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না,' সমঝদারের ভঙ্গিতে বলল লুকাস। 'এবার, চান্দু, পিস্তলটা হাত থেকে ছেড়ে দাও তো।'

আঙুল শিথিল করে দিল জেফ, ধুপ শব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ল পিস্তলটা।

তেরছা চোখে ওর দিকে তাকাল লুকাস, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে গেছে ঠোঁটের কোণ। 'আচ্ছা, তুমি তা হলে রাইফেলস্টক ব্যাংকের সেই কেরানির ভাই? তোমার ধাওয়া খেয়ে এ ক'দিন ছুটেছি আর সবসময়ই ভেবেছি মানুষটা দেখতে কেমন। হতাশ হয়েছি, ভাইয়ের সঙ্গে তোমার কোন মিলই নেই!'

পরিস্থিতির বিচার সারা হয়ে গেছে জেফের। এতক্ষণ পর্যন্ত পুরো কোণঠাসা ও অসহায় মনে হচ্ছিল নিজেকে, রক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিল না; তবে এখন ক্ষীণ আশা উঁকি দিচ্ছে মনে।

'ভাই-বেরাদারদের খুন করা দেখছি তোমার বিশেষ পছন্দ!' হেঁয়ালির সুরে বলল ও।

'মানে কী?'

'মায়ের পেটের ভাইয়ের পিঠেও ছুরি ঢোকাতে ওস্তাদ তুমি।'

শ্রাগ করল লুকাস, মুখ নির্বিকার। 'ওহ্, তাতে অবশ্য ভালই হয়েছে। আপদ বিদায় হয়ে গেছে! গাধার খাটুনি আমাকে খাটতে হত, সব ঝুঁকি আমি নিতাম; অথচ ভাগের টাকা সবসময় ঠিকই বুঝে নিত পিট। ওর সমস্ত দাবি বা অত্যাচার শুধু বাবার কারণে সহ্য করেছি, কারণ বেতাল কিছু ঘটিয়ে এলেও বাবা ঠিক সামাল দিত, আইনের দিক থেকে কোনরকম গ্যাঞ্জাম সইতে হত না।

'অলস আর হাঁদা ছিল পিট!' কথার মুডে পেয়েছে লুকাসকে, জেফ জানতে না-চাইলেও অনর্গল বলে যাচ্ছে; সম্ভবত জেফের পরিণতি সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত আছে বলে। বেফাঁস কথাবার্তায় ক্ষতিকর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। 'গায়ে-গতরে বিশাল হলে কী হবে, আসলে ছিল ভীতুর ডিম! যখনই একা অপারেশনে যেত, শূন্য হাতে ফিরে আসত। কীভাবে কী করতে হয় শেখানোর জন্য সহজ কয়েকটা অপারেশনে নিয়ে গিয়েছিলাম ওকে, কিন্তু শিখল না। যে ছয় বছরে শেখে না তার ষাট বছরেও হয় না। লুটপাটের সময় হলেই ওর পা কাঁপত, অথচ ভাগ-বাটোয়ারার সময় নিজের ভাগ ষোলোআনা বুঝে নেওয়া চাই।'

'সেজন্য ওকে খুন করে ফেললে?' নিস্পৃহ স্বরে বলল জেফ। 'আমার ভাই ছাড়াও সম্ভবত আরও এক ডজন মানুষকে যেভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছ।'

'অত হালকা ভাবছ কেন আমাকে? আমার পিস্তলে ছয়টা আঁচড় আছে, সবক'টাই ডুয়েলের পর পড়েছে!' লুকাসের কণ্ঠে অহঙ্কার। 'আর দুপুর শেষ হওয়ার আগে আরেকটা আঁচড় কাটব। তোমার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হবে, কিন্তু দেখতে আসছে কে কীভাবে তোমাকে খুন করলাম?

'ভালই ছিলাম আমরা, এমনকী পিট সারাক্ষণ যন্ত্রণা করার পরও। কাজ শেষে বাড়ি চলে আসতাম, আইনকে নিয়ে চিন্তা

করতে হত না। আজতক আমাদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে জিততে পারেনি কেউ। কিন্তু তুমি আসার পর যত ঝামেলার শুরু! লেনদেন চুকিয়ে ফেলার সুযোগ পেয়ে সত্যি ভাল লাগছে আমার, নিজের উপর গর্ব হচ্ছে, বাবার মৃত্যুর শোধটা নিতে পারব!'

'আমি কিন্তু একা নই,' মৃদু স্বরে বলল জেফ। 'শহরে যাকে গুলি করেছ, তার পরিচয় জানো? ব্যাংক ডিটেকটিভ। সেও গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হয়েছে, তোমার সমস্ত অপরাধ জেনে গেছে এবং ওর উপরঅলাকেও জানিয়েছে।'

'ওই ক্রাকফ নামের লোকটার কঁথা বলছ তো? টিকটিকির বাচ্চাটার পেটে বুলেট ঢুকিয়ে সত্যি আনন্দ পেয়েছি! ওকে দেখেই কেমন *আইন আইন* গন্ধ পাচ্ছিলাম! তবে এখন আর কিছু যায়-আসে না। যা দরকার তারচেয়ে ঢের বেশি টাকা এখন আমার হাতে, মেক্সিকোয় গা ঢাকা দিলে রাজ্যের সব টিকটিকি মিলেও আমার টিকিটি ছুঁতে পারবে না।'

'মেক্সিকো কেন, লুকাস, আসলে কোথাও যাচ্ছ না তুমি,' মেকী কর্তৃত্ব ও আত্মবিশ্বাসের সুরে বলল জেফ, ট্রাম্প কার্ড শো করছে। চকিতের জন্য সামান্য ডান দিকে সরে গেল ওর দৃষ্টি, ভাবখানা এমন ওখানে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। 'বার্গেস? ওর কথা শুনেছ তো? এখন সবই স্পষ্ট হয়ে গেছে, ওকে ফাঁসিতে ঝোলাতে আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার হবে না।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল লুকাস টার্বেল, খড়ের গাদায় খসখসে শব্দ হলো। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার, চাহনি সন্ত্রস্ত, ঝট করে পিস্তলে নিশানা করল জেফকে।

'শেয়ালের ভয়ে আতঙ্কিত মুরগির ছানার মত ছটফট করছ, লুকাস,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল জেফ। 'হুট করে অমন নড়াচড়া করা কি ঠিক? অন্তত এক ডজন রাইফেল তাক করা আছে তোমার দিকে। শহরে লোকজনের মনের যা অবস্থা, তোমাকে ছেঁদা করার সুযোগ

পেলে পে-ডের ফুর্তি হয়ে যায় ওদের!'

'ব্যাটা মিথ্যুক! আমি তোমাকে আসতে দেখেছি। একা ছিলে তুমি।'

'হ্যাঁ, পশ্চিম দিক থেকে একা আসতে দেখেছ আমাকে। কিন্তু এখানে আসার রাস্তা তো আরও আছে, নাকি? আশ্চর্য, পাসি নিয়ে লোকজন আসতে পারে, এটাও ভাবোনি! পুরো র‍্যাঞ্চ ঘিরে আছে ওরা, লুকাস। এখন একটা কাজই করার আছে তোমার, পিস্তলটা ফেলে মাথার উপর হাত তুলে নেমে এসো।'

'মাথা খারাপ!' চেঁচিয়ে ঘোষণা করল লুকাস, চট করে খড়ের গাদার আরও ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে সরে গেল।

ঝটিতি ঝুঁকে পায়ের কাছে পড়ে থাকা পিস্তলটা তুলে নিল জেফ, তারপর পুরোপুরি সিধে হওয়ার আগেই ছুট দিল বার্নের দরজার উদ্দেশে। চৌকো দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে ঝাঁপ দিল প্রথম স্টলের উদ্দেশে। সশব্দে খড়ভরা স্টলের পাটাতনে পড়ল ও।

মাথা নিচু করে খড় চিবুচ্ছিল লুকাসের বিধ্বস্ত বাকস্কিন। আচমকা উৎপাতে পিলে চমকে গেল ওটার, ঝাড়া দিয়ে পিছিয়ে গেল এক কদম, তারপর তীক্ষ্ণ শব্দে চিঁহি ডাক ছাড়ল।

মাথা নিচু রেখে স্টলের বাইরে হাত বাড়িয়ে দিল জেফ, বাকস্কিনের চোয়ালে হাত রেখে ওটাকে শান্ত করার প্রয়াস চালাল। ফিসফিস করে কথা বলল।

প্রায় মিনিট খানেক পর সফল হলো ওর প্রচেষ্টা। খড়ের দিকে মনোযোগ দিল বাকস্কিন।

নিজের মনে একচোট হেসে নিল জেফ। ভালই ধাপ্পা দিয়েছে টার্বেলকে। তবে কাহিনির শেষ অধ্যায় এখনও বাকি, মঞ্চস্থ হবে সার্কেল-টি র‍্যাঞ্চে।

ছাদটা খুঁটিয়ে দেখল ও। ছাদ বা চিলেকোঠায় ওঠার একটা ট্র্যাপডোর থাকতে বাধ্য, তবে আবছা অন্ধকারে ঠিকমত দেখতে

পাচ্ছে না। মিনিট খানেকের মধ্যে খুঁজে পেল—ডানদিকের দেয়ালে মাঝ-বরাবর। চিলেকোঠা থেকে নামতে হলে লুকাসকে ট্র্যাপডোর দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে, তারপর মই বেয়ে নামতে হবে অথবা বাইরের দিকে যে-চেরায় শরীর বের করে দিয়েছিল, ওটা দিয়ে লাফ দিতে হবে।

জেফ মোটামুটি নিশ্চিত দ্বিতীয় উপায় বেছে নেবে না সে, তাতে হাত-পা ভাঙার আশঙ্কা রয়েছে, কারণ একে উচ্চতা বেশি, তায় নীচের মাটি পরিণত গ্র্যানিটের মত শক্ত। তা ছাড়া, জেফের ধাপ্পা সম্পর্কে এখনও সন্দেহ নিরসন করতে পারেনি—মনে করছে পাসির সদস্যরা রয়েছে আশপাশে, সেক্ষেত্রে হুট করে এভাবে বার্ন থেকে বেরোলে পাসির মুখে পড়ে যেতে পারে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, চিন্তা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আউটলর তৎপরতা চোখে পড়ল ওর। শুকনো বোর্ডের উপর দিয়ে বুটের ঘসটানি, খড়ের খসখসে শব্দ এবং ট্র্যাপ-ডোর সরে যাওয়ার চাপা ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ হলো। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে নামার চেষ্টায় আছে আউটল। পরমুহূর্তে ছাদ থেকে লাফিয়ে লাদিভরা নোংরা মেঝেয় পা রাখল লুকাস টার্বেল।

সিধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল সে।

গালে তপ্ত ভাপ দিয়ে চলে গেল বুলেট, মৃত্যুর গন্ধ পেল জেফ হ্যামিল্টন। পরের গুলি বিঁধল ওর ডান বাহুতে, ভারী বুলেটের ধাক্কায় স্টলের দেয়ালের উপর ছিটকে পড়ল। চট করে পাল্টা গুলি করল ও, কিন্তু তাড়াহুড়ো করেছে বলে ফস্কে গেল। আবছা আলোর মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছে লুকাস, ক্ষণে ক্ষণে জায়গা বদল করছে, আর সমানে গুলি করে চলেছে।

কাঠের স্টল ঠেলে ফেলে দিল জেফ, নিজেও পড়ল, তারপর স্টল থেকে বেরিয়ে বাকস্কিনের পিছনের দুই পায়ের আড়ালে চলে গেল। স্টল আর ঘোড়া মিলে মোটামুটি আড়াল দিচ্ছে ওকে। বাহু

থেকে কাঁধ ও শরীরের ডান পাশ অবশ ঠেকছে, মনে হচ্ছে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ভাগ্যিস, যন্ত্রণা হচ্ছে না! নইলে হয়তো টিকতেই পারত না।

ঝুঁকি নিয়ে রানওয়ের দিকে তাকাল ও, কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না লুকাসকে। হঠাৎ ডান পাশের দরজার কথা মনে পড়ল জেফের। নির্ঘাত সেদিকে চলে গেছে আউটল।

খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ও, ছুটতে গিয়ে টের পেল ডান হাত অবশ থাকায় তাল সামলাতে পারছে না, বরং টলমল পায়ে এগোল কয়েক গজ। আচমকা থামতে হলো আবার—সামনে উদয় হয়েছে লুকাস টার্বেল।

এবারও চমকের সুবিধা পুরোপুরি নিল সে। পিস্তল হাতে অপেক্ষায় ছিল, যেন জানত এ-ই করবে জেফ।

ধাতব নলে আলোর ঝিলিক চোখে পড়ল জেফের, দ্রুত সক্রিয় হওয়ার প্রয়াস পেল ও। কিন্তু বিক্ষত ডান হাতের কারণে শ্লথ হয়ে গেছে গতি, যত ক্ষিপ্রতায় অন্য সময়ে তৎপর হয়, তার অর্ধেকও হলো না। লুকাস টার্বেলের তুলনায় হাস্যকর শ্লথ মনে হলো।

লুকাসের মুখে চলে গেল ওর দৃষ্টি, অজান্তে। দেখল কুৎসিত হাসি তার মুখে, চাহনিতে বিজয়ের উল্লাস। নিরুপায় হয়ে ডাইভ দিল জেফ, বুলেট-বৃষ্টি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় মনে করেছে। কিন্তু লাফ দিতে গিয়ে টের পেল ক্লান্ত লাগছে, অজ্ঞাত কারণে শক্তি ফুরিয়ে গেছে দেহে; আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাটিতে পড়ল ও।

চোখ তুলে দেখতে পেল ট্রিগারে চেপে বসেছে লুকাসের আঙুল। দেহে বুলেট বিঁধবে যে-কোন সময়ে—এই আশঙ্কা নিয়ে শরীর শক্ত করল জেফ, একই সময়ে জুতমত একটা অবস্থানে যাওয়ার চেষ্টা করল; শেষ চেষ্টা করবে-হয়তো একবারই ট্রিগার টানতে পারবে, চায় সেটা কাজে লাগুক।

ক্লিক করে আওয়াজ হলো।

তীব্র গাল বকল আউটল। খালি কার্তুজে আঘাত করেছে হ্যামার, কিংবা বুলেটটা অকেজো হয়ে পড়েছে।

সারা শরীরে স্বস্তি বোধ করল জেফ, ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল, স্মিত হাসি ফুটল মুখে। মওকা পেয়ে এতক্ষণ বাহাদুরি দেখিয়েছে ব্যাটা। এবার ওর পালা।

পিস্তলটা হাত থেকে ছেড়ে দিল লুকাস। সারা মুখে, চাহনিতে তীব্র আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। বুঝতে পেরেছে এখনই গুলি করবে জেফ, কারবার খতম করে দেবে।

'গুলি কোরো না...' মিনতি ফুটল কণ্ঠে, আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখজোড়া।

'আশ্চর্য! আমার ভাইকে নিরস্ত্র অবস্থায় গুলি করেছ তুমি,' কঠিন সুরে বলল জেফ, সামান্য দয়াও অনুভব করছে না। 'এমনকী তোমাকে বাধাও দেয়নি সে। অযথাই গুলি করেছ! সেই তোমাকে আমি ছেড়ে দিই কীভাবে?'

'না! শোনো, আমার কথা শোনো...'

ট্রিগারে চেপে বসেছে জেফের আঙুল। মিশ্র অনুভূতি কাজ করছে মনে। নিষ্ঠুর, বর্বর এই মানুষটাকে ঘৃণা করে ও, কার্কের খুন ছাড়াও গত কয়েকদিনে যাবতীয় দুর্ভোগ ও কষ্টের হোতা বলে তার প্রতি তীব্র আক্রোশ ও প্রতিহিংসা বোধ করেছে। সম্পূর্ণ বিনা কারণে, উস্কানি ছাড়াই ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে কার্ককে, বিকৃত রুচির এক নিষ্ঠুর খুনি—এতটাই যে সামান্য কারণে আপন ভাইকে খুন করতেও যার বাধে না। এরচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ আর হয় না!

শুধু কার্ক বা পিটার টার্বেলই নয়, আরও অনেক খুনই করেছে সে; এবং সম্ভবত এদের বেশিরভাগ মানুষ নিরস্ত্র ও অসহায় ছিল। মনে-প্রাণে কাপুরুষ, অথচ দুর্বলের বিরুদ্ধে চরম হিংস্র ও নিষ্ঠুর হয়ে যায় লুকাস। এরচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য মানুষ পশ্চিমে হতে পারে না।

লুকাসের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। বেঁচে থাকলে দুনিয়াতে শুধু ঝামেলাই পাকাবে লুকাস, আরও নিরস্ত্র মানুষকে খুন করবে···

হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে লুকাস টার্বেল, মুখ করুণ দেখাচ্ছে; অন্যের দয়া চাইছে সে—অথচ কতবার যে নিরীহ কিছু মানুষ তার কাছে একই জিনিস প্রার্থনা করেছে!

'হারামীর বাচ্চা, মিনতি কর!' তীব্র ঘৃণায় বিষাক্ত শোনাল জেফের কণ্ঠ। 'এখানে তোর সমস্ত অপকর্মের দেনা-পাওনা শোধ হয়ে যাবে!'

হাঁটু গেড়ে বসল লুকাস, থরথর করে কাঁপছে শরীর, চোখে সীমাহীন আতঙ্ক।

এদিকে তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষে অস্থির বোধ করছে জেফ, শেষ মুহূর্তে শিথিল হয়ে গেল শরীরের সমস্ত পেশি; হঠাৎ বোধোদয় হলো—জল্লাদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে কেন? অন্তত যখন সেটা এড়ানোর মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে? প্রতিশোধ নিয়ে এমন কী হবে? নরকের একটা কীটকে পিষে মারতে পারলে কি কার্ক ফিরে আসবে? লরেটা একেবারে অনর্থক কিছু বলেনিঃ নিজের হাতে রক্ত লাগিয়ে এমন কী লাভ হবে ওর? তারচেয়ে যার যে নিয়তি, সেটা ঘটতে দেওয়াই কি উচিত নয়?

লুকাসের সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত লেনদেন চুকিয়ে ফেলাই সবকিছু নয়। চাইলে তাকে খুনও করতে পারে এখন, সেজন্য কাউকে ব্যাখ্যা করতে হবে না বা কেউ দোষারোপও করবে না ওকে। কিন্তু বিবেক বা মানবিকতার প্রশ্ন ওর মনে থেকে যাবে। লুকাসের সঙ্গে একই কাতারে নিজেকে দাঁড় করাবে কেন? ডুয়েলে আত্মরক্ষা এক জিনিস আর ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিশোধ নেওয়া—দুটোর মধ্যে বিস্তর ফারাক। দ্বিতীয়টি এক হিসাবে খুনই!

ডেভ ক্রাকফের কথাও সত্যি। কিছু সময় আছে যখন

আইনকে নিজস্ব পথে চলতে দেওয়া উচিত। সব প্রতিশোধ ওকে নিতে হবে কেন? সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে হলে নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ বিসর্জন দিতেই হয়। শুধু আইনেরই রয়েছে যে-কোন অপরাধের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও অবাধ বিচার করার। আইনের চোখে সবাই সমান।

এক পা পিছিয়ে এল জেফ। গালে লুকাসের বুলেটের ছ্যাঁকা এখনও ভুলতে পারেনি, বরং গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। ডান কাঁধ থেকে পুরো হাত অবশ লাগছে। শুধু একটা বুলেট, তাতে সমস্ত দায় থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু সেটা কি এক অর্থে খুন হয়ে যাবে না? লুকাসকে এখন গুলি করে মারলে, সেটা কি আইনকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে না?

তারচেয়ে তাকে আইনের হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয়? যা করার আইন করবে।

মন শক্ত করল ও, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। লুকাস টার্বেলের শাস্তি ওর হাতে নাকি আইনের হাতে হলো, সেটা বড় ব্যাপার নয়, বরং হওয়াটাই আসল ব্যাপার। ওর নিজের প্রতিশোধস্পৃহা বিসর্জনও গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার।

হাত তুলে দরজা দেখাল জেফ। বিষণ্ণ ও হতাশ সুরে বলল, 'বেরোও,' নির্দেশ দিল ও। 'কোনরকম টালবাহানা করলে গুলি খাবে বলে দিলাম।

'তোমাকে দয়া দেখানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। মনে রেখো, বেতাল করা মানে আমাকে গুলি করার সুযোগ করে দেওয়া। চলো, শহরে যাব আমরা। আইনের হাতে তুলে দেব তোমাকে। বুলেটে পেট না-ভরে ফাঁসির দড়ি থেকে তোমাকে ঝুলতে দেখলেই বেশি ভাল লাগবে আমার।'

***

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
AOHOR
Owner & Administrator
Banglapdfboi.com
Administrator
Banglapdf.net

ওয়েস্টার্ন

আস্তানা

গোলাম মাওলা নঈম

নৃশংসভাবে খুন হয়েছে জেফ হ্যামিল্টনের ভাই কার্ক। ব্যাংক ডাকাতির পর নিষ্ঠুরভাবে নিরস্ত্র ব্যাংকার আর কার্ককে খুন করেছে এক লুটেরা। লোকটাকে অনুসরণ করে কিংডম সিটিতে পৌঁছল জেফ।

আর তখনই যত বিপত্তির শুরু। জেফ আবিষ্কার করল ওর ভাইয়ের খুনি পিটার টার্বেল আসলে কিংডম সিটির মার্শাল গ্যারি টার্বেলের ছেলে। পুরো এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে টার্বেলরা। কারও বুকের পাটা নেই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

কিন্তু জেফ দাঁড়িয়ে গেল। জানে স্থানীয় কারও সাহায্য পাবে না, কিন্তু তার পরোয়াও করল না।

অসহায় লরেটা মর্গান আর ব্যাংক ডিটেকটিভ ডেভ ক্রাকফের উপস্থিতিতে আরও জটিল হয়ে উঠল পরিস্থিতি। আপন প্রাণ বাঁচানোই দায় জেফের জন্য, উপরন্তু না-চাইলেও মেয়েটার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হলো। শুরু হলো সেয়ানে সেয়ানে লড়াই।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০